

Acc. No. 120

Shelf No. A1511

Title
SubTitle Bhaktivinoda Gita Saingraha

Role Author Editor Comment. Transl. Compiler

Bhaktivinoda Thakura
Sundarananda Vidyaninoda

Edition 1st

Publisher Editor

Place Katikata

Year/942 Ind.Yr.

Lang. Bengali

Script Bengali

Subject Songs by Bhaktivinoda
Thakura

P.T.O. →

Acero 120

সভাষ্য

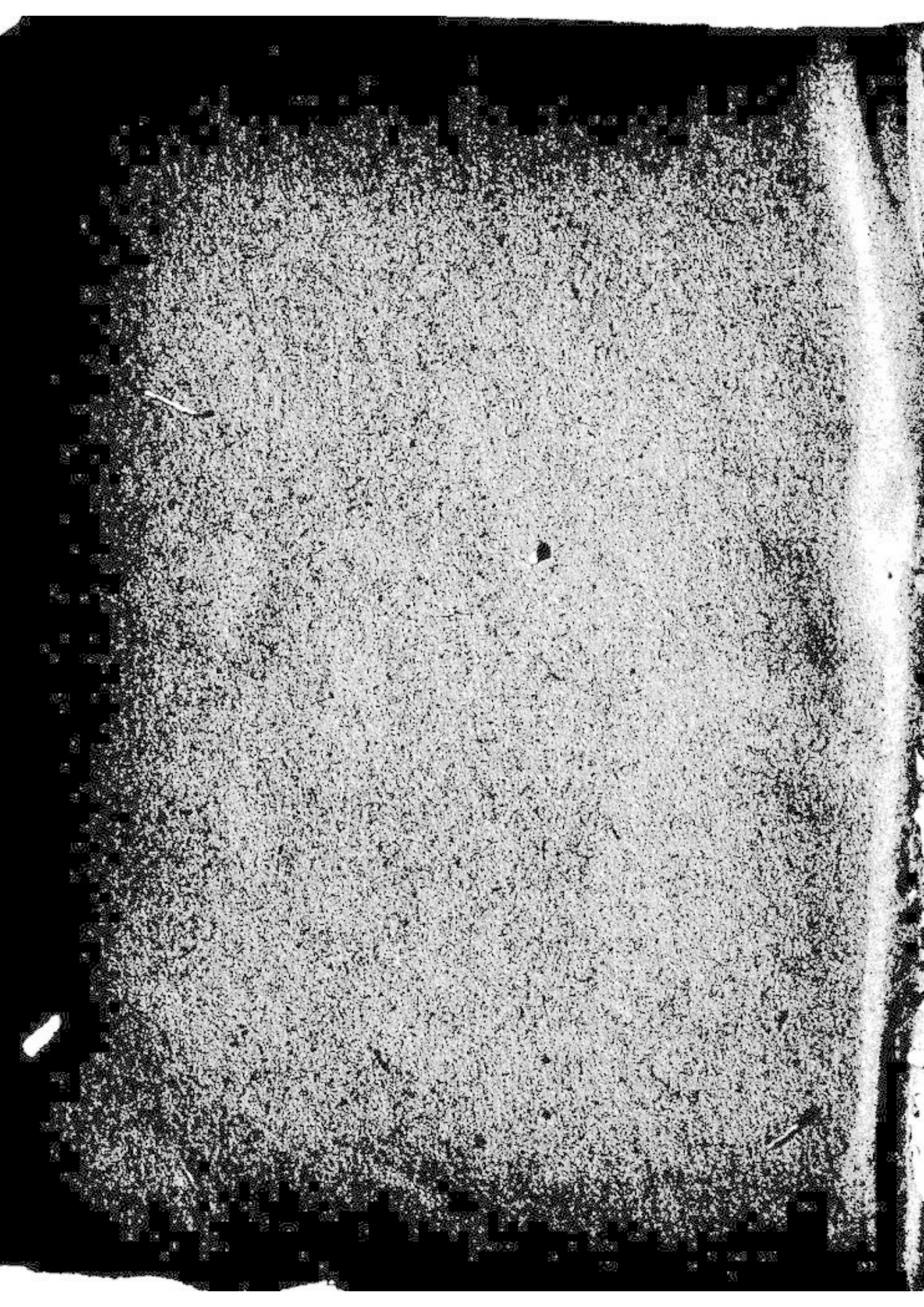
শ্রীভক্তিবিনোদ-

গীতসংগ্রহ



শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়-কর্তৃক

প্রকাশিত



শ্রীশ্রীগুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতসংগ্রহ

“শ্রুতিলেশ”-ভাষ্যসহ



শ্রীগৌড়ীয়সম্প্রদায়ের সম্পাদক
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগোরাবির্ভাব-বাসর

শ্রীগোরাব্দ—৪৫৫

বঙ্গাব্দ— ১৩৪৮

খৃষ্টাব্দ— ১৯৪২

সভাষ্য প্রথম সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান—

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ গালি

মঞ্জুষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ঢাকা।

ভাষ্যে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্নাবলী

অঃ--অন্ত্যলীলা অস্ত্যখণ্ড, অধ্যায়	অঃ ক্রিঃ—অসমাপিকা ক্রিয়া
অথর্ক—অথর্কবেদ	আঃ—আদিলীলা, আদিখণ্ড
ইং—ইংরাজী	আরবী
উঃ উঃ—উপাখ্যানে উপদেশ	উঃ পুঃ—উত্তম পুরুষ
উদ্ভাঃ প্রঃ—উদ্ভাষর প্রকরণ	উঃ নীঃ—শ্রীউজ্জলনীলমণি
উঃ প্রঃ—উদ্দীপন প্রকরণ	ঋ সং—ঋষেদ সংহিতা
কঠ—কঠ উপনিষৎ	কাঃ পঃ স্তোঃ—কার্পণ্য- পঞ্জিকা-স্তোত্র
কৃঃ গঃ—শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ- দীপিকা	কৃঃ বঃ প্রঃ—কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণ
কৃঃ সঃ—কৃষ্ণসন্দর্ভ	গীঃ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
গোঃ তঃ—গৌতমীয় তন্ত্র	গোঃ সঃ প্রঃ—গৌণ-সম্ভোগ- প্রকরণ
গ্রা—গ্রাম্য	চৈঃ ভাঃ—শ্রীচৈতন্যভাগবত
চৈঃ চঃ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	তৈঃ—তৈত্তিরীয়
জৈঃ ধঃ—জৈবধর্ম	

দেঃ—দেশী

নঃ শঃ—নবদ্বীপশতক

নাঃ ভেঃ প্রঃ—নায়কভেদ
প্রকরণ

পঃ—পরিশিষ্ট

প্রাঃ—প্রাদেশিক

প্রেঃ মঃ স্তঃ—প্রেমাস্তোজ-
মরন্দাথ্যস্তবরাজ

ফাঃ—ফার্সী

বাং—বান্ধাল

বিঃ কুঃ—বিলাপকুসুমাজলি

বিঃ প্রঃ—বিপ্রলম্ব-প্রকরণ

ব্যঃ প্রঃ—ব্যভিচারী প্রকরণ

ব্রঃ বুঃ—ব্রজবুলি

ভঃ রঃ—ভক্তিরত্নাকর

ভঃ সঃ—ভক্তিসন্দর্ভ

দ্রঃ—দ্রষ্টব্য

নাঃ কোঃ—নামকৌমুদী

নায়িঃ ভেঃ প্রঃ—নায়িকা-
ভেদ-প্রকরণ।

পাঃ লিঃ—শ্রীল ঠাকুরের শ্রীহস্ত-
লিঙ্গিত পাণ্ডুলিপি।

প্রেঃ ভঃ চঃ—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

পূঃ রাঃ—পূর্বরাগ

প্রঃ পুঃ—প্রথমপুরুষ

বিঃ পুঃ—বিষ্ণুপুরাণ

বাঃ—বাক্য

বৃঃ আঃ—বৃহদারণ্যক

ব্রঃ বিঃ—ব্রজবিলাস-স্তব

ব্রঃ সঃ—ব্রহ্মসংহিতা

ভঃ রঃ সিঃ—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

ভাঃ—শ্রীমদ্ভাগবত

মঃ শিঃ—মনঃশিক্ষা

সাক্ষেতিক চিহ্নাবলী

১০

মঃ—মধ্যলীলা, মধ্যখণ্ড

মুঃ সঃ প্রঃ—মুখ্যসম্বোগ-প্রকরণ

মু—মুসলমানী

শ্রীঠাঃ মঃ প্রাঃ—শ্রীঠাকুর মহাশয়ের

রাঃ প্রঃ—রাধাপ্রকরণ

প্রার্থনা

শ্বেতাধঃ—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

সঃ ভেঃ প্রঃ—সহায়ভেদ-প্রকরণ

সঃ প্রঃ—সখীপ্রকরণ

স্থঃ ভাঃ প্রঃ—স্থায়িত্ব-প্রকরণ

সাম—সামবেদ

স্বঃ কঃ—শ্রীস্বরূপ-দামোদরের

সং—সংস্কৃত

কড়চা

স্বঃ প্রঃ স্তোঃ—স্বসকল-

হঃ ভঃ বিঃ—হরিভক্তিবিলাস

প্রকাশ-স্তোত্র

হিঃ—হিন্দী



ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কিছ।

মহামতি নন্দ, বরদেব নাগর;
গোবিন্দ বসুধা জন।
গোপীপত্রক, মদন মনোহর;
কোলা-দমন বিদীন ॥১

অমন হরি নাম অমিত বিদ্যা।
শিখির সুন্দর; নবীন নাগর বর,
বংশী বদন সুবাস ॥ ২

ব্রজ জন পালন, অসুন্দরী নামন
নন্দ গোবিন্দ বাসুধা জন।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত অক্ষর,
সুন্দর নন্দ গোপাল ॥ ৩

সামুদ্র অধর, গোপী বসন হর,
বাস বাসক সুপাশয়।

শ্রী বর্ষ বসুধা, বন্দাবন নন্দ বর;
অমিত বিদ্যা অমিত ॥ ৪

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত একটি গীত

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

সভাষ্য-সংস্করণ-সম্পাদকের

নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গের কৃপাশীর্ষাদে বর্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরাগ্রণী শ্রীগৌরনিজজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত, শ্রীরূপানুগ-ভজনলিপ্সু ব্যক্তিগণের নিত্য শ্রবণীয়, কীর্তনীয় ও অনুশীলনীয় বিভিন্ন সঙ্গীত-সমূহ “শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদগীতসংগ্রহ” গ্রন্থ-নামে শ্রীশ্রীগৌরহরির ভুবনমঙ্গল আবির্ভাব-বাসরে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অভীষ্টানুসারে ভাষ্য-সংযুক্ত করিয়া প্রকাশিত হইল। এই সকল সঙ্গীতরত্ন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বিপুল ভক্তি-সাহিত্য-সিন্ধুর মধ্যে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ছিল। ইতঃপূর্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ‘গীতাবলী,’ ‘গীতমালা,’ ‘মাধক-কণ্ঠমালা,’ প্রভৃতি গ্রন্থে সেই সকল সঙ্গীত আহৃত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান

সংস্করণে শ্রীকৃষ্ণানুগবর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর আহত শ্রীকৃষ্ণকৃত 'সুবমালা'র মঙ্গলাচরণের মধ্যে নির্দিষ্ট "সুবপদ্ধতি"র প্রণালী যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়া এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বহস্ত-লিখিত আদিম পাণ্ডুলিপির পাঠের সহিত মিলাইয়া শ্রীভক্তিবিনোদ-গীতসমূহ গুণিত ও পাঠসমূহ সংশোধিত করা হইয়াছে। পূর্বমুদ্রিত সংস্করণে প্রকাশিত নিত্যকীর্তনীয় ভোগারতির 'তাম্বুল রসাল আনে তাম্বুল মসলা' স্থানে "জাম্বুল বা জম্বুল রসাল" পাঠ হইবে। মুদ্রাকর-প্রমাদে 'জাম্বুল' 'তাম্বুলে' পরিণত হওয়ায় অর্থ বিপরীত ও বিকৃত হইয়াছিল। 'জাম্বুল' ও 'রসাল' শ্রীকৃষ্ণের তাম্বুলিক—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশদীপিকা'য় ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু 'শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

সুবিলাস-বিলাসাখ্য-রসাল-রসশালিনঃ ।

জাম্বুলাদ্যাশ্চ তাম্বুল-পরিষ্কার-বিচক্ষণাঃ ॥

(শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা-পরিশিষ্টে, ৭৮)

জাম্বুল ! জাম্বুনদকান্তিমিষ্ট-তাম্বুলবল্লীদলসঞ্চয়ং ত্বম্ ।
স্বকর্তরীখণ্ডিতহেয়ভাগং বিধেহি চীনাংশুকমার্জিতং দ্রাক্ ॥

(শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, ৩য় সর্গ—৭৮)

মুদ্রাকর-প্রমাদ-বশতঃ ‘কার্ত্তস্বর’ (স্বর্ণ) ‘আর্ত্তস্বর’, ‘মগুন’
‘মগুল,’ ‘সখীপ্রীতি’ ‘সখীপতি’ প্রভৃতি বিকৃত শব্দে পরিণত
হইয়াছিল । ‘শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি,’ ‘শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু,’ ‘সুবমালা,’
‘সুবাবলী,’ ‘শ্রীগোবিন্দলীলামৃত’ প্রভৃতি শ্রীরূপরঘুনাথের গ্রন্থ ও
শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পাণ্ডুলিপির সহিত মিলাইয়া ঐ
সকল পাঠ সংশোধিত হইয়াছে এবং ঠাকুরের সঙ্গীতসমূহের বিভিন্ন
পদ শ্রীশ্রীরূপরঘুনাথের কোন্ কোন্ শ্লোক ও সিদ্ধান্তবাক্য
অবলম্বনে রচিত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । পূর্বে মুদ্রাকর-
প্রমাদবশতঃ কিছু কিছু পদ ও পংক্তি ছাড় পড়িয়াছিল, তাহাও
সংশোধিত হইয়াছে ।

ইংরাজী ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-
বিনোদের সম্পাদিত ‘শ্রীসজ্জনতোষণী’ পত্রিকার ১ম বর্ষে শ্রীল
ঠাকুরের রচিত ‘প্রেমপ্রদীপ’ নামক ভক্ত্যুপন্যাস-গ্রন্থে কয়েকটি
সঙ্গীত দৃষ্ট হয় । তাহা হইতে “শ্রেয়োনির্গয়ের” ৫ম সঙ্গীতটি

আহত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা'র ৩য় গুটীতে 'শ্রীগৌরশতনাম' ও 'শ্রীকৃষ্ণের বিংশোত্তরশতনাম'; ৪র্থ গুটীতে 'শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টক,' ৫ম গুটীতে 'শ্রীনামাষ্টক' ও ৬ষ্ঠ গুটীতে 'শ্রীনগরকীর্তনে'র সঙ্গীতসমূহ ও ভজনগীতাবলী এবং ১৮৯২-৯৩ সালে প্রকাশিত ৪র্থ বর্ষের 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পত্রিকায় 'অরুণোদয়-কীর্তন,' 'শোক-শাতন'-পালাগান, 'নগরকীর্তন' ও 'শ্রীধাম-পরিক্রমা'য় আগত বৈষ্ণব-সকলের উদ্দেশ্যে গীত' এবং ইং ১৯০০ সালে প্রকাশিত 'নিবেদন' নামক সাপ্তাহিক পত্রের ১০ম বর্ষের ১২০ সংখ্যায় 'প্রসাদসেবন-কালে কীর্তনীয় গীতসমূহ' মুদ্রিত হইয়াছিল।

অসমদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের সম্পাদিত 'শ্রীসজ্জনতোষণী'র ১৯শ বর্ষের (১৯১৬ খৃষ্টাব্দ) ২য় সংখ্যায় 'দালালের গীত,' ৩য় সংখ্যায় 'বাউল-সঙ্গীত', ১০ম সংখ্যায় 'বিজ্ঞপ্তি-নিবেদন বা কার্পণ্যপঞ্জিকা' ও ১১শ সংখ্যায় 'ঘামুনভাবাবলী'র 'গীতসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্বে 'গীতমালা' পুস্তিকার অন্তর্গত কুরিয়া 'শোকশাতন' মুদ্রিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বহস্তলিখিত

পাণ্ডুলিপিতে ইহা শ্রীগোরাঙ্গলীলাচরিত্রের অন্তর্গত একটি স্বতন্ত্র পালাগানরূপে দৃষ্ট হয়। এজন্য ইহা বর্তমান সংস্করণের “পরিশিষ্টে” স্বতন্ত্র একটি পালাসঙ্গীতরূপেই পৃথগ্ভাবে মুদ্রিত হইল। শ্রীশ্রীল ঠাকুরের রচিত সঙ্গীতসমূহের মধ্যে পূর্বে ‘শরণাগতি’র ‘কণিকা’-টীকা ও “কল্যাণকল্পতরুর” ‘পরিমল’-ভাষ্য শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগবর, শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গোর-সরস্বতীর মনোহ-ভীষ্ট-পরিপূরক শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যাবধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামিঠাকুরের কৃপাদেশে ও শক্তিসঙ্কার-ক্রমে রচিত হইয়াছিল। বর্তমানেও তাঁহারই কৃপাশক্তিসঙ্কারে পঙ্গুর গিরিলজ্জন, মুকের বাচালতা-প্রকাশ ও বামনের চন্দ্র স্পর্শ করিবার প্রয়াসের ন্যায় শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের গীতিসমূহের ‘শ্রুতিলেশ’ নামক ভাষ্য রচনায় অনুপ্রেরিত হইয়াছি। সতত শত শত ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষপ্রবণ, বিষয়-বিষ্ঠাগর্ভে পতিত, আচারভ্রষ্ট, অতি অনভীপ্সু, অতিশয় বদ্ধজীবের প্রতিও এইরূপ অহৈতুকী অপার করুণা-প্রকাশ কেবল শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীপাদ-পদ্যে আকর্ষণ করিয়া আবদ্ধ রাখিবার শৃঙ্খল ব্যতীত আর কি হইতে পারে? সুধী ও আদোষদর্শী সজ্জনবৃন্দ এই অযোগ্যতম

ব্যক্তির ক্রটি-বিচ্যুতি-সমূহ কৃপাপূর্বক প্রদর্শন করিয়া সংশোধনের সুযোগ প্রদান করিলে তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের শ্রীমুখোদগার্য শ্রোতসিদ্ধান্তের লেশ অবলম্বন করিয়াই এই ভাষ্য রচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীল ঠাকুরের রচিত গীতিসমূহ যে শ্রীল শ্রীরূপ, শ্রীল রঘুনাথ, শ্রীল শ্রীজীব, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু প্রমুখ স্ব-সম্প্রদায়ের গুরুবর্গ এবং শ্রীযামুনাচার্য্যাদি পূর্ব পূর্ব লোকোত্তর বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রীভক্তিরসামুত্তসিন্দু, শ্রীউজ্জলনীরামণি, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতির সিদ্ধান্ত-অনুসারে লিখিত, তাহাই শ্রুতিলেশ-ভাষ্যে বহু সমর্থন-সূচক শ্লোক ও বাক্য আহরণ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। পদাবলীতে ব্যবহৃত ব্রজবুলি, প্রাচীন বাঙ্গালা ও অপ্ৰচলিতশব্দের অর্থ এবং বিশেষ বিশেষ পদের ও বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত ও বিবৃত হইয়াছে। ভাষ্যে যে-সকল সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যবহার হইয়াছে, তাহারও একটি তালিকা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থের প্রক্ সংশোধনাদি সেবায় পূজনীয় শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সেবাব্রত প্রভু, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনমথ-মনমথদাস কাব্যতীর্থ, শ্রীবলদেবদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী,

নিবেদন

১৩০

শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিসার প্রভূতি শ্রীগুরুসেবকবৃন্দ বিশেষ
সহায়তা করিয়াছেন।

উপসংহারে প্রার্থনা, সর্বমহদগুণাকর শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ সর্ব-
দোষাকর এই পতিতাদমকে কেশাকর্ষণ পূর্বক শ্রীশ্রীগুরুপাদ-
পদ্মের অন্যাভিলাষরহিতা ত্রীতিময়ী সেবায় নিযুক্ত রাখুন।

শ্রীধাম-মায়াপুর

৩০ গোবিন্দ

৪৫৫ শ্রীচৈতন্যক

১৯ ফাল্গুন, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ

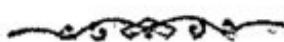
৩ মার্চ, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবদাসানুদাসাভাস

শ্রীসুন্দরানন্দদাস বিদ্যাবিনোদ

'গৌড়ীয়' ও 'শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে'র

সম্পাদক



বিষয়-সূচী

বিষয়	গ্রন্থ-পৃষ্ঠা
১। অরুণোদয়-কীর্তন	১-৮
২। আরতি-কীর্তন	৯-২১
শ্রীগৌরগোবিন্দ-আরতি	৯-১২
শ্রীগৌর-আরতি	১৩-১৪
শ্রীশ্রীযুগল-আরতি	১৪-১৬
শ্রীভোগ-আরতি	১৬-২১
৩। প্রসাদ-সেবায়	২২-২৯
প্রসাদ-সেবনারম্ভে	২২
সেবা করিতে করিতে	২৩-২৪
পুনশ্চ	২৪-২৬
প্রসাদী লুচির ফলার	২৬-২৭
খিচুড়িভোজন-সময়ে	২৮-২৯
বালভোগসেবনে	২৯

বিষয়	গ্রন্থ-পৃষ্ঠা
৪। শ্রীনগর-কীর্তন	৩০-৪৪
আজ্ঞাটহল	৩০-৩১
(গায় গোরা) [শ্রীনাম—১]	৩২-৩৩
(একবার ভাব) " ২	৩৪
('রাধাকৃষ্ণ' বল্ বল্) " ৩	৩৫-৩৭
(গায় গোরাচাঁদ) " ৪	৩৭-৩৮
(অঙ্গ-উপাঙ্গ-) " ৫	৩৯ ৪০
(হরে কৃষ্ণ) " ৬	৪০-৪২
('হরি' বলে') " ৭	৪২-৪৪
৫। শ্রীশ্রীগৌরশতনাম	৪৪-৫৪
৬। শ্রীকৃষ্ণের বিংশোত্তরশতনাম	৫৫-৬৪
৭। শ্রীনামকীর্তন	৬৪-৭৩
৮। শ্রেয়োনির্ণয়	৭৪-৭৮
৯। ভজন-গীত	৭৯-৮২
১০। যামুন-ভাবাবলী	৮৩-১২১

বিষয়-সূচী

১০

বিষয়	গ্রন্থ-পৃষ্ঠা
১১। শ্রী শিক্ষাষ্টক	১২২-১৪১
১২। শ্রী নামাষ্টক	১৪২-১৬০
১৩। শ্রী শ্রী রূপানুগ-ভজন-দর্পণ	১৬১-২১৫
১৪। সিদ্ধিলালসা	২১৫-২৩৫
১৫। শ্রী রাধাষ্টক	২৩৫-২৫৫
১৬। কার্পণ্য-পঞ্জিকা	২৫৫-২৭৮
১৭। পরিশিষ্ট—বাউল-সঙ্গীত	২৭৯-৩০১
১৮। দালালের গীত	৩০২-৩০৪
১৯। শোকশাতন	৩০৫-৩২৯

পদ-সূচী

পদ		পৃষ্ঠা
অঙ্গ-উপাঙ্গ-অঙ্গ	...	৩৯
অনাদি-করম-ফলে	...	১২৯
অন্তর্দ্বীপ-শশধর	...	৪৮
অপরাধ-ফলে মম	...	১৩১
অমূলিঙ্গ-ভুবনেশ	...	৫০
আমি অতি দীনমতি	...	২৫৫
আমি তোমার দুঃখের	...	২৭৯
আর কেন মায়াজালে	...	৭৫
আর্য্যধর্ম্মপাল	...	৪৭
আসল কথা বলতে কি	...	২৮৩
উদিল অরুণ	...	১
এও ত' এক কলির চেলা	...	২৮৮
একবার ভাব মনে	...	৩৪

পদ	পৃষ্ঠা
এ নাম শিব জপে	৪১
ওহে হরিনাম	১৫৬
কবে গৌরবনে	২১৫
কলিযুগপাবন	৫৪*
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তগত	১২৪
কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে	৬২
কৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত	৫৪
কৃষ্ণভক্তি বিনা ক'হু	৭৪
কৃষ্ণের যতেক খেলা	২১৩
কেন আর কর ঘেঘ	৭৮
কেন ভেকের প্রয়াস ?	২২৮
গাইতে গাইতে নাম	১৩৩
গাইতে 'গোবিন্দ'-নাম	১৩৫
গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে	৩৭
গায় গোরা মধুরঘরে	৩২
গোরাচাঁদের আজ্ঞা	৩১৫

পদ	পৃষ্ঠা
ঘরে বসে' বাউল	২২৪
চন্দ্রাবলী-প্রাণনাথ	৫২
চিন্তামণিময়	২২৪
জগদীশ জনার্দন	৬১
জগন্নাথ-স্মৃত	৪৫
জয় গোক্রমপতি	৫৩
জয় জয় গোরাচাঁদের	১৩
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ	১৪
জয় জয় হরিনাম	১৪৪
জয় যশোদানন্দন	৬৪
জীব জাগ	৭
জ্ঞানী জ্ঞান-যোগে	১৪৮
তুহঁ দয়া-সাগর	১২৪
দয়াল নিতাই	৬৬
দর্শন-আশ্লেষাশ্চিত	২৫৭
দামোদর বৃন্দাবন	৫৬

		পদ-সূচী
পদ		পৃষ্ঠা
দেখিতে দেখিতে	...	২১৮
ধন, জন, দেহ	...	৩০৯
ধর্মপথে থাকি'	...	২৮২
নগরকৌর্ভনসিংহ	...	৪৯
নগরে নগরে গোরা	...	৫৫
নটবর গুহাচর	...	৫৭
নদীয়া-গোক্রমে	...	৩০
নদীয়া-নগরে গোরা	...	৩২৭
নদীয়া-নগরে নিতাই	...	৪৪
(বল) নন্দের নন্দন	...	৩৮
নারিকার শিরোমণি	...	১৮৭
নারদ মুনি বাজায় বীণা	...	১৫৮
'নিরাকার নিরাকার'	...	৭৭
নির্জন কুটীরে	...	২২৫
নির্কেদ, বিষাদ, মদ,	...	২০০
পরমচেতন্য হরি	...	১৯৩

পদ	পৃষ্ঠা
পালাদাসী করি'	২২১
পীতবরণ কলিপাবন	১২২
পীরিতি সচ্চিদানন্দে	৭৬
পূর্ণচিদানন্দ তুমি	৩১৭
প্রদোষসময়ে	৩০৫
প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে	৩০৭
প্রভু ! তব পদযুগে	১২৭
প্রভুর বচন	৩১৩
বড় স্মখের খবর	৩০২
বকুগণ ! শুনহ বচন মোর	১৩৭
বরজ-বিপিনে	২৪৯
বরণে তড়িৎ	২২৯
বলান্ বৈরাগী ঠাকুর	২৯৬
বহুদেব-স্মৃত	৬০
'বাউল বাউল' বল্ছে	২৮৫
বাঁধিল মায়া	৩১৯

পদ	পৃষ্ঠা
বাচ্য ও বাচক	১৫৩
বিজ্ঞার্থি-উড়ু প	৪৬
বিভাবিত-রতি যবে	১২৭
বিরজার পারে	২৩৭
বিশ্বে উদ্ভিত	১৪৬
বৃন্দাবনানন্দ	৫২
বৃষভানুস্মৃতা	২৩২
বেদবিধি-অনুসারে	১১৩
বোল হরি বোল	৬৯
বৌদ্ধ-জৈন	৫১
ভজ ভকতবৎসল	১৬
ভজ রে ভজ রে আমার	৭৯
ভাইরে ! একদিন নীলাচলে	২৮
ভাইরে ! একদিন শান্তিপুরে	২৩
ভাইরে ! রামকৃষ্ণ গোচারণে	২৯
ভাইরে ! শচীর অঙ্গনে	২৪

পদ-সূচী

১/০

পদ	পৃষ্ঠা
ভাইরে ! শরীর অবিদ্ধা-জাল ...	২২
ভাইরে ! শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ...	২৬
ভাব না ভাব না, মন ...	৮১
ভালে গৌরা ...	৯
ভোজন-লালসে ...	২৫৪
মধুরের স্থায়ী ভাব ...	১৭৫
মনের মালা জপবি ...	২৯২
মহাভাব-চিন্তামণি ...	২৪৬
মানুষ-ভজ্ঞন করছে। ...	২৮৬
মৃত শিশু ল'য়ে ...	৩২৬
যশোমতী নন্দন ...	৬৪
যশোমতী-সুত্নপায়ী ...	৫৫
যেই রক্তি জন্মে যা'র ...	১৭৩
যোগপীঠোপরিস্থিত ...	১৩৯
যোগ, যাগ সব ছার ...	১৬৪
রক্তি, প্রেম, স্নেহ, মান ...	১৭৭

পদ	পৃষ্ঠা
রত্যাশ্বাদ-হেতু যত ...	১৭৮
রমণী-শিরোমণি ...	২৩৯
রসতত্ত্ব নিত্য যৈছে, ...	২১১
রসিক-নাগরী ...	২৪১
রসের আধার যিনি ...	১৭১
রাধাকৃষ্ণ-গুণগান ...	১৮৯
'রাধাকৃষ্ণ' বস্ বস্ ...	৩৫
রাধাবল্লভ মাধব ...	৬২
রাধাবল্লভ রাধাবিনোদ ...	৬৩
রাধা-ভজনে যদি ...	২৫২
রাধামাধব কুঞ্জবিহারী ...	৬৩
রাধিকাচরণ-পদ্ম ...	২৩৫
রূপানুগ-তত্ত্বসার ...	১৭০
শতকোটি গোপী ...	২৫১
'শ্রদ্ধাদেবী' নাম ঘা'র ...	১৬৮
শ্রাবণের ধারা ...	১৩৬

পদ	পৃষ্ঠা
শ্রীউজ্জ্বল রসসার	২০৫
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যদি	১২৬
শ্রীকৃষ্ণবিরহ আর	১৩৫
শ্রীকৃষ্ণবিরহে	২৩৪
শ্রীকৃষ্ণ সেবিব বলি'	১৮৫
শ্রীগুরু-শ্রীগৌরচন্দ্র	১৬১
শ্রীনন্দনন্দন-ধন	১৮০
শ্রীবাস কহেন, প্রভু	৩২১
শ্রীবাস-বচন	৩১২
শ্রীবাসের প্রতি	৩২৪
শ্রীরাধাবল্লভ রাধামাধব	৫৮
শ্রীরূপ-বদনে	১৪২
শ্রীরূপমঞ্জরী কবে	২২৮
সখি গো, কেমতে	১৩৬
সন্দর্শন, সংস্পর্শন.	২১৩
সবু মেলি'	৩১১

পদ	পৃষ্ঠা
সাধন-ভক্তির ...	১৬৭
সাধারণী, সমঞ্জসা, ...	২০২
সুদর্শন-মোচন ...	৫৯
সুরম্য, মধুর-স্মিত ...	১৮২
সুরম্যাদি গুণগণ ...	১৮৩
স্থায়িত্বাবিষ্টচিত্ত ...	১৯৯
হ'য়ে বিষয়ে আবেশ ...	৩০১
(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ ...	৭২
হরিনাম, তুরা অনেক স্বরূপ ...	১৫১
'হরি' বল, 'হরি' বল, ...	৬৮
'হরি' বলে' মোদের ...	৪২
হরি হে ! অগ্রে এক নিবেদন ...	১০৯
হরি হে ! অন্ত আশা নাহি যা'র ...	৯৭
হরি হে ! অবিবেকরূপ ঘন ...	১০৭
হরি হে ! আমি অপরাধী জন ...	১০৬
হরি হে ! আমি ত' চঞ্চলমতি ...	১২০

পদ	পৃষ্ঠা
হরি হে ! আমি নরপশুপ্রায় ...	১১৭
হরি হে ! আমি সেই দুষ্টমতি ...	১০৫
হরি হে ! ওহে প্রভু দয়াময় ...	৮৩
হরি হে ! জগতের বস্তু যত ...	৮৭
হরি হে ! তব পদ-পঙ্কজিনী ...	৯৯
হরি হে ! তবাজ্জ্ব কমলদ্বয় ...	১০৩
হরি হে ! তুমি জগতের পিতা ...	১১৯
হরি হে ! তুমি সর্বগুণযুত ...	৮৯
হরি হে ! তোমা ছাড়ি' আমি কভু	১১০
হরি হে ! তোমার ঈক্ষণে হয় ...	৮৫
হরি হে ! তোমার গম্ভীর মন ...	৯০
হরি হে ! তোমার চরণপদ্ম ...	১০২
হরি হে ! তোমার যে শুদ্ধভক্ত	১১৪
হরি হে ! ধর্মনিষ্ঠা নাহি মোর ...	৯৩
হরি হে ! নিজকর্ম-দোষ-ফলে	৯৬
হরি হে ! পরতত্ত্ব-বিচক্ষণ ...	৮৬

পদ	পৃষ্ঠা
হরি হে ! ভ্রমিতে সংসার-বনে ...	১০০
হরি হে ! মায়াবদ্ধ যতক্ষণ ...	৯১
হরি হে ! শুন হে মধুমথন ...	১১৬
হরি হে ! স্ত্রী-পুরুষ-দেহগত ...	১১২
হরি হে ! হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই ...	৯৪
হরে কৃষ্ণ হরে ...	৪০
হুঁসা'র থেকে ...	২৯০
হেনকালে কবে ...	২১৯

“ইতর-বিষয়ে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত জাত-
প্রেম লোকেরাই রসাধিকারী । যাহারা
এখন পর্য্যন্ত শুদ্ধ-রতি ও জড় হইতে
বৈরাগ্য লাভ করে নাই, তাহাদের
রসাধিকার-চেষ্টা বিফল ; সুতরাং চেষ্টা
করিতে গেলে রসকে ‘সাধন’ বলিয়া
কদাচারে প্রবৃত্ত হইবে ।”

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগোক্রমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-
গীতসংগ্রহ

অরুণোদয়-কীর্তন

[১]

ভৈরবী

উদিল অরুণ পূর্বভাগে,
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে,

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গৌ জয়তঃ

‘শ্রুতিলেশ’-ভাষ্য

মঞ্জলাচরণ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরাক্ষু জ্ঞানাজনশলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

পঙ্গুভ্রমতি ব্রহ্মাণ্ডং মূৰ্খো বেদার্থবিদ্ববেৎ ।
 কৃপালেশেন যশ্রাহং বন্দে তং গুরুমীশ্বরম্ ॥
 নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।
 শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতি নামিনে ॥
 নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে ।
 রূপানুগবিরূদ্ধাপ সিদ্ধান্তধ্বান্ত-হারিণে ॥
 নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
 গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥
 নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় বাণীপ্রেষ্ঠ-স্বরূপিণে ।
 শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদায় পুরীগোস্বামিনে নমঃ ॥
 শ্রীগুরুবঞ্চনান্ত পদদ্বন্দ্বৈ পতমুহঃ ।
 শিরসি ধারণংস্তেষাং পাদপদ্মরজাংসি চ ॥
 দীনোহতিপতিতঃ কশ্চিদ্গুরুকৃপৈকসম্বলঃ ।
 বৈষ্ণবদাস-দাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকঃ ॥
 শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদস্য 'শ্রীগীতসংগ্রহ'স্য চ ।
 গুরুকৃপানিদেশাঙ্ঘি ভাষ্য-বিরচনে রতঃ ॥

ভকতসমূহ লইয়া সাথে,
গেলা নগর-ব্রাজে ।

‘তাথই তাথই’ বাজল খোল,
ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল,
প্রেমে ঢলঢল সোনার অঙ্গ,

চরণে নূপুর বাজে ॥ ১ ॥

মুকুন্দ মাধব যাদব হরি,
বলেন বলরে বদন ভরি’
মিছে নিদবশে গেলরে রাত্তি,
দিবস শরীর সাজে ।

বাণেশ্বেদ-গোরাঙ্কে গোরাবির্ভাব-বাসরে ।

কৃতবান্ ‘শ্রুতিলেশা’খ্যং ভাষাং তত্তুষ্টিহেতবে ।

অরুণ—রৌদ্র উঠিবার প্রাক্কালে দৃশ্যমান রক্তবর্ণ সূর্য্য
অথবা উষারাগ । দ্বিজমনি—শ্রীশ্রীজগন্নাথমিশ্রহৃত দ্বিজবর

এমন দুর্লভ মানব-দেহ,
পাইয়া কি কর, ভাব না কেহ,
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত,

চরমে পড়িবে লাজে ॥ ২ ॥

উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,

শ্রীগৌরসুন্দর । নগর-ব্রাজে—নগর-ভ্রমণে ; (ব্রজ্ ধাতু
গমনে) । ঝাঁজ—কাঁসরের বাজবিশেষ ; পাঃ লিঃ—‘ঝাঁজের
বোল’ । তলতল—ঈষৎ কম্পিত, আন্দোলিত ; পাঃ লিঃ—
‘চরচর’ ॥ ১ ॥ মুকুন্দ...হরি—“দিনাদৌ মুরারে নিশাদৌ
মুরারে দিনার্কে মুরারে নিশার্কে মুরারে । দিনান্তে মুরারে নিশান্তে
মুরারে ত্বমেকো গতিন্ স্তমেকো গতিন্ ॥” (পদ্মাবলী, ৭০
সংখ্যা) । বলেন বলরে—শ্রীগৌরসুন্দর ইহা জীবকে বলিতে
শিক্ষা দিতেছেন । বর্দন ভরি’—নিরপরাধে ; “যজ্ঞিহ্মাণে
বর্ততে নাম তুভ্যম্” (ভাঃ ৩৩৩৭) শ্লোকের শ্রীচক্রবর্তি-

তবে কেন এবে অলস হই'

না ভজ হৃদয়রাজে ।

জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,

থাকহ আপন কাজে ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ,

টীকা দ্রঃ। নিদ্রা—নিদ্রা। শরীর-সাজে—দেহের পরিচর্যায়া।
ভাব না কেহ—কেহ চিন্তা কর না; 'ভাবনা' পাঠে
ভাবনা বা চিন্তা কর কি? চরমে—অন্তিম বা মৃত্যুকালে।
লোভে—লজ্জায় অর্থাৎ অনুশোচনায় ॥ ২ ॥ জীবন
ভার—“প্রায়োগান্নায়ুষঃ.....হ্যুপক্রতাঃ ॥” (ভাঃ ১।১।১০)।

নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দভুবন-মাঝে ।

জীবের কল্যাণসাধন-কাম,
জগতে আসি' এ মধুর নাম,
অবিদ্যা-তিমির-তপনরূপে

হৃদগগনে বিরাজে ॥ ৪ ॥

থাকহ..... কাজে—শ্রীনামপ্রভুর সম্বন্ধজ্ঞানে উদ্ধুদ্ধ হইয়া
তাঁহার দাস্তরূপ স্বরূপের কার্য অর্থাৎ শ্রীনামানুশীলন বা
ভজনে নিযুক্ত থাক—শ্রীনামপ্রভুর সংসার কর ॥ ৩ ॥ অবিদ্যা-
তিমির-তপনরূপে—“অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব
সকললোকশ্চ । তরণিরিব তিমির-জলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং
হরেন্নাম ॥” (পদ্মাবলী, ১৬ সংখ্যা-ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধর-কৃত শ্লোক) ।
“অঘং ধুবন্তি কাং স্মোন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥” (ভাঃ ৬।১।১৫) ।
কল্যাণসাধনকাম—নিত্যমঙ্গল-সাধনের ইচ্ছায় ॥ ৪ ॥

[୨]

ବିଭାଷ

ଜୀବ ଜାଗ, ଜୀବ ଜାଗ, ଗୋରାଟାଁଦ ବଳେ ।
 କତ ନିଦ୍ରା ଯାଓ ମାୟା-ପିଶାଚୀର କୋଳେ ॥ ୧ ॥
 ଭଜିବ ବଲିୟା ଏସେ' ସଂସାର-ଭିତରେ ।
 ଭୁଲିୟା ରହିଲେ ତୁମି ଅବିଦ୍ଵାର ଭରେ ॥ ୨ ॥

ଜୀବ ଜାଗ—“ଉଦ୍‌ଘିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍
 ନିବୋଧତ ।” (କଠ ୧।୩।୧୫) ॥ ୧ ॥ ଭଜିବ ଭିତରେ—
 “ତସ୍ମାଦହଂ ବିଗତବିକ୍ଳବ.....ଭବିଷ୍ଣୁରୁପମାଦିତବିଷ୍ଣୁପାଦଃ ॥” (ଭାଃ
 ୩।୩।୨୧)—ଅତଏବ ଆମି ଏହିହାନେହି ଅବସ୍ଥାନପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ-
 ପାଦସ୍ତମ୍ଭଲ ହୃଦୟେ ଧାରଣ କରତ ମାର୍ତ୍ତିକାପିଣୀ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟେ ସଂସାର
 ହୃଦୟେ ଆତ୍ମାନ୍ତେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଉକ୍ତାର କରିବ । ହେ ଭଗବନ୍ ! ଯେନ
 ପୁନର୍ଦ୍ଦାର ଆମାକେ ନାନା ଗର୍ଭବାସରୂପ ଦୁଃଖେ ପତିତ ହୃଦୟେ ନା ହୟ ।
 “ତେନାବସ୍ତୁତଃ.....ନିରୁଚ୍ଛାସୋ ହତସ୍ମୃତିଃ ॥” (ଭାଃ ୩।୩।୨୩)

তোমাতে লইতে আমি হৈনু অবতার ।

আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার ॥ ৩ ॥

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি' ।

হরিনাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ॥ ৪ ॥

ভকতিবিনোদ প্রভু-চরণে পড়িয়া ।

সেই হরিনাম-মন্ত্র লইল মাগিয়া ॥ ৫ ॥



—সেই জীব প্রসব-বায়ুদ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং সেই মুহূর্তেই অধোমস্তক হইয়া অবশভাবে অতিকষ্টে বহির্গত হইতে থাকে ; সেইসময় তাহার শ্বাস রুদ্ধ ও স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে ॥ ২ ॥

মাগি'—মাগিয়া, প্রার্থনা করিয়া ॥ ৪ ॥ প্রভু-চরণে—
শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে অথবা তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের
শ্রীচরণে ॥ ৫ ॥

আরতি-কীর্তন
শ্রীগৌরগোবিন্দ-আরতি *

[১]

ভালে গোরা-গদাধরের আরতি নেহারি ।
নদীয়া-পূরবভাবে যাঁউ বলিহারী ॥ ১ ॥
কল্পতরুতলে রত্নসিংহাসনোপরি ।
সবু সখী-বেষ্টিত কিশোরকিশোরী ॥ ২ ॥

* 'শ্রীস্বরভিকুঞ্জে শ্রীগৌরগোবিন্দ-আরতি'—পাঃ লিঃ ।

ভালে—ব্রঃ বৃঃ (হি—'ভলা' দেঃ)—ভাল । গোরা-
গদাধর—ভজনমার্গে শ্রীগৌরাজের যুগল । নেহারি—উঃ
পুঃ—নিরীক্ষণ করি ; অঃ ক্রিঃ—নিরীক্ষণ করিয়া । নদীয়া-
পূরবভাবে—শ্রীব্রজলীলার ভাবে ; “রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি-
জ্ঞানাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পূরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাগুং রাধাভাবহৃতি-

পুরটজড়িত কত মণি-গজমতি ।

ঝামকি' ঝামকি' লভে প্রতি-অঙ্গ-জ্যোতিঃ ॥ ৩ ॥

নীল নীরদ লাগি' বিদ্যাৎ-মালা ।

দুঁছ অঙ্গ মিলি' শোভা ভুবন-উজালা ॥ ৪ ॥

শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল ।

মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥ ৫ ॥

বিশাখাদি সখীবৃন্দ দুঁছ গুণ গাওয়ে ।

প্রিয়নন্দসখীগণ চামর ঢুলাওয়ে ॥ ৬ ॥

সুবলিতং নোমি কৃষ্ণরূপম্ ॥” (শ্রীষ্ণঃ কঃ) ।

যাঁউ—যাই ॥ ১ ॥ কল্পতরু.....কিশোরী—“দীবাৎ-

বৃন্দারণ্যকল্পক্রমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ । শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-

গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥” (চৈঃ চঃ

আঃ ১।১৬) ; সবু—সকল ॥ ২ ॥ পুরট—স্বর্ণ । প্রক্তি-

অঙ্গ-জ্যোতিঃ—“ভূষণভূষণাঙ্গম্” (ভাঃ ৩২।১২) ;

অনঙ্গমঞ্জরী চুয়া-চন্দন দেওয়ে ।

মালতীর মালা রূপমঞ্জরী লাগাওয়ে ॥ ৭ ॥

পঞ্চ প্রদীপে ধরি' কর্পূর-বাতি ।

ললিতাসুন্দরী করে যুগল-আরতি ॥ ৮ ॥

“ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহেঁ ললিত ত্রিভঙ্গ, তাহার উপর অধমু-
নর্তন ।” (চৈঃ চঃ মঃ ২১।১০৫) ॥ ৩ ॥ **সখীবৃন্দ**—শ্রীরাধার

সখীগণ পাঁচ প্রকার—(১) সখী, (২) নিত্যসখী, (৩) প্রাণসখী,
(৪) প্রিয়সখী, (৫) পরমপ্রেষ্ঠা সখী । কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা,

মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মাধবী, শশিকলা প্রভৃতি প্রিয়সখী ;
চামর-ব্যজনাদি সেবা সখীগণের অন্ততম কার্য । (উঃ নীঃ, সঃ

প্রঃ ৪০) ॥ ৬ ॥ **অনঙ্গমঞ্জরী**—শ্রীরাধার কনিষ্ঠা ভগিনী ;
“কনিষ্ঠানঙ্গমঞ্জরী” (কৃঃ গঃ ১১২-১২০, ঐ পঃ ১৭৩ দ্রঃ) ।

চুয়া—সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ । **শ্রীরূপমঞ্জরী**—“অনঙ্গমঞ্জরী
রূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরী । লবঙ্গমঞ্জরী স্তম্ভমঞ্জরী রসমঞ্জরী ॥ বিলাস-
মঞ্জরী প্রেমমঞ্জরী মণিমঞ্জরী । কনকমঞ্জরী কামমঞ্জরী রত্নমঞ্জরী ॥”

দেবী-লক্ষ্মী-শ্রুতিগণ ধরনী লোটাওয়ে ।

গোপীজন-অধিকার রওয়ত গাওয়ে ॥ ৯ ॥

ভকতিবিনোদ রহি' সুরভীকি কুঞ্জে ।

আরতি-দরশনে প্রেমসুখ ভুঞ্জে ॥ ১০ ॥

(ঐ পঃ ১৭৫-১৭৬) ॥ ৭ ॥ লোটাওয়ে—সুঠিত হন ।

গোপীজন.....গাওয়ে—প্রেমবশে রোদন করিয়া গোপী-
জনের সেবাধিকার বা সেবা-সৌভাগ্যের কথা উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন
করেন অর্থাৎ 'গোপীজনের ঞ্চায় সেবাধিকার আমাদের লাভ

হইল না' এইজন্য রোদন করিয়া গোপীগণের মহিমা কীর্তন

করেন ॥ ৯ ॥ সুরভীকি কুঞ্জ—অভিন্ন-ব্রজমণ্ডল

শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত শ্রীগোদ্রমের সুরভিকুঞ্জ শ্রীইন্দ্র ও শ্রীসুরভীগাভীর

ভজনস্থল বলিয়া শাস্ত্রে খ্যাত । "শ্রীসুরভীগাভী দ্রুমতলে বিলসয় ।

এহেতু গোদ্রম-দ্বীপ পূর্বাধিক কয় ॥" (ভঃ রঃ ১২।২৬৬)

শ্রীগোদ্রমে শ্রীল ঠাকুরের শ্রীসুরভিকুঞ্জ নিত্য প্রকাশিত ॥ ১০ ॥

[২]

শ্রীগৌর-আরতি

জয় জয় গোরাটাদের আরতিকী শোভা ।

জাহ্নবী-তটবনে জগমনোলোভা ॥ ১ ॥

দক্ষিণে নিতাইচাঁদ, বামে গদাধর ।

নিকটে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ছত্রধর ॥ ২ ॥

বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে ।

আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে ॥ ৩ ॥

নরহরি-আদি করি' চামর ঢুলায় ।

সঞ্জয়-মুকুন্দ-বাসুঘোষ-আদি গায় ॥ ৪ ॥

আরতিকো—আরতির । জগমনোলোভা—

সর্ব জগতের মনোমুগ্ধকর ; লোভা—লোভনীয় । জাহ্নবী-

তটবনে—শ্রীগঙ্গার পূর্ব তটস্থ শ্রীধাম-মায়াপুর-নবরীপে ॥ ১ ॥

শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল ।

মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥ ৫ ॥

বহু কোটি চন্দ্র জিনি' বদন উজ্জ্বল ।

গলদেশে বনমালা করে ঝলমল ॥ ৬ ॥

শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ ।

ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ ॥ ৭ ॥

[৩]

শ্রীশ্রীযুগল-আরতি

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ যুগল-মিলন ।

আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ ॥ ১ ॥

মদনমোহন রূপ ত্রিভঙ্গ সুন্দর ।

পীতাম্বর শিখিপুচ্ছ-চূড়া মনোহর ॥ ২ ॥

রসাল—মধুর, সুশ্রাব্য আনন্দজনক ॥ ৫ ॥ জিনি'—কর
করিয়া, পরাভব করিয়া ॥ ৬ ॥

ললিতমাধব-বামে বৃষভানু-কন্যা ।

সুনীলবসনা গৌরী রূপে গুণে ধন্যা ॥ ৩ ॥

নানাবিধ অলঙ্কার করে বালমল ।

হরিমনোবিমোহন বদন উজ্জ্বল ॥ ৪ ॥

সুনীলবসনা ধন্যা—“শ্রীরাধারূপলাবণ্যং বিশেষাৎ পরিকীৰ্ত্যতে । নানাবৈদক্ষীনৈপুণ্যা সুধার্মবন্ধরূপিণী । নবগোরোচনাভ্রাতিক্রান্তহেমসমপ্রভা । কিম্বা স্থিরা বিহ্বাদিব রূপাতিপরমোজ্জ্বলা ॥ বিচিত্রং নীলবসনং তস্মাচ্চ পরিশোভিতম্ । নানামুক্তাভূষিতাঙ্গী নানাপুষ্পবিরাজিতা ॥ বাসো মেঘাস্বরং নাম কুরবিন্দনিভং তথা । আত্মং স্বপ্রিয়মভ্রাতং রতমস্ত্যং হরেঃ প্রিয়ম্ ॥” (কৃঃ গঃ পঃ ১৩৫-১৪৭, ১৯৯) । শ্রীরাধার নীলবসনের নাম ‘মেঘাস্বর’ । ইহার প্রভা কুরবিন্দ-পুষ্পের স্থায় । **গৌরী**—গৌরকান্তিবিশিষ্টা শ্রীরাধিকা ; “অমলকনকপট্টোদ্ভৃষ্টকাশীরগৌরীং মধুস্নিমলহরীভিঃ স্নঃপরীতাং কিশোরীম্ ।” (সুবমালা, শ্রীরাধাষ্টক, ৮ম শ্লোক) ॥ ৩ ॥ **হরিমনো-**

বিশাখাদি সখীগণ নানা রাগে গায় ।
 প্রিয়নন্দসখী যত চামর ঢুলায় ॥ ৫ ॥
 শ্রীরাধামাধব-পদ-সরসিজ-আশে ।
 ভকতিবিনোদ সখীপদে সুখে ভাসে ॥ ৬ ॥

[৪]

শ্রীভোগ-আরতি *

ভজ ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি ।
 শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী,
 নন্দযশোমতী-চিত্তহারী ॥ ১ ॥

বিমোহন—“গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী ।
 গোবিন্দসর্বস্ব, সর্বকান্তা-শিরোমণি ॥ জগৎমোহন কৃষ্ণ,
 তাঁহার মোহিনী ।” (চৈঃ চঃ আঃ ৪।৮২, ২৫) ॥ ৪ ॥

সরসিজ—পদ ॥ ৬ ॥

* ‘শ্রীস্বরভিকুঞ্জের শ্রীভোগ-আরতি’—পাঃ লিঃ ।

বেলা হ'লো, দামোদর, আইস এখন ।

ভোগ-মন্দিরে বসি' করহ ভোজন ॥ ২ ॥

নন্দের নিদেশে বৈসে গিরিবরধারী ।

বলদেব-সহ সখা বৈসে সারি সারি ॥ ৩ ॥

শুকতা-শাকাদি ভাজি নালিতা কুম্বাণ্ড ।

ডালি ডালনা দুগ্ধতুষ্ণী দধি মোচাখণ্ড ॥ ৪ ॥

ভকতবৎসল—“ষষ্ঠাবতারগুণকর্মবিড়ম্বনানি নামানি”
 (ভাঃ ৩৯।১৫) ; “গুণবিড়ম্বনানি ভক্তবাৎসল্যোত্যাঙ্গানি”
 (ভঃ সঃ, ১৫২ অঃ) । শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ
 এই ‘শ্রীভকতবৎসল হরি’-নামটি অধিকাংশ সময়েই উচ্চারণ
 করিয়া থাকেন । “তুলসীদলমাত্রেন জলশ্চ চুলুকেন চ
 বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥” (গোঃ তঃ) ।
 সোহি—সেই-ই ; “ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীহৃত হৈল সেই”
 (শ্রীঠাঃ মঃ প্রাঃ) ॥ ১ ॥ দামোদর—ভাঃ ১০।৯ দ্রঃ ২ ॥
 গিরিবরধারী—শ্রীগোবর্দ্ধনধারী (ভাঃ ১০।২৫) ॥ ৩ ॥

মুদগবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘটান ।

শঙ্কুলী পিষ্টক ক্ষীর পুলি পায়সান্ন ॥ ৫ ॥

কর্পুর অমৃতকেলি রস্তা ক্ষীরসার ।

অমৃত রসালো অন্ন দ্বাদশ প্রকার ॥ ৬ ॥

লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী ।

ভোজন করেন কৃষ্ণ হ'য়ে কুতূহলী ॥ ৭ ॥

রাধিকার পক্ষ অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন ।

পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন ॥ ৮ ॥

নালিতা—(সং—নলিত) পাটশাক । দুগ্ধতুষ্ণী—

দুধলাউ ॥ ৪ ॥ শঙ্কুলী—তিলতণ্ডুলাদি-মিশ্রিত ঘবাগু (ঘাউ)

অথবা পিষ্টক বিশেষ । পুলি—পুলিপিঠা ॥ ৫ ॥ অমৃতকেলি

—“সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—‘অমৃতকেলি’-নাম ।” (চৈঃ চঃ মঃ

৪।১১৭) । রসালো—রসযুক্ত ॥ ৬ ॥ রাধিকার পক্ষ...

ভোজন—“ব্রজপুরপতিরাজ্যা আজ্ঞয়া মিষ্টমন্নং বহুবিধমতি

ছলেবলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল ।
 বগল বাজায় আর দেয় হরিবোল ॥ ৯ ॥
 রাধিকাদি গণে হেরি' নয়নের কোণে ।
 তৃপ্ত হ'য়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে ॥ ১০ ॥
 ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি ।
 সবে মুখ প্রক্ষালয় হ'য়ে সারি সারি ॥ ১১ ॥
 হস্ত মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগণে ।
 আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব-সনে ॥ ১২ ॥

যত্নাৎ শ্বেন প বরোরু । সপদি নিজসখীনাং মদ্বিধানাঞ্চ
 হস্তৈর্মধুমথননিমিত্তং কিং ত্বয়া সন্নিধাপ্যাম্ ॥” (সুবাবলী,
 বিঃ কুঃ ৪৬) ॥ ৮ ॥ **শ্রীমধুমঙ্গল**—ইহার পিতা শ্রীসান্দীপনি
 মুনি, মাতা সুমুখী ; নান্দীমুখী ইহার ভগিনী ও পৌর্গমাসী
 পিতামহী । ইনি শ্রীকৃষ্ণের একজন মুখা সখা ও বিদূষক
 (কৃঃ গঃ পঃ ৬৩-৬৪) । **বগল বাজায়**—পাথদেশে

জাম্বুল রসাল আনে তাম্বুল-মসলা ।

তাহা খে'য়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা ॥ ১৩ ॥

বিশালাক্ষ শিখি-পুচ্ছ-চামর ঢুলায় ।

অপূর্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায় ॥ ১৪ ॥

যশোমতী-আজ্ঞা পে'য়ে ধনিষ্ঠা-আনীত ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত ॥ ১৫ ॥

বাহর আঘাত করিয়া আনন্দ প্রকাশ বা উয়োল্লাস প্রকাশ করে ॥ ৯ ॥ **জাম্বুল**—শ্রীকৃষ্ণের জনৈক তাম্বুলিক ;

রসাল—ইনিও শ্রীকৃষ্ণের তাম্বুলিকগণের অগ্রতম । “সুবীলাস-বীলাসাখ্য-রসাল রসশালিনঃ । জাম্বুলাত্যাশ্চ তাম্বুলপরিষ্কার-বিচক্ষণাঃ ॥” (কৃঃ গঃ পঃ ৭৮) ॥ ১৩ ॥ **বিশালাক্ষ**—শ্রীকৃষ্ণের

সেবকবিশেষ ॥ ১৪ ॥ **ধনিষ্ঠা**—শ্রীকৃষ্ণের পরিচারিকাবিশেষ ;

যথা—“ধনিষ্ঠা-চন্দনকলা-গুণমালা-রতিপ্রভাঃ । তরুণীন্দুপ্রভা-

শোভা-রস্তাঢ্যাঃ পরিচারিকাঃ । গৃহমার্জনসংস্কারালেপকীরাদি-

কোবিদাঃ ॥” (কৃঃ গঃ পঃ ৮৩) । **ভুঞ্জে**—ভোজন করেন ।

ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায় ।

মনে মনে স্মৃথে রাধাকৃষ্ণগুণ গায় ॥ ১৬ ॥

হরি-লীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ ।

ভোগারতি গায় সেই ভকতিবিনোদ ॥ ১৭ ॥



যশোমতী..... শ্রীত—“কৃষ্ণবক্ত্রাশ্বজোচ্ছিষ্টং প্রসাদং পরমা-
দরাং । দত্তং ধনিষ্ঠয়া দেবি কিমানেষামি তেহগ্রতঃ ॥”
(স্তবাবলী, বিঃ কুঃ ৪৮)—হে দেবি রাধিকে ! শ্রীকৃষ্ণের
শ্রীমুখপদ্মোচ্ছিষ্ট ভুক্তাবশেষ প্রসাদ পরমাদরের সহিত শ্রীধনিষ্ঠা
'আমাকে প্রদান করিলে আমি তাহা কি আপনার সন্মুখে লইয়া
আসিব ? ॥ ১৫ ॥ অবশেষ—উচ্ছিষ্ট ॥ ১৬ ॥

প্রসাদ-সেবায়

(প্রসাদ-সংসেবনকালে পাঠ্য দোহা ;

মধ্যে মধ্যে 'সাধু সাবধান')

প্রসাদ-সেবনারম্ভে— [১]

ভাইরে !

শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,

জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে ।

তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্ন্যতি,

তা'কে জেতা কঠিন সংসারে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,

স্বপ্রসাদ-অন্ন দিল ভাই ।

সেই অনামৃত খাও, রাধাকৃষ্ণগুণ গাও,

প্রেমে ডাকু চৈতন্য-নিতাই ॥ ২ ॥

অবিদ্যা-জাল—মায়া'র পাশ । কাল—শত্রু । জেতা—

জয় করা ॥ ১ ॥ স্বপ্রসাদ-অন্ন—নিজ অনুগ্রহপূর্ণ অন্ন । ২ ॥

(ততঃ ভোজনম্) [২]

সেবা করিতে করিতে—

ভাইরে !

একদিন শান্তিপুর্বে, প্রভু অদ্বৈতের ঘরে,

দুই প্রভু ভোজনে বসিল ।

শাক করি' আশ্বাদন, প্রভু বলে, ভক্তগণ,

এই শাক কৃষ্ণ আশ্বাদিল ॥ ১ ॥

একদিন আশ্বাদিল—চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।২৩৪-

২৯৯ দ্রঃ । “আই জানে—প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে । বিংশতি

প্রকার শাক রাখিল এতেকে ॥ সবা' হৈতে ভাগ্যবন্ত—

শ্রীশাক-বাঞ্জন । পুনঃ পুনঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ ॥ শাকের

মহিমা প্রভু সবারে কহিয়া । ভোজন করেন প্রভু ঈষৎ

হাসিয়া ॥ প্রভু বলে—এই যে ‘অচ্যুতা’-নামে শাক । ইহার

ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ ‘পটল’-‘বাসুক’-‘কাল’-শাকের

ভোজনে । জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে ॥ ‘সালিঞ্চা’-

হেন শাক-আস্বাদনে, কৃষ্ণপ্রেম আইসে মনে,
সেই প্রেমে কর আস্বাদন ।

জড়বুদ্ধি পরিহরি', প্রসাদ ভোজন করি',
'হরি হরি' বল সর্বজন ॥ ২ ॥

(পুনশ্চঃ)

[৩]

ভাইরে !

শচীর অঙ্গনে কভু, মাধবেন্দ্রপুরী প্রভু,
প্রসাদান্ন করেন ভোজন ।

'হেলাধা'-শাক ভক্ষণ করিলে । আরোগ্য থাকয়ে তা'রে
কৃষ্ণভক্তি মিলে ॥" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।২৭৯, ২৯৩, ২৯৫-২৯৮) ।
চৈঃ চঃ মঃ ৩।৪১-১০৭, শ্রীশান্তিপু্রে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের
ভোজনপ্রসঙ্গঃ ॥ ১ ॥ হেন.....সর্বজন—শ্রীকৃষ্ণ-
প্রেমিকগণ স্বভাবতঃই নিজের জিহ্বালাম্পট্য চরিতার্থ
করিবার জন্ত কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না । তাঁহারা প্রত্যেক দ্রব্য
শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণময়রূপে দর্শন ও অনুভব করেন । সেইরূপ

খাইতে খাইতে তাঁ'র, আইল প্রেম সুদুর্বার,

বলে, শুন সন্ন্যাসীর গণ ॥ ১ ॥

মোচা-ঘণ্ট ফুলবড়ি, ডালি ডালনা চচ্চড়ি,

শচীমাতা করিল রন্ধন ।

তাঁ'র শুদ্ধা ভক্তি হেরি', ভোজন করিল হরি,

সুধা-সম এ অন্ন-ব্যঞ্জন ॥ ২ ॥

যোগে যোগী পায় যাহা, ভোগে আজ হ'বে তাহা,

'হরি' বলি' খাও সবে ভাই ।

বুদ্ধিবৃত্ত হইয়া ও জড়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিমুখে
প্রসাদ-সম্মানের জন্য পদকর্তা সকলকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন ॥ ২ ॥

শচীর.....ভোজন—চৈঃ চঃ মঃ ২১২২৫-২২৮ ড্রঃ ।

সুদুর্বার প্রেম—যে প্রেমের বিকার গোপন করা অত্যন্ত
দুঃসাধ্য ॥ ১ ॥ যোগে.....তাহা—যোগী যোগাদি-সাধনের
প্রভাবে যে-সকল সিদ্ধি বা পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার প্রভৃতি লাভ

কৃষ্ণের প্রসাদ-অন্ন, ত্রিজগৎ করে ধন্য,
 ত্রিপুরারি নাচে যাহা পাই' ॥ ৩ ॥

[৪]

(প্রসাদী লুচির ফলার)

ভাইরে !

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ,
 গৌরীদাস পণ্ডিতের ঘরে ।

করেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণ ঐরূপ কৃচ্ছসাধ্য তপস্বাদি না
 করিয়াও একমাত্র শ্রীহরিকীর্তনমুখে প্রসাদসেবনফলে অনায়াসে
 আনুষ্ঙ্গিকভাবে লাভ করিবেন । কৃষ্ণের প্রসাদ-অন্ন
 ধন্য—“হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেগ্যমুদরে হরেঃ ।
 পাদোদকঞ্চ নির্মালাং মস্তকে যস্ত সোহুচ্যতঃ ॥ পাবনং
 বিষ্ণুনৈবেগ্যং সুরসিদ্ধির্ষিভিঃ স্মৃতম্ ।” “ব্রহ্মবনির্কিকারং হি
 যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ । বিকারং যে প্রকুর্বন্তি তৎক্ষেপে
 তদ্বিজাতয়ঃ ॥ কুষ্ঠব্যাধিসমাবৃত্তাঃ পুত্রদারবিবর্জিতাঃ । নিরয়ং

লুচি চিনি ক্ষীর সর, মিঠাই পায়স আর,
 পিঠাপানা আশ্বাদন করে ॥ ১ ॥

মহাপ্রভু ভক্তগণে, পরম-আনন্দমনে,
 আশ্রা দিল করিতে ভোজন ।

কৃষ্ণের প্রসাদ-অন্ন, ভোজনে হইয়া ধন্য,
 ‘কৃষ্ণ’ বলি’ ডাকে সর্বজন ॥ ২ ॥

যান্তি তে বিপ্রা ষম্মান্নাবৰ্ত্ততে পুনঃ ॥” (হঃ ভঃ বিঃ
 ৯।১৩৩, ১৩৪) ॥ ৩ ॥

শ্রীগৌরীদাস—ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম
 ‘সুবল সখা’ । ইহার পূর্বনিবাস মুড়াগাছার নিকট শালিগ্রাম ।
 পরে অম্বিকা-কালনায় বাস করেন । শ্রীবিশ্বনাথ-জাহ্নবীর পিতা
 শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল শ্রীগৌরীদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । শ্রীগৌরীদাস
 পণ্ডিতের শিষ্য—শ্রীহৃদয়চৈতন্য । হরিহোড়ের পুত্র রাজা কৃষ্ণ-
 দাস ইহাদের পৃষ্ঠপোষক সেবক ছিলেন ॥ ১ ॥

[৫]

খিচুড়িভোজন-সময়ে—

ভাইরে !

একদিন নীলাচলে, প্রসাদ-সেবন-কালে,
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।

বলিলেন ভক্তগণে, খেচরান্ন শুদ্ধমনে,
সেবা করি' হও আজ ধন্য ॥ ১ ॥

খেচরান্ন পিঠাপানা, অপূর্ব প্রসাদ নানা,
জগন্নাথ দিল তোমা-সবে ।

আকণ্ঠ ভোজন করি', বল মুখে 'হরি হরি',
অবিছা-দুরিত নাহি র'বে ॥ ২ ॥

জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, বিরিকি-শস্তুর মান্য,
খাইলে প্রেম হইবে উদয় ।

দুরিত—দুষ্কৃত, অনর্থ, অমঙ্গল, অপরাধ ॥ ২ ॥

শ্রীনগর-কীর্তন

(আজ্ঞাটহল)

নদীয়া-গোক্রমে নিত্যানন্দ মহাজন ।

পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥ ১ ॥

(শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে)

প্রভুর আজ্ঞায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা ।

বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥ ২ ॥

নদীয়া—নয়টি দ্বীপস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম । গোক্রম—
নয়টি দ্বীপের অন্ততম গোক্রমদ্বীপ (গাদিগাছা) । নিত্যানন্দ
মহাজন—শ্রীগৌরমুন্দেরের দ্বারা কলিজীবের দ্বারে দ্বারে শ্রীনাম-
প্রচারের ভারপ্রাপ্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু । নামহট্ট—যেহান নাম-
সংকীর্তনের আচার প্রচাররূপ আদান-প্রদান-কোলাহলে সর্বদা
পূর্ণ । জীবের কারণ—জীবের উদ্ধার ও নিত্যমঙ্গলের
জন্য । ১ । প্রভুর আজ্ঞায়—শ্রীমগ্নহাপ্রভুর কৃপাদেশে ;
চৈঃ চৈঃ মঃ ৭।২২৮ দ্রঃ । বল 'কৃষ্ণ'—নামাভাস পরিত্যাগ

অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম ।

কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার ।

জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম—সর্ববধন্যসার ॥ ৪ ॥

করিয়। শুদ্ধনাম উচ্চারণ কর । ভজ কৃষ্ণ—কৃষ্ণনাম করিতে করিতে শ্রবণকীর্তনাদি নববিধা ভক্তিদ্বারা অধিকারভেদে বিধি-মার্গে বা রাগমার্গে ভজন কর । কৃষ্ণ-শিক্ষা—শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণভজন-শিক্ষা ॥ ২ ॥ অপরাধ-শূন্য—শ্রীপদ্মপুরাণোক্ত দশবিধ নামাপরাধ হইতে মুক্ত । কৃষ্ণ মাতা.....প্রাণ—কৃষ্ণই জীবের পালয়িতা, পোষক, কারণ, সম্পদ ও জীবন ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণের সংসার কর—মায়ার সংসারী বা দেহ-গেহাসক্ত গৃহব্রত হইবার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণনামপ্রভুর 'সংসারের সংসারী বা শ্রীকৃষ্ণনামব্রত হও । "প্রবৃত্তিক্রমে তুমি গৃহী, ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থ হও বা নিবৃত্তিক্রমে তুমি সন্ন্যাসী হও, সেই সেই অবস্থায় অনাচার ছাড়িয়া দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র,

[শ্রীনাম—১]

গায় গোরা মধুর স্বরে ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ১ ॥

সম্পত্তি প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সংসারে বাহেচ্ছিয়-
গণ ও মনকে শ্রীকৃষ্ণভাবমিশ্রিত-বিষয়ে বিচরণ করাইয়া বহির্মুখতা-
শূন্য-হৃদয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ কর ।” (শ্রীল ভক্তিবিনোদ) ।

অনাচার—দৈহিক ও মানসিক পাপ এবং আত্মিক অপরাধ ।

জীবে দয়া—শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণানুশীলন-
পূর্বক নিজের ও পরের জীবাত্মার প্রতি দয়া । **সর্বধর্মসার**

—যয়ং শ্রীকৃষ্ণনামের অনুশীলন করিয়া অপরের নিকট কৃষ্ণনাম-
কীর্তনরূপ জীবে দয়াই সর্বধর্মের সার বা শ্রেষ্ঠধর্ম ॥ ৪ ॥

গায়.....রাম হরে হরে—অসংখ্যাত ও সংখ্যাত
মহামন্ত্র-কীর্তন-সম্বন্ধে বাদানুবাদ পরিত্যাগ করিয়া পদকর্তা ‘গায়
গোরা’ বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মহামন্ত্র-কীর্তনলীলা শ্রীল রূপ-

গৃহে থাক, বনে থাক, সদা 'হরি' বলে' ডাক,
 সুখে দুঃখে ভুল না'ক,
 বদনে হরিনাম কর রে ॥ ২ ॥

মায়াজালে বন্ধ হ'য়ে, আছ মিছে কাজ ল'য়ে,
 এখনও চেতন পে'য়ে,
 'রাধা-মাধব' নাম বল রে ॥ ৩ ॥

জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ,
 ভক্তিবিনোদোপদেশ,
 একবার নামরসে মাত রে ॥ ৪ ॥

ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর 'শ্রীচৈতন্যষ্টকো'ক্ত লীলার
 অনুসরণে শ্রীগৌরলীলাকীর্তনের অন্তর্গত করিয়া কীর্তন
 করিয়াছেন ॥ ১ ॥ গৃহে.....ডাক—“গৃহ বা বনেতে থাকে,
 'হা গৌরাঙ্গ' বলে' ডাকে, নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ ॥” (শ্রীঠাঃ
 মঃ প্রাঃ) ॥ ২ ॥ মিছে কাজ—অনিত্য দেহমনের কাজ ॥ ৩ ॥

[শ্রীনাম—২]

একবার ভাব মনে,

আশাবশে ভ্রমি' হেথা পা'বে কি সুখ জীবনে ।

কে তুমি, কোথায় ছিলে, কি করিতে হেথা এলে,

কিবা কাজ করে' গেলে, যা'বে কোথা শরীর-পতনে ॥১॥

কেন সুখ, দুঃখ, ভয়, অহংতা-মমতাময়,

তুচ্ছ জয়-পরাজয়, ক্রোধ, হিংসা, ঘেঘ অশ্রুজনে ।

ভকতিবিনোদ কয়, করি' গোরা-পদাশ্রয়,

চিদানন্দ-রসময় হও রাধাকৃষ্ণনাম-গানে ॥ ২ ॥

জীবন.....শেষ—“আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাং.....উত্তমঃশ্লোক-

বার্ত্তয়া ॥” (ভাঃ ২।৩।১৭) । স্বমীকেশ—ইন্দ্রিয়াধিপতি

শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৪ ॥

অহংতা-মমতাময়—‘দেবীধামের কোন দেশ, কান
ও পাত্রে অধীন জীব ও জড়ীয় বস্তুসমূহের অধিকারী’ এই বুদ্ধি

[শ্রীনাম—৩]

‘রাধাকৃষ্ণ’ বল্ বল্ বল রে সবাই ।

(এই) শিক্ষা দিয়া, সব নদীয়া,
ফির্ছে নেচে’ গৌর-নিতাই ।

(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে’,
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই ॥ ১ ॥

(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত’ আর দুঃখ নাই ।

অর্থাৎ ‘আমি’ ও ‘আমার’ জ্ঞান । “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি.....
মন্ততে ॥” (গীঃ ৩২৭) । চিদানন্দ-রসময়—“দীক্ষাকালে
ভক্ত করে আত্মসমর্পণ । সেইকালে কৃষ্ণ তা’রে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তা’র চিদানন্দময় । অপ্রাকৃত দেহে তাঁ’র চরণ
ভজয় ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৯২, ১৯৩) ॥ ২ ॥

‘কৃষ্ণদাস.....দুঃখ নাই—‘আমি নিত্য কৃষ্ণদাস—
চিদানন্দস্বরূপ’, এই সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে জীবের আর

('কৃষ্ণ') বল্বে যবে, পুলক হ'বে,
 ঝরবে আঁখি, বলি তাই ॥ ২ ॥

('রাধা-) কৃষ্ণ' বল, সঙ্গে চল,
 এইমাত্র ভিক্ষা চাই ।

কোনরূপ দুঃখ বা শোক থাকে না । “ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ...
 গুরুদেবতান্না ॥” (ভাঃ ১১।২।৩৭) ও “তস্মাদ্ভারত সৰ্ব্বান্না...
 স্মৰ্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥” (ভাঃ ২।১।৫) । (কৃষ্ণ) বল্বে.....
 বলি তাই—নিরপরাধে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীনামোচ্চারণে
 অন্তরে প্রেম ও তাহা পুলকাক্রম প্রভৃতি সাত্ত্বিক-বিকাররূপে
 বাহ্যদেহে ব্যাপ্ত হয় ॥ ২ ॥ (রাধা) কৃষ্ণ বল.....ভিক্ষা
 চাই—শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ অথবা তাঁহাদের বাতুল শ্রীভক্তি-
 বিনোদ সকলকে সঙ্গে চলিবার জন্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণানুগ হইবার
 জন্য এই আহ্বান করিতেছেন,—‘শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বলিতে বলিতে
 আমার অনুসরণ কর অর্থাৎ তোমরাও শ্রীহরিকীর্তন-প্রচারক
 হও’ ; “যা’রে দেখ, তা’রে কহ ‘কৃষ্ণ’-উপদেশ । আমার আজ্ঞার

(যায়) সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ,
বলে, যখন ও নাম গাই ॥ ৩ ॥

[শ্রীনাম—৪]

গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে

হরে কৃষ্ণ হরে ॥ ৬ ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,

হরে কৃষ্ণ হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,

হরে কৃষ্ণ হরে ॥ ১ ॥

গুরু হৃৎকণ্ঠে তার' এই দেশ ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮) । (যায়)
সকল গাই — নামাভাসে সকল অনর্থ, অপরাধ ও
তাপ দূর হয় এবং শুদ্ধনামের উদয়ে বিরহবিধুর চিত্তবৃত্তিতে নব-
নবায়মান সেবা-চমৎকারিতার অনুভব হয় । বদ্ধদশায় অনর্থ বা
ক্লিষ্টপাই বিপদ ; মুক্তদশায় বিপ্রলভ বা বিরহই অপ্রাকৃত বিপদ-
রূপে অনুভূত হয় । "তব কথামৃতং" (ভাঃ ১০।৩১।৯) শ্লোক দ্রঃ ॥ ৩ ॥

[শ্রীনাম—৫]

অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পাষদ সঙ্গে ।

নাচই ভাব-মূরতি গোরা রঙ্গে ॥ ১ ॥

গাওত কলিযুগ-পাবন নাম ।

ভ্রমই শচীসুত নদীয়া ধাম ॥ ২ ॥

গণের উপকার করিয়া থাকেন। “অঘদমন-ঘণোদানন্দনো নন্দ-
সুনো” (শ্রীনামাষ্টক, ৫ম শ্লোক) ॥ ৩ ॥

অঙ্গ—শ্রীমন্নিতানন্দ-অদ্বৈতপ্রভুদ্বয় ; উপাঙ্গ—তদাশ্রিত
শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ ; অস্ত্র—শ্রীহরিনাম ; পাষদ—
শ্রীগদাধর, শ্রীদামোদর-স্বরূপ, শ্রীরামানন্দ, শ্রীরূপ-সনাতনাদি (ভাঃ
১১।৫।৩২, চৈঃ চঃ আঃ ৩৭১-৭৪) । নাচই—নৃত্য করেন ।
ভাব-মূরতি—বিপ্রলম্বভাব-বিভাবিতমূর্তি ॥ ১ ॥ গাওত—
গান করেন । কলিযুগপাবন—‘কলি’ অর্থাৎ তর্ক বা যুক্তির
যুগ হইতে উদ্ধারকারী । নাম—শ্রোতপথে অবতীর্ণ শ্রীনাম ।

(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥ ৩ ॥

[শ্রীনাম—৬]

হরে কৃষ্ণ হরে ॥ ৬ ॥

নিতাই কি নাম এনেছে রে ।

(নিতাই) নাম এনেছে, নামের হাতে,
শ্রদ্ধা-মূল্যে নাম দিতেছে রে ॥ ১ ॥

ভ্রমই—ভ্রমণ করেন । নদীয়া— 'নওদীয়া'—পাঃ লিঃ ॥ ২ ॥
(হরে) হরয়ে.....শ্রীমধুসূদন—১৫ঃ ভাঃ মঃ ১।৪০৭ দ্রঃ।
“এস্থলে প্রথমে 'হরি' ও 'যাদব' নামদ্বয়ের সহিত কীর্তনেচ্ছু
ব্যক্তির শরণাগতি বা আত্মসম্প্রদানাত্মিকা চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত
হইয়াছে । চতুর্থাস্ত-পদে শরণাগতি লক্ষিতা হয় । সম্বোধনাত্মক-
পদে কীর্তনকারীর নিত্য সেবাকাজ্জাই লক্ষিতা ।” (ত্রি, গোড়ীয়া,
ভাঃ) ॥ ৩ ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে রে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে রে ॥ ২ ॥

(নিতাই) জীবের দশা, মলিন দেখে,

নাম এনেছে ব্রজ থেকে রে ।

এ নাম শিব জপে পঞ্চমুখে রে

(মধুর এই হরিনাম)

এ নাম ব্রহ্মা জপে চতুর্মুখে রে

(মধুর এই হরিনাম)

এ নাম নারদ জপে বীণায়ন্ত্রে রে

(মধুর এই হরিনাম)

নিতাই কি.....দিতেছে রে—শ্রীনিতাইটাদের আনিত
শ্রীগোলোকের শ্রীনাথ-চিন্তামণি শ্রীনামের হাটে একমাত্র শ্রদ্ধা-
মূল্যে বিতরিত হয়। ইহা দ্বারা প্রাকৃত অর্থাতির বিনিময়ে নাম-(?)
বিক্রয়াদিরূপ অপব্যবসায়-প্রথা বা নামাপরাধের প্রশয়দান-

এ নামাভাসে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে ।

এ নাম বলতে বলতে ব্রজে চল রে ॥ ৩ ॥

(ভক্তিবিনোদ বলে)

[শ্রীনাম—৭]

(শ্রীধাম-পরিক্রমায় বৈষ্ণবসকল আসিলে

তদুদ্দেশে গীত)

‘হরি’ বলে’ মোদের গৌর এলো ॥ ১ ॥

এল রে গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমে এলোথেলো ।

নিতাই-অদ্বৈত-সঙ্গে গোক্রমে পশিল ॥ ১ ॥

সঙ্কীৰ্ত্তন-রসে মেতে’ নাম বিলাইল ।

নামের হাটে এসে’ প্রেমে জগৎ ভাসাইল ॥ ২ ॥

কাব্য নিবন্ধ হইয়াছে ॥ ১ ॥ এ নামাভাসে.....গেল

রে—ভাঃ ৬২।৪৫ দ্রঃ ॥ ৩ ॥

গোক্রমবাসীর আজ দুঃখ দূরে গেল ।

ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে আসি' হাট জাগাইল ॥ ৩ ॥

নদীয়া ভ্রমিতে গোরা এল নামের হাটে ।

গোর এল হাটে, সঙ্গে নিতাই এল হাটে ॥ ৪ ॥

নাচে মাতোয়ারা নিতাই গোক্রমের মাঠে ।

জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে ॥ ৫ ॥

(তোরা দেখে' যা' রে)

অরৈতাদি ভক্তবৃন্দ নাচে ঘাটে ঘাটে ।

পলায় ছুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে ॥ ৬ ॥

এলোথেলো—আলুথালু, আলুলায়িত (সং), বিশৃঙ্খল
অথবা স্থলিত ॥ ১ ॥ মাতোয়ারা—মত্ত । মালসাট—
মল্লদিগের বাহুর আক্ষালন ॥ ৫ ॥ পলায়...বিভ্রাটে—যত
প্রকার কুতর্ক, কুযুক্তি, পাকও, ভুক্তিমুক্তি-বাসনা, যাহা অত্যন্ত
হৃদমনীয় কলিস্বরূপ, তাহা সকলই মপার্ধদ শ্রীগোরবৃন্দরের

কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে ।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে ॥ ৭ ॥



শ্রী শ্রীগৌরশতনাম

প্রথম গীত

(যথা রাগ)

মদীয়া-নগরে নিতাই নেচে' নেচে'

গায় রে ॥ ধ্রু ॥

সংকীর্ণনাম-দর্শনে আপনাদিগকে বিপদগ্রস্ত জানিয়া পলায়ন
করে । 'পালাল'—পাঃ লিঃ ॥ ৬ ॥ নাটে—নৃত্যে ॥ ৭ ॥

[১]

জগন্নাথসুত মহাপ্রভু বিশ্বস্তুর ।

মায়াপুর-শশী নবদ্বীপ-সুধাকর ॥ ১ ॥

শচীসুত গৌরহরি নিমাইসুন্দর ।

রাধাভাবকান্তি-আচ্ছাদিত নটবর ॥ ২ ॥

নামানন্দ চপল বালক মাতৃভক্ত ।

ব্রহ্মাণ্ডবদন তর্কী কোতুকানুরক্ত ॥ ৩ ॥

জগন্নাথসুত—চৈঃ ভাঃ আঃ ১১২ ; মহাপ্রভু—
 চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪ ; বিশ্বস্তুর—চৈঃ ভাঃ আঃ ৪।৪৭-৪৯,
 চৈঃ চঃ আঃ ১৪।১৯ ; মায়াপুর-শশী—চৈঃ চঃ আঃ
 ১।৮৬-১০২ ॥ ১ ॥ নিমাইসুন্দর—চৈঃ ভাঃ আঃ ৪।৪৫,
 চৈঃ চঃ আঃ ১৩।১১৬ ; রাধাভাবকান্তি-আচ্ছাদিত—
 চৈঃ চঃ আঃ ১।৫ ॥ ২ ॥ নামানন্দ—চৈঃ ভাঃ আঃ ৪।৮৬-৯২ ;
 চপল বালক—চৈঃ ভাঃ আঃ ৪র্থ, ৮ম ; মাতৃভক্ত—
 চৈঃ চঃ মঃ ৩য়, ১৫শ ; তর্কী—চৈঃ ভাঃ আঃ ১১শ ॥ ৩ ॥

[২]

বিদ্যার্থি-উড়ুপ চৌরদ্বয়ের মোহন ।

তৈথিক-সর্বস্ব গ্রাম্যবালিকা-ক্রীড়ন ॥ ৪ ॥

লক্ষ্মী-প্রতি বরদাতা উদ্ধত বালক ।

শ্রীশচীর পতি-পুত্র-শোক-নিবারক ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মীপতি পূর্বদেশ-সর্বক্লেশহর ।

দিগ্বিজয়ি-দর্পহারী বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বর ॥ ৬ ॥

বিদ্যার্থি-উড়ুপ—(উড়ুপ --চন্দ্র) বিদ্যার্থীগণের মধ্যে

সর্বশ্রেষ্ঠ । চৌরদ্বয়ের মোহন—চৈঃ ভাঃ আঃ ৪।১০৮-

১৩১ ; তৈথিকসর্বস্ব—চৈঃ ভাঃ আঃ ৫।১৭-১৪৮ ; গ্রাম্য-

বালিকা-ক্রীড়ন—চৈঃ ভাঃ আঃ ৬।৭২-৭৮, চৈঃ চঃ আঃ

১৪।৪৮-৬১ ॥ ৪ ॥ লক্ষ্মী-প্রতি বরদাতা—চৈঃ ভাঃ আঃ

১০ম, চৈঃ চঃ আঃ ১৪।৬২-৬৬ ; উদ্ধত বালক—চৈঃ ভাঃ

আঃ ১১শ ; শ্রীশচীর পতি...নিবারক—চৈঃ ভাঃ আঃ

৮।১১৬-১১৮ ॥ ৫ ॥ লক্ষ্মীপতি—চৈঃ ভাঃ আঃ ১০ম, ১৪শ ;

[৩]

আর্য্যধর্মপাল পিতৃগয়া-পিণ্ডদাতা ।
 পুরীশিষ্য মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-পাতা ॥ ৭ ॥
 কৃষ্ণনামোন্নত কৃষ্ণতত্ত্ব-অধ্যাপক ।
 নামসংকীর্্তন-যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ॥ ৮ ॥
 অদ্বৈত-বান্ধব শ্রীনিবাস-গৃহধন ।
 নিত্যানন্দ-প্রাণ গদাধরের জীবন ॥ ৯ ॥

পূর্বদেশ-সর্বক্লেশহর—চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।৫২-১৫৬,
 চৈঃ চঃ আঃ ১৬শ ; দিগ্বিজয়ি-দর্পহারী—চৈঃ ভাঃ আঃ
 ১৩শ, চৈঃ চঃ আঃ ১৬শ ; বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বর—চৈঃ ভাঃ আঃ
 ১৫শ ॥ ৬ ॥ আর্য্যধর্ম্ম-পাল—বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালনকারী (চৈঃ
 ভাঃ আঃ ১৪শ) ; পিতৃগয়া-পিণ্ডদাতা—চৈঃ ভাঃ আঃ
 ১৭শ ; পুরীশিষ্য—ঐ ; মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-
 পাতা—ঐ ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণনামোন্নত—চৈঃ ভাঃ মঃ ১ম ;
 কৃষ্ণতত্ত্ব-অধ্যাপক—ঐ ॥ ৮ ॥ অদ্বৈত-বান্ধব—চৈঃ

[৪]

অন্তর্দ্বীপ-শশধর সীমন্ত-বিজয় ।

গোক্রম-বিহারী মধ্যদ্বীপ-লীলাশ্রয় ॥ ১০ ॥

কোলদ্বীপ-পতি ঋতুদ্বীপ-মহেশ্বর ।

জহু-মোদক্রম-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর ॥ ১১ ॥

চঃ আঃ ১৭শ, চৈঃ ভাঃ মঃ ৬ষ্ঠ ; শ্রীনিবাস-গৃহধন—চৈঃ
 চঃ আঃ ১৭শ, মঃ ১৫।৪৫-৪৬ ; গদাধরের জীবন—চৈঃ
 চঃ মঃ ১৬শ, অঃ ৭।১৫২-১৬০ ॥ ৯ ॥ **অন্তর্দ্বীপ**—শ্রীগৌরজনা-
 ভিটা, শ্রীঅদ্বৈত-সভা, শ্রীমুরারিগুপ্তালয়, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীচৈতন্য-
 মঠ, প্রভৃতি স্থান ; “নবদ্বীপमध्ये ‘মায়াপুর’-নামে স্থান । যথা
 জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥” (ভঃ রঃ ১২।৮৩) ; ভঃ রঃ
 ১২।১৩২-১৮০ দ্রঃ । **সীমন্ত**—সীমন্তদ্বীপ বা সিমুলিয়া (ঐ
 ১৮৪-২৩৬, চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৩৪৮) ; **গোক্রম**—গোক্রমদ্বীপ
 বা গাদিগাছা (ভঃ রঃ ২৩২-২৬২) । **মধ্যদ্বীপ**—মাজিরা
 (ঐ ২৭১-৩৭০) ॥ ১০ ॥ **কোলদ্বীপ**—(ঐ ৩৭৪-৪০১)

নবখণ্ড-রঙ্গনাথ জাহুবী-জীবন ।
 জগাই-মাধাই-আদি দুর্বৃত্ত-তারণ ॥ ১২ ॥

[৫]

নগরকীর্তনসিংহ কাজী-উদ্ধারণ ।
 শুদ্ধনাম-প্রচারক ভক্তার্তিহরণ ॥ ১৩ ॥

আধুনিক সহর নবদ্বীপ ; “সবে গঙ্গা মধো নদীয়ায় কুলিয়ায় ।” (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৩৮০) । ঋতুদ্বীপ—সমুদ্রগড়, রাহুতপুর (ভঃ রঃ ৪০৩-৪২৬) । জহু—জহু দ্বীপ ; বিজ্ঞানগর, জাগর প্রভৃতি (ঐ ৪২৯-৫৪৮) । মোদক্রম—মোদক্রমদ্বীপ ; মাউগাছি প্রভৃতি ; ঐ ৫৪৯-৭৪৯ দ্রঃ । রুদ্রদ্বীপ—রুদ্রপাড়া বা রাহুপুর (ঐ ৭৫১-৭৭১) ॥ ১১ ॥ নবখণ্ড-রঙ্গনাথ—নবদ্বীপ-লোলাকারী ; “যেন বসতো খণ্ডে নবে নিশ্চয়ঃ” (নঃ শঃ ২০) । জগাই..... তারণ—চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩শ । ১২ ॥ কাজী-উদ্ধারণ— চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩শ, চৈঃ চঃ আঃ ১৭শ ; ভক্তার্তিহরণ—

নারায়ণী-কৃপাসিন্ধু জীবের নিয়ন্তা ।
 অধম-পড়ুয়া-দণ্ডী ভক্তদোষ-হন্তা ॥ ১৪ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভারতী-তারণ ।
 পরিব্রাজশিরোমণি উৎকল-পাবন ॥ ১৫ ॥

[৬]

অম্বুলিঙ্গ-ভুবনেশ-কপোতেশ-পতি ।
 ক্ষীরচোর-গোপাল-দর্শনসুখী যতি ॥ ১৬ ॥

ভক্তের দুঃখমোচনকারী ॥ ১৩ ॥ নারায়ণী-কৃপাসিন্ধু—
 চৈঃ ভাঃ মঃ ১০ম ; অধম-পড়ুয়া-দণ্ডী—চৈঃ ভাঃ মঃ
 ২৬শ ॥ ১৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।১৬৯-১৭৬,
 চৈঃ চঃ আঃ ১।১, ২ ; ভারতী-তারণ—চৈঃ ভাঃ মঃ
 ২৮শ, অঃ ১ম ; পরিব্রাজ-শিরোমণি—চৈঃ ভাঃ অঃ
 ১ম-২য় ; উৎকল-পাবন—চৈঃ ভাঃ অঃ ২য় ॥ ১৫ ॥
 অম্বুলিঙ্গ...পতি—চৈঃ ভাঃ অঃ ২য় ; ক্ষীরচোর...
 সুখী যতি—চৈঃ চঃ মঃ ৪র্থ-৫ম, চৈঃ ভাঃ অঃ ২য় ॥ ১৬ ॥

নির্দগ্ধি-সন্ন্যাসী সার্বভৌম-কৃপাময় ।

স্বানন্দ-আস্বাদানন্দী সর্বসুখাশ্রয় ॥ ১৭ ॥

পুরটসুন্দর বাসুদেব-ত্রাণকর্তা ।

রামানন্দ-সখা ভট্টকুল-ক্লেশহর্তা ॥ ১৮ ॥

[৭]

বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদি-কুতর্ক-খণ্ডন ।

দক্ষিণ-পাবন ভক্তিগ্রন্থ-উদ্ধারণ ॥ ১৯ ॥

নির্দগ্ধি-সন্ন্যাসী—চৈঃ চঃ মঃ ৫ম, চৈঃ ভাঃ অঃ ২০৩-২০২ ;
 সার্বভৌম-কৃপাময়—চৈঃ ভাঃ অঃ ৩য়, চৈঃ চঃ মঃ
 ৬ষ্ঠ, ১৫শ ; স্বানন্দ-আস্বাদানন্দী—নিজানন্দ অর্থাৎ
 শ্রীব্রজবিলাসানন্দ-আস্বাদনে যিনি আনন্দিত ॥ ১৭ ॥ বাসু-
 দেবত্রাণকর্তা—চৈঃ চঃ মঃ ৭ম ; রামানন্দ-সখা—
 চৈঃ চঃ মঃ ৮ম ; ভট্টকুলক্লেশহর্তা—চৈঃ চঃ মঃ ৯ম ॥ ১৮ ॥
 বৌদ্ধ...খণ্ডন—চৈঃ চঃ মঃ ৯ম ; দক্ষিণ-পাবন—চৈঃ
 চৈঃ মঃ ৭ম-৯ম ; ভক্তিগ্রন্থ-উদ্ধারণ—চৈঃ চঃ মঃ

আলাল-দর্শনানন্দী রথাগ্র-নর্তক ।
 গজপতিত্রাণ দেবানন্দ-উদ্ধারক ॥ ২০ ॥
 কুলিয়াপ্রকাশে দুষ্টি পড়ুয়ার ত্রাণ ।
 রূপ-সনাতন-বন্ধু সর্ববজীবপ্রাণ ॥ ২১ ॥

[৮]

বৃন্দাবনানন্দমূর্ত্তি বলভদ্র-সঙ্গী ।
 যবন-উদ্ধারী ভট্ট-বল্লভের রঙ্গী ॥ ২২ ॥

৯ম ॥ ১৯ ॥ আলালদর্শনানন্দী—চৈঃ চঃ মঃ ১১শ ;
 রথাগ্রনর্তক—চৈঃ চঃ মঃ ১১শ, ১৩শ ; গজপতি-
 ত্রাণ—চৈঃ ভাঃ অঃ ৫ম, চৈঃ চঃ মঃ ১৩শ ; দেবানন্দ-
 উদ্ধারক—চৈঃ ভাঃ মঃ ২১শ, অঃ ৩য় ॥ ২০ ॥
 রূপ-সনাতনবন্ধু—চৈঃ চঃ মঃ ১৯শ, ২০শ ॥ ২১ ॥ বৃন্দা-
 বনানন্দ-মূর্ত্তি—চৈঃ চঃ মঃ ১৭শ ; বলভদ্রসঙ্গী—কঃ
 যবন-উদ্ধারী—চৈঃ চঃ মঃ ১৬শ, ১৮শ ; ভট্ট-বল্লভের

কাশীবাসি-সন্ন্যাসি-উদ্ধারী প্রেমদাতা ।

মর্কটবৈরাগি-দণ্ডী আচণ্ডাল-ত্রাতা ॥ ২৩ ॥

ভক্তের গৌরবকারী ভক্তপ্রাণধন ।

হরিদাস-রঘুনাথ-স্বরূপ-জীবন ॥ ২৪ ॥

নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে' নেচে' গায় রে ।

ভকতিবিনোদ তাঁ'র পড়ে রাঙ্গাপায় রে ॥ ২৫ ॥

দ্বিতীয় গীত

জয় গোক্রমপতি গোরা ।

নিতাই-জীবন, অদ্বৈতের ধন,

বৃন্দাবন-ভাব-বিভোরা ।

রঞ্জী—চৈঃ চঃ মঃ ১৯শ ॥ ২২ ॥ কাশীবাসি-সন্ন্যাসি-
উদ্ধারী—চৈঃ চঃ আঃ ১ম; মর্কটবৈরাগিদণ্ডী—ছোট
হরিদাসের দণ্ডলীলা-বিধানকর্তা (চৈঃ চঃ অঃ ২য়); আচণ্ডাল-
ত্রাতা—চৈ চঃ অঃ ৩য় ॥ ২৩ ॥

গদাধর-প্রাণ, শ্রীবাস-শরণ,
কৃষ্ণভক্তমানস-চোরা ॥ ১ ॥

তৃতীয় গীত

কলিযুগপাবন বিশ্বস্তর ।

গৌড়চিত্তগগন-শশধর ।

কীর্তন-বিধাতা, পরপ্রেমদাতা,
শচীসুত পুরটসুন্দর ॥ ১ ॥

চতুর্থ গীত

কৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ ।

গদাধর শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ ।

স্বরূপ-রূপ-সনাতন-পুরী-রামানন্দ ॥ ১ ॥



শ্রীকৃষ্ণের বিংশোত্তরশতনাম

(জনসাধারণের অষ্টপ্রহর নামকীর্তনের জগ্ৰ)

প্রথম গীত

নগরে নগরে গোরা গায় ॥ ধ্রু ॥

[১]

যশোমতী-সুত্ৰপায়ী শ্রীনন্দনন্দন ।

ইন্দ্রনীলমণি ব্রজ-জনের জীবন ॥ ১ ॥

শ্রীগোকুল-নিশাচরী-পূতনা-ঘাতন ।

দুষ্ট-তৃণাবর্তহস্তা শকট-ভঞ্জন ॥ ২ ॥

যশোমতী-সুত্ৰপায়ী—ভাঃ ১০১৯ ; “তমাল-
শ্ৰামলদ্বিষি শ্রীযশোদাস্তনকয়ে” (কৃঃ সংধৃত নাঃ কোঃ বাঃ) ;

ইন্দ্রনীলমণি—ঐ ১০৮৩০ ; ব্রজজনের জীবন—
ঐ ১০১৫, ১৭ ॥ ১ ॥ শ্রীগোকুল...ঘাতন—ঐ ১০৬ ;

নবনীত-চোর দধিহরণ-কুশল ।

যমল-অর্জুন-ভঞ্জী গোবিন্দ গোপাল ॥ ৩ ॥

[২]

দামোদর বৃন্দাবন-গোবৎস-রাখাল ।

বৎসাসুরান্তক হরি নিজজনপাল ॥ ৪ ॥

বকশত্রু অঘহন্তা ব্রহ্মবিমোহন ।

ধেনুকনাশন কৃষ্ণ কালিয়দমন ॥ ৫ ॥

দুষ্টতৃণাবর্তহন্তা— ভাঃ ১০।৭ ; শকটভঞ্জন— ঐ ১০।৭ ॥ ২ ॥ নবনীতচোর—ঐ ১০।৮ ; দধি-হরণ-কুশল—ঐ ১০।৮ ; যমল-অর্জুনভঞ্জী—ঐ ১০।১০।২৬-৪৩ ; গোবিন্দ, গোপাল—ঐ ১০।২৭।১৯-২৮ ॥ ৩ ॥ দামোদর—ঐ ১০।৯।১২-১৮ ; বৃন্দাবন-গোবৎস-রাখাল—ঐ ১০।১৫।১-১৮ ; বৎসাসুরান্তক—ঐ ১০।১১।৪১-৪৪ ; নিজজনপাল— ঐ ১০।২৫ ॥ ৪ ॥ বকশত্রু—ঐ ১০।১১।৪৭-৫৩ ; অঘহন্তা—ঐ ১০।১২।১৩-৩৩ ;

পীতাম্বর শিখিপিচ্ছধারী বেণুধর ।

ভাণ্ডীরকাননলীল দাবানল-হর ॥ ৬ ॥

[৩]

নটবর গুহাচর শরতবিহারী ।

বল্লবীবল্লভ দেব গোপীবস্ত্রহারী ॥ ৭ ॥

যজ্ঞপত্নীগণ-প্রতি করুণার সিদ্ধু ।

গোবর্দ্ধনধুক্ মাধব ব্রজবাসিবন্ধু ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মবিমোহন—ভাঃ ১০।১৩ ; ধেনুক-নাশন—ঐ
 ১০।১৫।২২-৩৪ ; কালিয়-দমন—ঐ ১০।১৬।১-২৮ ॥ ৫ ॥
 পীতাম্বর, শিখিপিচ্ছধারী, বেণুধর—ঐ ১০।১৮ ;
 ভাণ্ডীরকাননলীল—ঐ ১০।১৯ ; দাবানল-হর—ঐ
 ১০।১৯ ॥ ৬ ॥ নটবর, গুহাচর, শরতবিহারী—ঐ
 ১০।২০, ২১ ; বল্লবীবল্লভ, গোপীবস্ত্রহারী—ঐ
 ১০।২২ ॥ ৭ ॥ যজ্ঞপত্নীগণ-প্রতি করুণার সিদ্ধু—ঐ
 ১০।২৩ ; গোবর্দ্ধনধুক্, ব্রজবাসিবন্ধু ঐ ১০।২৫ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রদর্পহারী নন্দরক্ষিতা মুকুন্দ ।

শ্রীগোপীবল্লভ রাসক্রীড় পূর্ণানন্দ ॥ ৯ ॥

[৪]

শ্রীরাধাবল্লভ রাধামাধব সুন্দর ।

ললিতা-বিশাখা-আদি সখী-প্রাণেশ্বর ॥ ১০ ॥

নবজলধরকান্তি মদনমোহন ।

বনমালী স্মেরমুখ গোপীপ্রাণধন ॥ ১১ ॥

ত্রিভঙ্গী মুরলীধর যামুন-নাগর ।

রাধাকুণ্ড-রঙ্গনেতা রসের সাগর ॥ ১২ ॥

ইন্দ্রদর্পহারী—ভাঃ ১০।২৪ ; শ্রীনন্দরক্ষিতা—ঐ

১০।২৮ ; শ্রীগোপীবল্লভ, রাসক্রীড়, পূর্ণানন্দ—ঐ

১০।২৯ ॥ ৯ ॥ গোপীপ্রাণধন—ঐ ১০।৩০-৩৩ । ১১ ॥

ত্রিভঙ্গী, মুরলীধর, যামুন-নাগর—ঐ ১০।৩৩ । ১২ ॥

[৫]

চন্দ্রাবলী-প্রাণনাথ কোতুকাভিলাষী ।

রাধামান-সুলম্পট মিলন প্রয়াসী ॥ ১৩ ॥

মানসগঙ্গার দানী প্রসূনতস্কর ।

গোপীসহ হঠকারী ব্রজবনেশ্বর ॥ ১৪ ॥

গোকুলসম্পদ গোপদুঃখ-নিবারণ ।

দুর্ম্মদ-দমন ভক্তসন্তাপ-হরণ ॥ ১৫ ॥

[৬]

সুদর্শন-মোচন শ্রীশঙ্খচূড়ান্তক ।

রামানুজ শ্যামচাঁদ মুরলীবাদক ॥ ১৬ ॥

গোপীগীতশ্রোতা মধুসূদন মুরারি ।

অরিষ্টিঘাতক রাধাকুণ্ডাদি-বিহারী ॥ ১৭ ॥

সুদর্শন-মোচন—ভঃ ১০।৩৪।৫-৯ ॥ ১৬ ॥ শ্রীশঙ্খ-

চূড়ান্তক—ঐ ১০।৩৪।২৫-৩২ ॥ ১৬ ॥ মুরারি—ঐ

ব্যোমান্তক পদ্মনেত্র কেশিনিসূদন ।

রঙ্গক্রীড় কংসহস্তা মল্লপ্রহরণ ॥ ১৮ ॥

[৭]

বসুদেব-সুত বৃষ্ণিবংশ-কীর্তিধ্বজ ।

দীননাথ মথুরেশ দেবকীগর্ভজ ॥ ১৯ ॥

কুজাকৃপাময় বিষ্ণু শৌরি নারায়ণ ।

দ্বারকেশ নরকল্প শ্রীষদুনন্দন ॥ ২০ ॥

১০।৫২ ; অরিষ্টঘাতক—ভাঃ ১০।৩৬।১-১৪ ॥ ১৭ ॥

ব্যোমান্তক—এ ১০।৩৭।২৮-৩২ ; কেশি-নিসূদন—

১০।৩৭।১-৭ ; কংসহস্তা—এ ১০।৪৪ ; মল্লপ্রহরণ—

চাপুর, শষ্টিক, কুট, শল ও ভৌশলক প্রভৃতি মল্লগণের

প্রহারকারী । এ ১০।৪৪।১৮-২৮ ভাঃ ১৮ ॥ বসুদেব-সুত—

এ ১০।৩ ; দেবকী-গর্ভজ—এ ১০।৩ ॥ ১৯ ॥ কুজা-

কৃপাময়—এ ১০।৪৮।৪-১০ ; নরকল্প—এ ১০।৫০।২-

শ্রীকৃষ্ণীগীকান্ত সত্যাপতি সুরপাল ।

পাণ্ডব-বান্ধব শিশুপালাদির কাল ॥ ২১ ॥

[৮]

জগদীশ জনার্দন কেশবান্তরাণ ।

সর্ব-অবতার-বীজ বিশ্বের নিদান ॥ ২২ ॥

মায়েশ্বর যোগেশ্বর ব্রহ্মতেজাধার ।

সর্বাত্মার আত্মা প্রভু প্রকৃতির পার ॥ ২৩ ॥

পতিতপাবন জগন্নাথ সর্বেশ্বর ।

বৃন্দাবনচন্দ্র সর্বরসের আকর ॥ ২৪ ॥

২১ ॥ ২০ ॥ শ্রীকৃষ্ণীগীকান্ত—ভাঃ ১০।৫৪ ; সত্যাপতি—

ঐ ১০।৫৮ ; পাণ্ডব-বান্ধব—ঐ ; শিশুপালাদির

কাল—ঐ ১০।৭৪ ॥ ২১ ॥ মায়েশ্বর.....সর্বরসের

আকর—১০।৮২, ৯০ ॥ ২৩-২৪ ॥

নগরে নগরে গোরা গায় ।
ভকতিবিনোদ তছু পায় ॥ ২৫ ॥

দ্বিতীয় গীত

কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে ।
গোপীবল্লভ শৌরে ॥ ১ ॥

শ্রীনিবাস দামোদর শ্রীরাম মুরারে ।
নন্দনন্দন মাধব নৃসিংহ কংসারে ॥ ২ ॥

তৃতীয় গীত

রাধাবল্লভ মাধব শ্রীপতি মুকুন্দ ।
গোপীনাথ মদনমোহন রাস-রসানন্দ ।
অনঙ্গ-সুখদ-কুঞ্জবিহারী/গোবিন্দ ॥ ১ ॥

অনঙ্গ... বিহারী—‘শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে’র ৭ম সর্গে
৩১শ শ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর-ঘাটের সন্নিকটে ‘অনঙ্গরঙ্গাসুজ-
কুঞ্জে’র নাম দৃষ্ট হয় ॥ ১ ॥

চতুর্থ গীত

রাধামাধব কুঞ্জবিহারী ।

গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী ।

যশোদানন্দন, ব্রজজনরঞ্জন,

যামুনতীর-বনচারী ॥ ১ ॥

পঞ্চম গীত

রাধাবল্লভ রাধাবিনোদ ।

রাধামাধব রাধাপ্রমোদ ॥ ১ ॥

রাধারমণ,

রাধানাথ,

রাধাবরণামোদ ।

রাধারসিক,

রাধাকান্ত,

রাধামিত্রানমোদ ॥ ২ ॥

ষষ্ঠ গীত

জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ ।

জয় মদনমোহন হরে অনন্ত মুকুন্দ ॥ ১ ॥

জয় অচ্যুত মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র ।

জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ ॥ ২ ॥

শ্রীনাম-কীর্তন

[১]

বিভাষ

যশোমতী-নন্দন, ব্রহ্ম-বরনাগর,

গে কুলরঞ্জন কান ।

যশোমতীনন্দন...—“অঘদন-যশোদানন্দনো...
নামধেয় ॥” (শ্রীপকত শ্রীনামাঙ্কুরের ৫ম শ্লোক); পদকর্তা

গোপী-পরাণ-ধন, মদন-মনোহর,
কালিয়দমন-বিধান ॥ ১ ॥

অমল হরিনাম অমিয়-বিলাসা ।
বিপিন-পুরন্দর, নবীন নাগরবর,
বংশীবদন সুবাসা ॥ ২ ॥

ব্রজজন-পালন, অসুরকুল-নাশন,
নন্দ-গোধন-রাখওয়াল।

বাৎসল্য ও মধুররসের বিষয়বিগ্রহের নামের প্রতি শ্রীতি প্রদর্শন
করিয়া শ্রীকৃপানুগ-চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এতৎ-

সহ চৈঃ চৈঃ অঃ ৭।৮১-৮২ ও কৃঃ বৃঃ ধৃত নাঃ কোঃ শ্লোক দঃ—

“তমালশ্যামলদ্বিধি শ্রীষশোদাস্তনক্কো । কৃষ্ণনামো কুটিলিত

সর্পশাস্ত্র-বিনির্গয়ঃ ॥” ব্রজবর—বরজবর’—পাঃ লিঃ ॥ ১ ॥

অমিয়-বিলাসা—অসূত অর্থাৎ অপ্রাকৃতানুগবর শ্রীল

বিলাসময় ॥ ২ ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণনাম-কীৰ্ত্তন-গৌরের কৃপায়

গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তস্কর,

সুন্দর নন্দগোপালা ॥ ৩ ॥

যামুনতটচর, গোপীবসনহর,

রাস-রসিক কৃপাময় ।

শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর,

ভকতিবিনোদ-আশ্রয় ॥ ৪ ॥

[২]

‘দয়াল নিতাই চৈতন্য’ বলে’

নাচ রে আমার মন ।

নাচ রে আমার মন, নাচ রে আমার মন ॥ ১ ॥

যশোময়াল তো নাই হে, যার খেয়ে প্রেম দেয়)
নামধেয় ॥” (শ্রীকৃষ্ণদাস দুরে যাবে, পা’বে প্রেমধন ।

- (ও নামে অপরাধ-বিচার তো নাই হে)
 (তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে, ঘুচিবে বন্ধন ॥ ২ ॥
 (কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হ'বে হে)
 (তখন) অনায়াসে সফল হ'বে জীবের জীবন ।
 (কৃষ্ণরতি বিনা জীবন তো মিছে হে)
 (শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পা'বে দরশন ॥ ৩ ॥
 (গৌর-কৃপা হ'লে হে)

ও নামে... নাই হে—‘শ্রীকৃষ্ণ’-নাম অপেক্ষা ‘শ্রী শ্রীগৌর-
 নিতাই’-নাম অনর্থযুক্ত পতিত জীবকে শীঘ্র দয়া করেন । তাঁহাদের
 আশ্রয় গ্রহণ করিলে শীঘ্র শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনাম স্মৃতি হয় ; শ্রীকৃষ্ণভজন-
 প্রবৃত্তি শীঘ্র উদ্ভিত হইয়া চরম ফল বা সাধ্য লাভ করায় ॥ ২ ॥
 (শেষে) বৃন্দাবনে..... দরশন—এই পদে গৌরবাদী ও
 কৃষ্ণবাদের মতবাদ নিরস্ত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণানুগবর শ্রীল
 নরোত্তমের সিদ্ধান্তানুসরণে পদান্তে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের কৃপায়

[৩]

‘হরি’ বল, ‘হরি’ বল, ‘হরি’ বল, ভাই রে ।

হরিনাম আনিয়াছে গোরাঙ্গ-নিতাই রে ॥ ১ ॥

(মোদের দুঃখ দেখে’ রে)

হরিনামি বিনা জীবের অন্য ধন নাই রে ।

হরিনামে শুদ্ধ হ’ল জগাই-মাধাই রে ॥ ২ ॥

(বড় পাপী ছিল রে)

মিছে মায়াবদ্ধ হ’য়ে জীবন কাটাই রে ।

(‘আমি, আমার’ বলে’ রে)

আশাবশে ঘুরে’ ঘুরে’ আর কোথা যাই রে ॥ ৩ ॥

(আশার শেষ নাই রে)

শ্রীকৃষ্ণনামে কৃচি ও শ্রীগোবিন্দের কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম-
রূপে তাঁহার সাক্ষাৎকারের কথা জানাইয়াছেন ॥ ৩

‘হরি’ বলে’ দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে ।

(নিরাশ তো সুখ রে)

ভোগমোক্ষ-বাঞ্ছা ছাড়ি’ হরিনাম গাই রে ॥ ৪ ॥

(শুদ্ধসত্ত্ব হ’য়ে রে)

না চে’য়েও নামের গুণে ও সব ফল পাই রে ।

(তুচ্ছ ফলে প্রয়াস ছেড়ে’ রে)

বিনোদ বলে, যাই ল’য়ে নামের বালাই রে ॥ ৫ ॥

(নামের বালাই ছেড়ে’ রে)

[৪]

বোল হরি বোল (৩ বার)

মনের আনন্দে, ভাই, বোল হরি বোল ।

নিরাশ তো সুখ—“আশা হি পরমং দুঃখং নিরাশ্চ
পরমং সুখম্ ।” (ভাঃ ১১।৮।৪৪) ॥ ৪ ॥ বালাই—বিল, ব্যাঘাত,
বিপত্তি ॥ ৫ ॥

[৩]

‘হরি’ বল, ‘হরি’ বল, ‘হরি’ বল, ভাই রে ।

হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ-নিতাই রে ॥ ১ ॥

(মোদের দুঃখ দেখে’ রে)

হরিনামি বিনা জীবের অণু ধন নাই রে ।

হরিনামে শুদ্ধ হ’ল জগাই-মাধাই রে ॥ ২ ॥

(বড় পাপী ছিল রে)

মিছে মায়াবদ্ধ হ’য়ে জীবন কাটাই রে ।

(‘আমি, আমার’ বলে’ রে)

আশাবশে ঘুরে’ ঘুরে’ আর কোথা যাই রে ॥ ৩ ॥

(আশার শেষ নাই রে)

শ্রীকৃষ্ণনামে কচি ও শ্রীগৌরের বৃপায় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম-
রূপে তাঁহার সাক্ষাৎকারের কথা জানাইয়াছেন ॥ ৩

‘হরি’ বলে’ দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে ।

(নিরাশ তো সুখ রে)

ভোগমোক্ষ-বাঞ্ছা ছাড়ি’ হরিনাম গাই রে ॥ ৪ ॥

(শুদ্ধসত্ত্ব হ’য়ে রে)

না চে’য়েও নামের গুণে ও সব ফল পাই রে ।

(তুচ্ছ ফলে প্রয়াস ছেড়ে’ রে)

বিনোদ বলে, যাই ল’য়ে নামের বালাই রে ॥ ৫ ॥

(নামের বালাই ছেড়ে’ রে)

[৪]

বোল হরি বোল (৩ বার)

মনের আনন্দে, ভাই, বোল হরি বোল ।

নিরাশ তো সুখ—“আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশুং
পরমং সুখম্ ।” (ভাঃ ১১।৮।৪৪) ॥ ৪ ॥ বালাই—বিদ্ব, ব্যাঘাত,
বিপত্তি ॥ ৫ ॥

বোল হরি বোল (৩ বার)

জনমে জনমে সুখে বোল হরি বোল ॥ ১ ॥

বোল হরি বোল (৩ বার)

মানব-জন্ম পে'য়ে, ভাই, বোল হরি বোল ।

বোল হরি বোল (৩ বার)

সুখে থাক, দুঃখে থাক, বোল হরি বোল ॥ ২ ॥

বোল হরি বোল (৩ বার)

সম্পাদে বিপদে, ভাই, বোল হরি বোল ।

বোল হরি বোল (৩ বার)

গৃহে থাক, বনে থাক, বোল হরি বোল ।

কৃষ্ণের সংসারে থাকি' বোল হরি বোল ॥ ৩ ॥

বোল হরি বোল (৩ বার)

অসৎসঙ্গ ছাড়ি', ভাই, বোল হরি বোল ।

বোল হরি বোল (৩ বার)

বৈষ্ণবচরণে পড়ি' বোল হরি বোল ॥ ৪ ॥

বোল হরি বোল (৩ বার)

গৌর-নিত্যানন্দ বোল (৩ বার)

গৌর-গদাধর বোল (৩ বার)

গৌর-অদ্বৈত বোল (৩ বার)

বোল হরি বোল (৩ বার)

হরি হরি বোল (৩ বার)

পে'য়ে—'পেয়েছ'—পাঃ লিঃ ॥ ২ ॥ **অসৎসঙ্গ**—
নির্ভেদ-জ্ঞানী, ফলভোগী কস্মী, কুযোগী, ব্রতা, তপস্বী প্রভৃতি
কৃষ্ণভক্ত একপ্রকার অসৎ এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী বা প্রৈণগণ দ্বিতীয়
প্রকার অসৎ ; তাহাদের সঙ্গ । **বৈষ্ণব-চরণে পড়ি'**—
বৈষ্ণবের আনুগত্যে ॥ ৪ ॥

[৫]

(কীর্তন-সমাপ্তিকালে দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য)

(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণে যাদবায় নমঃ ।

যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ।

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥ ১ ॥

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ বল ।

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

গুরুকৃপা-জলে নাশি' বিষয়-অনল ॥ ২ ॥

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

কৃষ্ণেতে অর্পিয়া দেহ-গেহাদি সকল ।

গুরুকৃপা.....অনল— “সংসার-দাবানল...শ্রীচরণা
রবিন্দম্ ॥” (শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুর-কৃত গুরুবষ্টক, ১ম শ্লোক) ॥ ২ ॥

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

অনন্তভাবেতে চিত্ত করিয়া সরল ॥ ৩ ॥

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

রূপানুগ বৈষ্ণবের পিয়া পদজল ।

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

দশ অপরাধ ত্যজি' ভুক্তি-মুক্তি-ফল ॥ ৪ ॥

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

সখীর চরণরেণু করিয়া সম্বল ।

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

স্বরূপেতে ব্রজবাসে হইয়া শীতল ॥ ৫ ॥

রাধাগোবিন্দ বল (৪ বার)

রূপানুগ বৈষ্ণব—শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল
 শ্রীজীবাদি গোস্বামিবর্গের পদাঙ্কানুসরণে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকারী বৈষ্ণব।
 “সবুধঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে জনো রাধাকৃষ্ণাতুল-

শ্রেয়োনির্ঘয়

[১]

কৃষ্ণভক্তি বিনা কভু নাহি ফলোদয় ।

মিছে সব ধর্ম্যাধর্ম্য জীবের উপাধিময় ॥ ১ ॥

ভজনরত্নং স লভতে ॥” (মঃ শিঃ, ১২শ শ্লোক); “বৈষ্ণব-
চরণজল, প্রেমভক্তি দিতে বল, আর কেহ নহে বলবন্ত ।”
(শ্রীঠাঃ মঃ প্রাঃ) ॥ ৪ ॥

সখীর...শীতল—“বৈষ্ণবচরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥” “ললিতা-বিশাখা-আদি ষত সখীবৃন্দ ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥” (শ্রীঠাঃ মঃ প্রাঃ); “এ সবার
অনুগা হঞা, প্রেম সেবা নিব চাঞা, ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে ।”
“সখীগণ-গণনাতে, আমারে গণিবে তা’তে, তবহুঁ পূরিব
অভিলাষ ॥” “সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্ । আজ্ঞা-
সেবাপরাং তত্তৎকৃপালঙ্কারভূষিতাম্ ॥ কৃষ্ণং স্মরন্ জনকাস্ত্র প্রেষ্ঠং
নিজসমীহিতম্ । তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্ধ্যাদ্ভাসং ব্রজে সদা ॥”
(প্রেঃ ভঃ চঃ) ॥ ৫ ॥

যোগ-যাগ-তপোধ্যান, সন্ন্যাসাদি ব্রহ্মজ্ঞান,
 নানা কাণ্ডরূপে জীবের বন্ধন-কারণ হয় ।
 বিনোদের বাক্য ধর, নানা কাণ্ড ত্যাগ কর,
 নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে হৃদয়ে দেহ আশ্রয় ॥ ২ ॥

[২]

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ, জীব-মীন ।
 নাহি জান বন্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন ॥ ১ ॥
 অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হ'য়ে মায়-পাশে,
 রহিলে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন ।

নানা কাণ্ড—নানা মতবাদ বা নানা পথ । নির্বিশেষ-
 বাদীর 'যত মত, তত পথ'—এই কুমতবাদ পরিত্যাগ করিয়া
 কৃষ্ণপ্রেমলাভেচ্ছু একায়নস্বামী নিরুপাধিক শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-
 কারী হইবেন । “কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড”
 (প্রেঃ ভঃ চঃ) ॥ ২ ॥

এখন ভকতিবলে, কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু-জলে,
ক্রোড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন ॥ ২ ॥

[৩]

পীরিতি সচ্চিদানন্দে রূপবতী নারী ।

১ দয়াধর্ম্য-আদি গুণ অলঙ্কার সব তাহারি ॥ ১ ॥

জ্ঞান তা'র পটুশাটী, যোগ-গন্ধ-পরিপাটি,

এ সবে শোভিতা সতী করে কৃষ্ণমন চুরি ॥ ২ ॥

রূপ বিনা অলঙ্কারে, কিবা শোভা এ সংসারে,

পীরিতিবিহীন গুণে কৃষ্ণে না তুষিতে পারি ॥ ৩ ॥

বানরীর অলঙ্কার, শোভা নাহি হয় তা'র,

কৃষ্ণপ্রেম বিনা তথা গুণে না আদর করি ॥ ৪ ॥

দণ্ড্য—শাস্তির পাত্র ॥ ২ ॥

পদকর্তা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকে সুসজ্জিতা পতিব্রতারূপে বর্ণন
করিয়াছেন । দয়াধর্ম্মাদি গুণ সেই সতীর অঙ্গের ভূষণ, কৃষ্ণজ্ঞান

[৪]

‘নিরাকার নিরাকার’ করিয়া চীৎকার ।

কেন সাধকের শান্তি ভাঙ্গ, ভাই, বার বার ॥ ১ ॥

তুমি যা’ বুঝেছ ভাল, তাই ল’য়ে কাট কাল,
ভক্তি বিনা ফলোদয় তর্কে নাহি, জান সার ॥ ২ ॥

সামান্য তর্কের বলে, ভক্তি নাহি আশ্বাদিলে,
জন্ম হইল বৃথা, না করিলে সুবিচার ॥ ৩ ॥

পটশাটী, ভক্তিব্যোগ সুগন্ধ ; সেই সকল ভূষণে ভূষিতা হইয়া
প্রীতি শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতেছে । রূপ ব্যতীত অলঙ্কারের
যে রূপ কোন মূল্য নাই, বানরীর অঙ্গের অলঙ্কার যে রূপ উহার
শোভাবর্দ্ধনের পরিবর্তে উহাকে হাশ্রোদীপক করিয়া তুলে,
তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রীতিবিহীন দয়াধর্মাদি গুণের কোনই মূল্য নাই । —[৩]

প্রাকৃত নিরাকারবাদি-সম্প্রদায়ের বিচার এই সঙ্গীতে খণ্ডিত
হইয়াছে । — [৪]

রূপাশ্রয়ে কৃষ্ণ ভজি', যদি হরিপ্রেমে মজি,
তা' হ'লে অলভ্য, ভাই, কি রহিবে বল আর ॥ ৪ ॥

[৫]

কেন আর কর ঘেঁষ, বিদেশিজন-ভজনে ।

ভজনের লিঙ্গ নানা, নানা দেশে নানা জনে ॥ ১ ॥

কেহ মুক্তকচ্ছে ভজে, কেহ হাঁটু গাড়ি' পূজে,

কেহ বা নয়ন মুদি' থাকে ব্রহ্ম-আরাধনে ॥ ২ ॥

কেহ যোগাসনে পূজে, কেহ সংকীৰ্ত্তনে মজে,

সকলে ভজিছে সেই একমাত্র কৃষ্ণধনে ॥ ৩ ॥

অতএব ভ্রাতৃভাবে, থাক সবে সুসন্তাবে,

হরিভক্তি সাধ সদা, এ জীবনে বা মরণে ॥ ৪ ॥

রূপাশ্রয়ে— শ্রীরূপানুগ-পথে ॥ ৪ ॥

পদকর্তার রচিত 'প্রেমপ্রদীপ' উপন্যাসের ৪র্থ প্রভায়
যোগী বাবাজীর মুখে এই সঙ্গীতটি কীর্তিত হইয়াছে। —[৫]

ভজন-গীত

[১]

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ ।

(ভজন বিনা গতি নাই রে)

(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ ॥ ১ ॥

(জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি' রে)

(ভজ) গৌর-গদাধরাঈত গুরু-নিত্যানন্দ ।

(গৌরকৃষ্ণে অভেদ জেনে' রে)

ব্রাতৃত্বাবে—“কেহ মানে, কেহ না মানে, সবে তাঁ'র দাস ।”

(চৈঃ চঃ আঃ ৬৮৩)—এই বিচারে ‘সকলেই স্বরূপে কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণভজনকারী’ এই উপলক্ষিতে ব্রাতৃত্বাবিশিষ্ট হইয়া ॥ ৪ ॥

গুরুনিত্যানন্দ—“যতপি আমার গুরু চৈতন্তের
দাস তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥” (চৈঃ চঃ

(গুরু কৃষ্ণপ্রিয় জেনে' রে)

(স্মর) শ্রীনিবাস-হরিদাস-মুরারি-মুকুন্দ ॥ ২ ॥

(গৌরপ্রেমে স্মর, স্মর রে)

(স্মর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব ।

(যদি ভজন করবে রে)

(স্মর) রাঘব-গোপালভট্ট-স্বরূপ-রামানন্দ ॥ ৩ ॥

(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে)

(স্মর) গোষ্ঠিসহ কর্ণপুর, সেন শিবানন্দ ।

(অজস্র স্মর, স্মর রে)

(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ ॥ ৪ ॥

(ব্রজে বাস যদি চাও রে)

আঃ ১।৪৪) ॥ ২ ॥ রূপানুগ...চাও রে—“যদীচ্ছেরাবাসং
ব্রজভূবি সরাগং প্রতিজ্ঞু যুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারী-

[২]

ভাব না ভাব না, মন, তুমি অতি দুষ্ক ।

(বিষয়-বিষে আছ হে)

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদি-আবিষ্ক ॥ ১ ॥

(রিপূর বশে আছ হে)



অসদ্বার্তা-ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকৃষ্ক ।

(অসৎকথা ভাল লাগে হে)

প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি-শঠতা-দি-পিষ্ক ।

(সরল ত' হ'লে না হে)

ঘিরেছে তোমারে, ভাই, এ সব অরিষ্ক ॥ ২ ॥

(এ সব ত' শত্রু হে)

দভিলম্বেঃ ।” (মঃ শিঃ, ৩য় শ্লোক) ; “তন্নামরূপচরিতাদি...

বয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥” (শ্রীউপদেশামৃত—৮) ॥ ৪ ॥

এ সব না ছেড়ে' কিসে পা'বে রাধাকৃষ্ণ !

(যতনে ছাড়, ছাড় হে)

সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট ।

(সাধুসঙ্গ কর, কর হে)

বৈষ্ণব-চরণে মজ, যুচিবে অনিষ্ট ॥ ৩ ॥

(একবার ভেবে' দেখ হে)



অসদ্বার্ভা.....অরিষ্ট—“অসদ্বার্ভা বেণ্ডা...তং ভজ
 মনঃ ॥” “প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা.....বেশয়তি মঃ ॥” (মঃ শিঃ ৪র্থ,
 ৭ম শ্লোক) ; অরিষ্ট—অমঙ্গল, মরণচিহ্ন, বিঘ্ন ॥ ২ ॥
 অনিষ্ট—অনর্থ ॥ ৩ ॥

যামুন-ভাবাবলী

বা

শান্ত-দাম্ভ-ভক্তিসাধন-লালসা

[১]

হরি হে !

ওহে প্রভু দয়াময়,

তোমার চরণদ্বয়,

শ্রুতিশিরোপরি শোভা পায় ।

গুরুজন-শিরে পুনঃ,

শোভা পায় শত গুণ,

দেখি' আমার পরাণ জুড়ায় ॥ ১ ॥

যামুনভাবাবলী বা শান্ত-দাম্ভ-ভক্তিসাধন-লালসাময়ী গীতি-
সমূহ 'শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়ে'র প্রাচীন আচার্য্য শ্রীযামুনাচার্য্যের স্তোত্র-
রত্নের ভাবানুসরণে রচিত । এইসকল শান্ত-দাম্ভ-ভাবের সঙ্গীতে
শ্রীগৌরহৃন্দরের প্রকাশিত মধুরভাবের শান্ত-দাম্ভ-সখ্য-বাৎসল্য-
ভাব অনুশ্রুত আছে ।

[২]

হরি হে !

তোমার ঈক্ষণে হয়, সকল উৎপত্তি লয়,

চতুর্দশ ভুবনেতে যত ।

জড় জীব আদি করি', তোমার কৃপায়, হরি,

লভে জন্ম, আর ক'ব কত ॥ ১ ॥

তাহাদের বৃত্তি যত, তোমার ঈক্ষণে স্বতঃ,

জন্মে, প্রভু, তুমি সর্বেশ্বর ।

সকল জন্তুর তুমি, স্বাভাবিক নিত্যস্বামী,

সুহৃদ্বিত্র—প্রাণের ঈশ্বর ॥ ২ ॥

এ ভক্তিবিনোদ কয়, শুন, প্রভু দয়াময়,

ভক্তপ্রতি বাৎসল্য তোমার ।

নৈসর্গিক ধর্ম্য হয়, ঔপাধিক কভু নয়,

দাসে দয়া হইয়া উদার ॥ ৩ ॥

[৩]

হরি হে !

পরতত্ত্ব-বিচক্ষণ,

ব্যাস-আদি মুনিগণ,

শাস্ত্র বিচারিয়া বার বার ।

প্রভু, তব নিত্যরূপ,

গুণশীল অনুরূপ,

তোমার চরিত্র সুধাসার ॥ ১ ॥

শুদ্ধসত্ত্বময়ী লীলা,

মুখ্যশাস্ত্রে প্রকাশিলা,

জীবের কুশল সুবিধানে ।

নৈসর্গিক—স্বাভাবিক বা নিত্য । উপাধিক—অনিত্য ॥ ৩ ॥

“নাবেক্ষসে যদি ততো ভুবনাগ্ৰমূনি নালং প্রভো ভবিতুমেব
কুতঃ প্রবৃতিঃ । এবং নিসর্গহৃদি ত্বয়ি সর্কজন্তোঃ স্বামিন্ন
চিত্রমিদমাশ্রিতবৎসলত্বম্ ॥” (স্তোত্ররত্ন—৭) — [২]

মুখ্যশাস্ত্রে—শ্রীমদ্ভাগবতানুগত সাহিত্যশাস্ত্রসমূহে ॥ ২ ॥

রজস্তুমোগুণ-অন্ধ,

অশুর-প্রকৃতি মন্দ-

জনে তাহা বুঝিতে না জানে ॥ ২ ॥

নাহি মানে নিত্যরূপ,

ভজিয়া মগ্নুকূপ,

রহে তাহে উদাসীনপ্রায় ।

এ ভক্তিবিনোদ গায়,

কি দুর্দৈব হায় হায়,

হরিদাস হরি নাহি পায় ॥ ৩ ॥

[৪]

হরি হে !

জগতের বস্তু যত,

বন্ধ সব স্বভাবতঃ,

দেশ কাল বস্তু সীমাশ্রয়ে ।

মগ্নুকূপ—ভেকের বাসস্থান কূপ অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ স্থল
বিশ্ব ॥ ৩ ॥

“হাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টসত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ
শাত্তৈঃ । প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ
প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥” (স্তোত্ররত্ন—১২) — [৩]

তুমি প্রভু সর্বৈশ্বর, নহ সীমা-বিধিপর,
 বিধি সব কাঁপে তব ভয়ে ॥ ১ ॥

সম বা অধিক তব, স্বভাবতঃ অসম্ভব,
 বিধি লঙ্ঘি' তব অবস্থান ।

স্বতন্ত্র-স্বভাব ধর, আপনে গোপন কর,
 মায়াবলে করি' অধিষ্ঠান ॥ ২ ॥

তথাপি অনন্য-ভক্ত, তোমারে দেখিতে শক্ত,
 সদা দেখে স্বরূপ তোমার ।

এ ভক্তিবিনোদ দীন, অনন্যভজন-হীন,
 ভক্তপদরেণুমাত্র সার ॥-৩ ॥

সীমা-বিধিপর—আধ্যাত্মিকতার গতি বা শাস্ত্রীয়
 বিধির অধীন ॥ ১ ॥

“উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-সম্ভাবনং তব পরিব্রটিম-
 স্বভাবম্ । মায়াবলেন ভবতাহপি নিগুহমানং পশুন্তি কেচি-
 দনিশং তদনন্যভাবাঃ ॥” (স্তোত্ররত্ন—১৩) — [৪]

এ ভক্তিবিনোদ ছার, কৃতাঞ্জলি বার বার,
করে চিত্তকথা বিজ্ঞাপন ।

তব দাসগণ-সঙ্গে, তব লীলা-কথা-রঙ্গে,
যায় যেন আমার জীবন ॥ ৩ ॥

[৬]

হরি হে !

তোমার গম্ভীর মন, নাহি বুঝে অন্য জন,
সেই মন অনুসারি' সব ।

জগৎ-উদ্ভব-স্থিতি- প্রলয় সংসারগতি,
মুক্তি-আদি শক্তির বৈভব ॥ ১ ॥

“বশী বদাশ্চো গুণবান্জুঃ শুচির্হৃদয়ানুর্মধুরঃ হিরঃ সমঃ ।
কৃতী কৃতজ্জন্মসি স্বভাবতঃ সমস্তকল্যাণ-গুণামৃতোদধিঃ ॥”
(স্তোত্ররত্ন - ১৫) — [৫]

এ সব বৈদিক লীলা, ইচ্ছামাত্র প্রকাশিলা,
জাবের বাসনা-অনুসারে ।

তোমাতে বিমুখ হ'য়ে, মজিল অবিছা ল'য়ে,
সেই জীব কস্ম-পারাবারে ॥ ২ ॥

পুনঃ যদি ভক্তি করি', ভজে ভক্তসঙ্গ ধরি',
তবে পায় তোমার চরণ ।

অন্তরঙ্গ-লীলারসে ভাসে, মায়া না পরশে,
ভক্তিবিনোদের ফিরে মন ॥ ৩ ॥

[৭]

হরি হে !

মায়াবদ্ধ যতক্ষণ, থাকে ত' জীবের মন,
জড়মাঝে করে বিচরণ ।

পরব্যোম জ্ঞানময়, তাহে তব স্থিতি হয়,
মন নাহি পায় দরশন ॥ ১ ॥

ভক্তিকৃপা-খড়গাঘাতে, জড়বন্ধ ছেদ তা'তে,
যায় মন প্রকৃতির পার।

তোমার সুন্দর রূপ, হেরে' তব অপরূপ,
জড়বস্তু করয়ে ধিক্কার ॥ ২ ॥

অনন্ত বিভূতি যা'র, যিনি দয়া-পারাবার,
সেই প্রভু জীবের ঈশ্বর।

“তদাশ্রিতানাং জগদ্ভবস্থিতিপ্রকাশ-সংসারবিমোচনাদয়ঃ ।
ভবন্তি লীলাবিধয়শ্চ বৈদিকা-স্বদীয়গস্তীরমনোহনুসারিণঃ ॥”
(স্তোত্ররত্ন—১৭) — [৬]

পরব্যোম—পরব্যোমের উত্তরার্ধ—গোলোক ; নিম্নার্ধ—
বৈকুণ্ঠ । “স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি ।” মন.....
দর্শন—প্রাকৃত মন ভগবৎসাক্ষাৎকার করিতে পারে না ।
“অন্তের হৃদয়—মন” (চৈঃ চঃ মঃ ১৩।১৩৭) ; “বিষয় ছাড়িয়া
কবে শুদ্ধ হ'বে মন ।” (শ্রীঠাঃ মঃ প্রাঃ) ॥ ১ ॥

এ ভক্তিবিনোদ দীন, সদা শুদ্ধভক্তিহীন,
 শুদ্ধভক্তি মাগে নিরন্তর ॥ ৩ ॥

[৮]

হরি হে !
 ধর্মনিষ্ঠা নাহি মোর, আত্মবোধ বা সুন্দর,
 ভক্তি নাহি তোমার চরণে ।
 অতএব অকিঞ্চন, গতিহীন দুষ্টিজন,
 রত সদা আপন বঞ্চনে ॥ ১ ॥

“নমো নমো বাঞ্ছননাতিভূময়ে নমো নমো বাঞ্ছমনসৈক-
 ভূময়ে । নমো নমোহনন্তমহাবিভূতয়ে নমো নমোহনন্তদয়ৈক-
 সিব্ধবে ॥” (স্তোত্ররত্ন—১৮) — [৭]

আত্মবোধ—স্বরূপাস্মৃতি । অকিঞ্চন—সাধন-
 ভজনহীন ॥ ১ ॥

পতিতপাবন তুমি, পতিত অধম আমি,

তুমি মোর একমাত্র গতি ।

তব পাদমূলে পৈনু, তোমার শরণ লৈনু,

আমি দাস, তুমি মোর পতি ॥ ২ ॥

এ ভক্তিবিনোদ কাঁদে, হৃদে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে,

ভূমে পাড়ি' বলে অতঃপর ।

অহৈতুকী কৃপা করি' এই দুষ্কর্মে, হরি,

দেহ পদ-ছায়া নিরন্তর ॥ ৩ ॥

[৯]

হরি হে !

হেন দুষ্কর্ম্য নাই, যাহা আমি করি নাই,

সহস্র সহস্রবার হরি !

“ন ধর্ম্মনিষ্ঠোহস্মি ন চাত্মবেদী ন ভক্তিমাংসুচরণারবিন্দে ।
অকিঞ্চনোহনন্যগতিঃ শরণ্য ত্বংপাদমূলং শরণং প্রপত্তে ॥”
(স্তোত্ররত্ন—১৯) — [৮]

সেই সব কৰ্মফল, পে'য়ে অবসর-বল,
আমায় পিণিছে যন্তোপরি ॥ ১ ॥

গতি নাহি দেখি' আর, কাঁদি, হরি, অনিবার,
তোমার অগ্রেতে এবে আমি ।

যা' তোমার হয় মনে, দণ্ড দেও অকিঞ্চনে,
তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী ॥ ২ ॥

ক্লেশভোগ ভাগ্যে যত, ভোগ মোর হউ তত,
কিন্তু এক মম নিবেদন ।

যে যে দশা ভোগি আমি, আমাকে না ছাড় স্বামী !
ভক্তিবিনোদের প্রাণধন ॥ ৩ ॥

যন্তোপরি—সংসাররূপ যাঁতার উপর অর্থাৎ কৰ্ম-
চক্রে ॥ ১ ॥ দণ্ডধর—শাস্তা ॥ ২ ॥

[১০]

হরি হে !

নিজকর্ম-দোষ-ফলে, পড়ি' ভবান্ববজলে,
হাবুডুবু খাই কতকাল ।

সাঁতারি' সাঁতারি' ঘাই, সিন্ধু-অনন্ত নাহি পাই,
ভবসিন্ধু অনন্ত বিশাল ॥ ১ ॥

নিমগ্ন হইনু যবে, ডাকিনু কাতর রবে,
কেহ মোরে করহ উদ্ধার ।

সেইকালে আইলে তুমি, তোমা জানি' কূলভূমি,
আশাবীজ হইল আমার ॥ ২ ॥

“ন নিন্দিতং কর্ম তদন্তি লোকে সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি ।
সোহহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতিস্তুবাগ্রে ।”
(স্তোত্ররত্ন—২০) — [৯]

কূলভূমি—তীরপ্রদেশ অর্থাৎ আশ্রয় ॥ ২ ॥

তুমি হরি দয়াময়, পাইলে মোরে স্তুনিশ্চয়,
সর্বোত্তম দয়ার বিষয় ।

তোমাকে না ছাড়ি আর, এ ভক্তিবিনোদ ছার,
দয়াপাত্র পাইলে দয়াময় ॥ ৩ ॥

[১১]

হরি হে !

অন্য আশা নাহি যা'র, তব পাদপদ্ম তা'র,
ছাড়িবার যোগ্য নাহি হয় ।

তব পদাশ্রয়ে, নাথ, করে সেই দিনপাত,
তব পদে তাহার অভয় ॥ ১ ॥

“নিমজ্জতোহনন্তভবার্ণবাস্তুশিচরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানীমনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥”
(স্তোত্ররত্ন—২১) — [১০]

স্তন্যপায়ী শিশুজনে, মাতা ছাড়ে ক্রোধমনে,
শিশু তবু নাহি ছাড়ে মায় ।

যেহেতু তাহার আর, এ জীবন ধরিবার,
মাতা বিনা নাহিক উপায় ॥ ২ ॥

এ ভক্তিবিনোদ কয়, তুমি ছাড় দয়াময়,
দেখিয়া আমার দোষগণ ।

আমি ত' ছাড়িতে নারি, তোমা বিনা নাহি পারি,
কখন ধরিতে এ জীবন ॥ ৩ ॥

স্তন্যপায়ী ছাড়ে মায়— 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের
'বরবর মুনি'র সময়ে 'বড়গলই' শাখার বিচার এই ছিল যে,—
যে রূপ বানর-শাবক মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া রাখে, তদ্রূপ
, শ্রীভগবান্কে আশ্রয় করিয়া থাকিলেই সাধকের পতন হয় না ;
ইহাই 'মর্কট-ন্যায়' । 'তেজলৈ' শাখায় 'মার্জ্জার-ন্যায়' স্বীকৃত ।
(উঃ উঃ) মর্কট ও মার্জ্জার-ন্যায় দ্রঃ ॥ ২ ॥

[১২]

হরি হে !

তব পদ-পঙ্কজিনী, জীবামৃত-সঞ্চারিণী,
 অতিভাগ্যে জীব তাহা পায় ।

সে-অমৃত পান করি', মুগ্ধ হয় তাহে, হরি,
 আর তাহা ছাড়িতে না চায় ॥ ১ ॥

নিবিষ্ট হইয়া তায়, অন্য স্থানে নাহি যায়,
 অন্য রস তুচ্ছ করি' মানৈ ।

“নিরাসকস্তাপি ন তাবদ্বৎসহে মহেশ হাতুং তব পাদ-
 পঙ্কজম্ । কৃষা নিরস্তোহপি শিশুঃ স্তনকয়ো ন জাতু মাতুশ্চরণৌ
 জিহাসতি ॥” (স্তোত্ররত্ন—২৩) — [১১]

পদ-পঙ্কজিনী — পাদপদ্ম । জীবামৃত-
 সঞ্চারিণী — শরণাগত জীবের প্রতি সেবামৃত বিতরণ-
 কারিণী না ১ ॥

তব পদ উদ্দেশিয়া, থাকে কৃতাঞ্জলি হঞা,
 একবার ওহে ভগবান্ ॥ ১ ॥

সেইক্ষণে তা'র যত, অমঙ্গল হয় হত,
 সুমঙ্গল হয় পুষ্ট অতি ।

আর নাহি ক্ষয় হয়, ক্রমে তা'র শুভোদয়,
 তা'রে দেয় সর্বোত্তম-গতি ॥ ২ ॥

এমন দয়ালু তুমি, এমন দুর্ভাগা আমি,
 কভু না করিনু পরণাম ।

তব পাদপদ্ম-প্রতি, না জানে এ দুষ্টিমতি,
 ভক্তিবিনোদের পরিণাম ॥ ৩ ॥

উদ্দেশিয়া—লক্ষ্য করিয়া ॥ ১ ॥

“ত্বদজ্জ্বমুদ্दिशु कदापि केनचिद् यथा तथा वापि सकृৎ
 वृत्तोऽङ्गलिः । तदैव मुष्णत्यशुभान्शेषतः शुभानि पुष्णति
 नृ जातु हीयते ॥” (স্তোত্ররত্ন—২৫) — [১৩]

[১৪]

হরি হে !

তোমার চরণপদ্ম,

অনুরাগ-সুধাসদ্ব-

সাগরশীকর যদি পায় ।

কোন ভাগ্যবান্ জনে,

কোন কার্য্য-সংঘটনে,

তা'র সব দুঃখ দূরে যায় ॥ ১ ॥

সে-সুধা-সমুদ্রকণ,

সংসারাগ্নি-নির্বাপণ,

ক্ষণেকে করিয়া ফেলে তা'র ।

পরম-নির্বৃতি দিয়া,

তোমার চরণে লঞা,

দেয় তবে আনন্দ অপার ॥ ২ ॥

এ ভক্তিবিনোদ কঁাদে,

পড়িয়া সংসার-ফাঁদে,

বলে, নাহি কোন ভাগ্য মোর ।

অনুরাগ.....শীকর—প্রীতিরূপ অমৃতসাগরের জল-
বিন্দু ॥ ১ ॥ পরম-নির্বৃতি—পরা মুক্তি বা পরা শান্তি ॥ ২ ॥

এ ঘটনা না ঘটিল, আমার জনম গেল,
 বৃথা রৈনু হ'য়ে আত্মভোর ॥ ৩ ॥

[১৫]

হরি হে !

তবাজ্জি কমলদ্বয়, বিলাস-বিক্রমময়,
 পরাবর জগৎ ব্যাপিয়া ।

সর্বক্ষণ বর্তমান, ভক্তক্লেশ-অবসান,
 লাগি' সদা প্রস্তুত হইয়া ॥ ১ ॥

জগতের সেই ধন, আমি জগমধ্য জন,
 অতএব সম অধিকার ।

আত্মভোর—দেহে অভিনিবিষ্ট ॥ ৩ ॥

‘উদীর্ণ সংসারদবাস্তুক্ষণিং ক্ষণেন নির্বাণ্য পরাঞ্চ
 নিবৃত্তিম্ । প্রবচ্ছতি ত্বচরণারুণাম্বুজ-দ্বয়ানুরাগামৃতসিকুশীকরণা’

(স্তোত্ররত্ন—২৬) — [১৪]

আমি কিবা ভাগ্যহীন, সাধনে বঞ্চিত, দীন,
 কি কাজ জীবনে আর ছার ॥ ২ ॥

কৃপা বিনা নাহি গতি, এ ভক্তিবিনোদ অতি,
 দৈন্য করি' বলে প্রভু-পায় ।

কবে তব কৃপা পে'য়ে, উঠিব সবলে ধে'য়ে,
 হেরিব সে পদযুগ হায় ॥ ৩ ॥

পরাবর—পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা বৈকুণ্ঠ এবং অবর অর্থাৎ
 প্রাকৃতজগৎ ॥ ১ ॥ ছার—অধম, তুচ্ছ, হেয় ॥ ২ ॥
 ধে'য়ে—ধাবিত হইয়া ॥ ৩ ॥

‘বিলাসবিক্রান্তপরাবরালয়ং নমস্তদার্তিকরণে কৃতকর্ণম্ ।
 ধনং মদীয়ং তব পাদপঙ্কজং কদা নু সাক্ষাৎকরবাণি চক্ষুষা ॥’
 (স্তোত্ররত্ন—২৭) — [১৫]

এ ভক্তিবিম্বোদ বলে, কৃষ্ণসেবা-কুতূহলে,
চিরদিন থাকি যেন ভোর ॥ ৩ ॥

[১৭]

হরি হে !

আমি অপরাধী জন, সদা দণ্ড্য, দুর্লক্ষণ,
সহস্র সহস্র দোষে দোষী ।

ভীম ভবান্বিতবোধেরে, পতিত বিষম ঘোরে,
গতিহীন গতি-অভিলাষী ॥ ১ ॥

হরি ! তব পাদদ্বয়ে, শরণ লইনু ভয়ে,
কৃপা করি' কর আত্মসাথ ।

ভোর—অভিনিবিষ্ট ॥ ৩ ॥

“ভবন্তুমেবানুচরন্বিরন্তরপ্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ । কদা-
হমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ । প্রহর্ষয়িষ্ণামি স নাথ জীবিতম্ ॥”

(স্তোত্ররত্ন—৪৩) — [১৬]

তোমার প্রতিজ্ঞা এই, শরণ লইবে যেই,
 তুমি তা'র রক্ষাকর্তা নাথ ॥ ২ ॥

প্রতিজ্ঞাতে করি' ভর, ও মাধব প্রাণেশ্বর !
 শরণ লইল এই দাস ।

এ ভক্তিবিনোদ গায়, তোমার সে-রাজ্যপায়,
 দেহ দাসে সেবায় বিলাস ॥ ৩ ॥

[১৮]

হরি হে !
 অবিবেকরূপ ঘন, তাহে দিক্ আচ্ছাদন,
 হৈল তা'তে অন্ধকার ঘোর ।

দন্দ্য—দণ্ড পাইবার যোগ্য । ভীম—ভীষণ, ভয়ানক ॥১॥
 করি' ভর—নির্ভর করিয়া ॥ ৩ ॥

“অপরাধসহস্রভাজনং পতিতং ভীমভবার্ণবোধরে । অগতিং
 শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু ॥” (শ্তোত্ররত্ন—
 ৪৫) — [১৭]

তাহে দুঃখ-বৃষ্টি হয়, দেখি' চারিদিকে ভয়,
পথভ্রম হইয়াছে মোর ॥ ১ ॥

নিজ অবিবেকদোষে, পড়ি' দুর্দিনের রোষে,
প্রাণ যায় সংসার-কান্তারে ।

পথপ্রদর্শক নাই, এ দুর্দৈবে মারা যাই,
ডাকি তাই, অচ্যুত, তোমারে ॥ ২ ॥

একবার কৃপাদৃষ্টি, কর আমা-প্রতি বৃষ্টি,
তবে মোর ঘুচিবে দুর্দিন ।

বিবেক সবল হ'বে, এ ভক্তিবিনোদ তবে,
দেখাইবে পথ সমীচীন ॥ ৩ ॥

ঘন—মেঘ ॥ ১ ॥ অবিবেকদোষে—ঋতব্রতীর
অপব্যবহারফলে । দুর্দিন—দুর্দৈব ॥ ২ ॥

[১৯]

হরি হে !

অগ্রে এক নিবেদন

করি, মধু-নিসূদন,

শুন কৃপা করিয়া আমায় ।

নিরর্থক কথা নয়,

নিগূঢ়ার্থময় হয়,

হৃদয় হইতে বাহিরায় ॥ ১ ॥

অতি অপকৃষ্ট আমি,

পরম দয়ালু তুমি,

তব দয়া মোর অধিকার ।

যে যত পতিত হয়,

তব দয়া তত তায়,

তা'তে আমি সুপাত্র দয়ার ॥ ২ ॥

“অবিবেকঘনাক্কাদিগ্নুখে বহুধা সন্ততহুঃখবর্ষিণি । ভগবন্
ভব হৃদ্দিনে পথঃ স্থলিতং মামবলোকয়াচ্যাত ॥” (স্তোত্ররত্ন—
৪৬) — [১৮]

মোরে যদি উপেক্ষিবে, দয়া-পাত্র কোথা পা'বে,
 'দয়াময়'-নামটী ঘুচা'বে ।

এ ভক্তিবিনোদ কয়, দয়া কর দয়াময়,
 যশঃকীর্তি চিরদিন পা'বে ॥ ৩ ॥

[২০]

হরি হে !

তোমা ছাড়ি' আমি কভু অনাথ না হই, প্রভু,
 প্রভুহীন দাস নিরাশ্রয় ।

আমাকে না নিলে সাথ, কৈছে তুমি হ'বে নাথ,
 দয়নীয় কে তোমার হয় ॥ ১ ॥

“ন মুখা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ । যদি
 মে ন দয়িষসে ততো দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ ॥” (স্তোত্ররত্ন—
 ৪৭) ; “তুমি ত' দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু” ইত্যাদি (প্রেঃ
 ভঃ চঃ) ॥ — [১২]

আমাদের এ সম্বন্ধ, বিধিকৃত স্ননির্বন্ধ,
সবিধি তোমার গুণধাম ।

অতএব নিবেদন, শুন হে মধুমথন,
ছাড়া-ছাড়ি নহে কোন কাম ॥ ২ ॥

এ ভক্তিবিনোদ গায়, রাখ মোরে তব পায়,
পাল মোরে না ছাড় কখন ।

যবে মম পাও দোষ, করিয়া উচিত রোষ,
দণ্ড দিয়! দেও শ্রীচরণ ॥ ৩ ॥

সাথ—সঙ্গে । কৈছে—কি প্রকারে । দয়নীয়—
দয়ার যোগ্য বা পাত্র ॥ ১ ॥

“তদহং ত্বদৃতে ন নাথবান্ মদৃতে ত্বং দয়নীয়বান্ চ ।
বিবিনির্শিতমেতদন্বয়ং ভগবন্ পালয় মাশ্ব জীহয় ॥” (স্তোত্ররত্ন

—৪৮) — [২০]

[২১]

হরি হে !

স্ত্রী-পুরুষ-দেহগত, বর্ণ-আদি ধর্ম্য যত,
তাহে পুনঃ দেহগত ভেদ ।

সত্ত্বরজস্তমোগুণ, আশ্রয়েতে ভেদ পুনঃ,
এইরূপ সহস্র প্রভেদ ॥ ১ ॥

যে-কোন শরীরে থাকি, যে-কোন অবস্থা রাখি,
সে-সব এখন তব পায় ।

সঁ পিলাম, প্রাণেশ্বর, মম বলি' অতঃপর,
আর কিছু না রহিল দায় ॥ ২ ॥

তুমি, প্রভু, রাখ মার, সব তব অধিকার,
আছি আমি তোমার কিঙ্কর ।

এ ভক্তিবিনোদ বলে, তব দাস্ত্র-কৌতূহলে,
 থাকি যেন সদা সেবাপর ॥ ৩ ॥

[২২]

বেদবিধি-অনুসারে, কন্ম করি' এ সংসারে,
 পুনঃ পুনঃ জীব জন্ম পায় ।

পূর্বকৃত-কন্মফলে, তোমার বা ইচ্ছাবলে,
 জন্ম যদি লভি পুনরায় ॥ ১ ॥

তবে এক কথা মম, শুন, হে পুরুষোত্তম,
 তব দাস-সঙ্গিজন-ঘরে ।

কীট-জন্ম যদি হয়, তাহাতেও দয়াময়,
 রহিব হে সন্তুষ্ট-অন্তরে ॥ ২ ॥

“বপুরাদিষু যোহপি কোহপি বা গুণতোহসানি যথাতথা-
 বিধঃ । তদহং তব পাদপদয়োঃরহমঐবে ময়া সমর্পিতঃ ॥”
 (স্তোত্ররত্ন—৪৯) — [২১]

তব দাস-সঙ্গহীন, যে-গৃহস্থ অর্কবাচীন,
 তা'র গৃহে চতুর্মুখ-ভূতি ।

না হউ কখন, হরি, করদ্বয় যোড় করি'
 করে ভক্তিবিনোদ মিনতি ॥ ৩ ॥

[২৩]

হরি হে !

তোমার যে শুদ্ধভক্ত, তোমাতে সে অনুরক্ত,
 ভুক্তি-মুক্তি তুচ্ছ করি' জানে ।

অর্কবাচীন—অতঃপূর্ব, বহির্গৃহ । চতুর্মুখ-ভূতি—
 ব্রহ্মার ঐশ্বর্য ॥ ৩ ॥

“তব দাস্ত্বস্থৈকসঙ্গিনাং ভবনেষুপি কীটজন্ম মে ।
 ইতরাবসথেষু মান্ধ ভূদপি মে জন্ম চতুর্মুখানা ॥” (স্তোত্ররত্ন
 —৫২) — [২২]

বারেক দেখিতে তব, চিদাকার-শ্রীবৈভব,

তৃণ বলি' অন্য সুখ মানে ॥ ১ ॥

সে-সব ভক্তের সঙ্গে, লীলা কর নানা রঙ্গে,

বিরহ সহিতে নাহি পার ।

কৃপা করি' অকিঞ্চনে, দেখাও মহাত্মগণে,

সাধু বিনা গতি নাহি আর ॥ ২ ॥

সে-ভক্তচরণ-ধন, কবে পা'ব দরশন,

শোধিব আমার দুষ্ক মন ।

এ ভক্তিবিনোদ ভণে, কৃপা হ'বে যতক্ষণে,

মহাত্মার হ'বে দরশন ॥ ৩ ॥

চিদাকার-শ্রীবৈভব— সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহের
সৌন্দর্য্য ॥ ১ ॥ ভণে—[(সং) 'ভণ' কথনে, প্রঃ পুঃ]
কহে ॥ ৩ ॥

[২৪]

হরি হে !

শুনহে মধুমথন !

মম এক বিজ্ঞাপন,

বিশেষ করিয়া বলি আমি ।

তোমার শেষত্ব মম,

স্বকীয় বৈভবোত্তম,

আমি দাস, তুমি মোর স্বামী ॥ ১ ॥

সে-বিভব-বহিভূত

হৈতে হৈলে, হে অচ্যুত,

ক্ষণমাত্র সহিতে না পারি ।

“সকৃৎসাদাকারবিলোকনাশয়া তৃণীকৃতানুত্তমভুক্তিমুক্তিভিঃ ।
মহান্নভির্গামবলোক্যতাং নয় ক্ষণেহপি তে যদ্বিরহোহতিহুঃসহঃ ॥”

(স্তোত্ররত্ন—৫৩) — [২৩]

মধুমথন—‘মধু’-নামক অহুরের বিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ ।

শেষত্ব—চরম দাত্ত (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১২৪ অঃ ভাঃ) ।

বৈভবোত্তম—শ্রেষ্ঠসম্পদ ॥ ১ ॥

দেহ, প্রাণ, সুখ, আশা, আত্মপ্রতি ভালবাসা,
সর্বত্যাগ করিতে বিচারি ॥ ২ ॥

এ সব যাউক নাশ, শতবার শ্রীনিবাস,
তবু থাকু দাসত্ব তোমার ।

এ ভক্তিবিনোদ কয়, কৃষ্ণদাস জীব হয়,
দাস্য বিনা কিবা আছে আর ॥ ৩ ॥

[২৫]

হরি হে !

আমি নরপশুপ্রায়, আচারবিহীন তায়,
অনাদি অনন্ত সুবিস্তার ।

“ন দেহং ন প্রাণান চ সুখমশেষাভিলষিতং ন চাত্মানং
নাশ্রুত্ব কিমপি শেষত্ববিভবাৎ । বহিভূতং নাথ ক্ৰণমপি সহে
• যাতু শতধা বিনাশং তৎ সত্যং মধুমথন বিজ্ঞাপনমিদম্ ॥”

(স্তোত্ররত্ন—৫৪) — [২৪]

অতিকষ্টে পরিহার্য্য, সহজেতে অনিবার্য্য,
অশুভের আশ্পদ আবার ॥ ১ ॥

তুমি ত' দয়ার সিন্ধু, তুমি ত' জগদ্বন্ধু,
অসীম বাৎসল্য-পয়োনিধি ।

তব গুণগণ স্মরি', ভববন্ধ ছেদ করি',
নিভীক হইব নিরবধি ॥ ২ ॥

এই ইচ্ছা করি' মনে, শ্রীযামুন-চরণে,
গায় ভক্তিবিনোদ এখন ।

যামুন-বিপিন-বিধু, শ্রীচরণাম্বুজ-সীধু,
তা'র শিরে করুন অর্পণ ॥ ৩ ॥

পয়োনিধি—সাগর ॥ ২ ॥ শ্রীযামুনচরণে—
পূর্বাচার্য্য 'স্তোত্ররত্ন'কার শ্রীযামুনাচার্য্যের শ্রীচরণে । শ্রীচরণা-
ম্বুজ-সীধু—শ্রীচরণামৃত ॥ ৩ ॥

[২৬]

হরি হে !

তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা,
দয়িত, তনয়, হরি তুমি ।

তুমি স্নহানিত্র, গুরু, তুমি গতি, কল্পতরু,
হৃদীয় সম্বন্ধমাত্র আমি ॥ ১ ॥

তব ভৃত্য, পরিজন, গতিপ্রার্থী, অকিঞ্চন,
প্রপন্ন তোমার শ্রীচরণে ।

তব সত্ত্ব, তব ধন, তোমার পালিত জন,
আমার মমতা তব জনে ॥ ২ ॥

“দুরন্তশ্রানাদেবপরিহরণীয়শ্চ মহতো বিহীনাচারোহহং
নৃপশুরশুভস্মাস্পদমপি । দয়াসিকো বন্ধো নিরবধিকবাৎসল্য-
জলধেস্তুব স্মারং স্মারং গুণগণমিতীচ্ছামি গতভীঃ ॥” (শ্বেতকিরীট-
—৫৫) — [২৫]

এ ভক্তিবিনোদ কয়, অহংতা-মমতা নয়,
 শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-অভিমাণে ।

সেবার সম্বন্ধ ধরি', অহংতা-মমতা করি',
 তদিতর প্রাকৃত বিধানে ॥ ৩ ॥

[২৭]

হরি হে !

আমি ত' চঞ্চলমতি, অমর্যাদ, ক্ষুদ্র অতি,
 অসূয়া-প্রসব সদা মোর ।

সত্ত্ব—দ্রব্য ॥ ২ ॥

“পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িত-তনয়স্বং প্রিয়মুহুত্বমেব ত্বং
 মিত্রং গুরুরপি গতিশ্চাসি জগতাম্ । ত্বদীয়স্তুদভৃত্যস্তুব পরিজন-
 স্তুদগতিরহং প্রপন্নশ্চৈবং স ত্বমপি তবৈবাস্মি হি ভরঃ ॥”

(স্তোত্ররত্ন—৫৭) — [২৬]

পাপিষ্ঠ, কৃতঘ্ন, মানী, নৃশংস, বঞ্চনে জ্ঞানী,
কামবশে থাকি সদা ঘোর ॥ ১ ॥

এ হেন দুর্জজন হ'য়ে, এ দুঃখ-জলধি ব'য়ে,
চরিতেছি সংসার-সাগরে ।

কেমনে এ ভবান্বুধি, পার হ'য়ে নিরবধি,
তব পাদসেবা মিলে মোরে ॥ ২ ॥

তোমার করুণা পাই, তবে ত' তরিয়া যাই,
আমি এই দুরন্ত সাগর ।

তুমি, প্রভু, শ্রীচরণে, রাখ দাসে ধূলিসনে,
নহে ভক্তিবিনোদ কাতর ॥ ৩ ॥

অমর্যাদ — মর্যাদাজ্ঞানরহিত । অসুয়া — গুণে
দোষারোপ, ঈর্ষা । মানী — অভিমানী । নৃশংস — নির্দয়,
ক্রুর ॥ ১ ॥ তুমি প্রভু.....ধূলিসনে — “তব পাদপঙ্কজ
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়” (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—৫) ॥ ৩ ॥

শ্রীশিক্ষাষ্টক

[১]

বাঁপি—লোফা

পীতবরণ কলিপাবন গোরা ।
গাওয়ই ঐছন ভাববিভোরা ॥ ১ ॥

চিত্তদর্পণ-পরিমার্জনকারী ।
কৃষ্ণকীর্তন জয় চিত্তবিহারী ॥ ২ ॥

হেলা-ভবদাব-নির্বাপণবৃত্তি ।
কৃষ্ণকীর্তন জয় কেশনিবৃত্তি ॥ ৩ ॥

“অমব্যাদঃ ক্ষুদ্রশ্চলমতিরসূয়াপ্রসবভূঃ কৃতঘ্নো দুঃশ্রানী স্মর-
পরবশো বঞ্চনপরঃ । নৃশংসঃ পাপিষ্ঠঃ কথমহমিতো দুঃখজলধে-
রপারাদুত্তীর্ণস্তব পরিচরেষ্যং চরণয়োঃ ॥ (স্তোত্ররত্ন—৫৯)— [২৭]

গাওয়ই—গান করেন । ঐছন—ঐরূপ, ঐদৃশ ॥ ১ ॥

শ্রেয়ঃ-কুমুদবিধু-জ্যোৎস্নাপ্রকাশ ।

কৃষ্ণকীর্তন জয় ভক্তিবিলাস ॥ ৪ ॥

বিশুদ্ধ বিদ্যাবধু-জীবনরূপ ।

কৃষ্ণকীর্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ ॥ ৫ ॥

আনন্দপয়োনিধি-বর্দ্ধনকীর্তি ।

কৃষ্ণকীর্তন জয় প্লাবনমূর্তি ॥ ৬ ॥

পদে পদে পীযুষ-স্বাদ-প্রদাতা ।

কৃষ্ণকীর্তন জয় প্রেমবিধাতা ॥ ৭ ॥

ভক্তিবিনোদ-স্বাত্মস্বপনবিধান ।

কৃষ্ণকীর্তন জয় প্রেমনিদান ॥ ৮ ॥

“চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্কাপণম্ । শ্রেয়ঃ-
কৈরব-চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধুজীবনম্ । আনন্দাস্থির্বর্দ্ধনং
প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্বাত্মস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-
সংকীর্তনম্ ॥” (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—১)—চিত্তরূপ দর্পণপরিমার্জনকারী,

[২]

লোফা

তুহঁ দয়া-সাগর তারয়িতে প্রাণী ।
 নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি' ॥ ১ ॥
 সকল শক্তি দেই নামে তোহারা ।
 গ্রহণে রাখলি নাহি কালবিচারা ॥ ২ ॥
 শ্রীনামচিন্তামণি তোহারি সমানা ।
 বিশ্বে বিলাওলি করুণা-নিদানা ॥ ৩ ॥

সংসাররূপ মহাদাবানল-নির্লাপণকারী, পরম-মঙ্গলরূপ কুমুদের
 বিকাশক-জ্যোৎস্নাবিতরণকারী, পরবিচারুপা বধূর প্রাণধরূপ,
 আনন্দসমুদ্রবর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতের আশ্বাদপ্রদানকারী,
 নিখিল ভীবাঙ্গার নির্মলতা ও স্নিগ্ধতা-সম্পাদনকারী অদ্বিতীয়
 শ্রীকৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন । — [১]

তুহঁ—তুমি । তারয়িতে—ত্রাণ করিতে । তুয়া—
 তোমার । শিখাওলি—শিখাইলে । আনি'—আনয়ন

তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা ।

অতিশয় মন্দ, নাথ, ভাগ হামারা ॥ ৪ ॥

নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর ।

ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর ॥ ৫ ॥

করিয়া ॥ ১ ॥ তোহারা—তোমার ॥ ২ ॥ বিলাগুলি—
বিলাইলে ॥ ৩ ॥ ভাগ—ভাগ্য ॥ ৪ ॥

“নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে
ন কালঃ । এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মায়াপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি
নানুরাগঃ ॥” (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—২)—হে ভগবন্ ! আপনাকর্তৃক
শ্রীনামসমূহের বহু প্রকার প্রকটিত হইয়াছে ; সেই শ্রীহরিনামে
আপনার সমস্ত শক্তি অর্পিতা হইয়াছে ; শ্রীনামস্মরণে কোন কাল
নিক্রপিত হয় নাই । আপনার এবন্নিধা দয়া ! কিন্তু আমারও
এতাদৃশ দুর্দৈব-অপরাধ যে, একরূপ শ্রীহরিনামে আমার অনুরাগ
জন্মিল না ! — [২]

[৩]

একতালা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যদি মানস তোহার ।
 পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার ॥ ১ ॥
 তৃণাধিক হীন, দীন, অকিঞ্চন, ছার ।
 আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার ॥ ২ ॥
 বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন ।
 প্রতিহিংসা ত্যজি' অগ্রে করবি পালন ॥ ৩ ॥
 জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে ।
 পর-উপকারে নিজ-সুখ পাসরিবে ॥ ৪ ॥
 হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয় ।
 প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয় ॥ ৫ ॥
 কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি' সদা ।
 করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা ॥ ৬ ॥

দৈন্য, দয়া, অন্বে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জন ।

চারি গুণে গুণী হই' করহ কীর্তন ॥ ৭ ॥

ভকতিবিনোদ কাঁদি' বলে প্রভু-পায় ।

হেন অধিকার কবে দিবে হে আমার ॥ ৮ ॥

[৪]

ঝাঁপি—লোফা

প্রভু ! তব পদযুগে মোর নিবেদন ।

নাহি মাগি দেহ-সুখ, বিদ্যা, ধন, জন ॥ ১ ॥

“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা । অমানিনা
মানদেন কীর্তনীয়ঃ সবা হরিঃ ॥” (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্ — ৩)

—তৃণাপেক্ষাও অতিশয় নীচ হইয়া, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া,
নিজে অমানী হইয়া অপরকে মানদানপূর্বক নিরন্তর শ্রীহরিনাম
কীর্তন করা কর্তব্য । — [৩]

নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি ।

না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি' ॥ ২ ॥

নিজকর্ম-গুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই ।

জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই ॥ ৩ ॥

এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে ।

অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥ ৪ ॥

বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার ।

সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥ ৫ ॥

বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে ।

দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে ॥ ৬ ॥

পশু পক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে ।

তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে ॥ ৭ ॥

[৫]

ছোট দশকুশী

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
 তরিবারে না দেখি উপায় ।

এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
 মন কভু সুখ নাহি পায় ॥ ১ ॥

বিষয়ে যে.....চরণে তোমার—“যা প্রীতি-
 রবিবেকানাং বিষয়েধনপায়িনী । ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপ-
 সর্পতু ॥” (বিঃ পুঃ ১।২০।১৯) ॥ ৫ ॥

“ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
 মম জন্মানি জন্মনীধরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী হৃদি ॥” (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্
 —৪)—হে জগন্নাথ ! আমি ধন, জন অথবা সুন্দরী কবিতা
 (সামান্য বিদ্যা বা বেদধর্ম) কামনা করিনো ; পরমেশ্বর তোমাতে
 জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক । —[৪]

৫—

আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
 প্রবৃত্তি-উন্মির তাহে খেলা ।

কাম ক্রোধ-আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
 অবসান হৈল আসি' বেলা ॥ ২ ॥

জ্ঞান-কর্ম্ম — ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই',
 অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে ।

এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
 কৃপা করি' তোল মোরে বলে ॥ ৩ ॥

আশাপাশ বেলা—“অসচ্ছেষ্টাকষ্টপ্রদবিকট-
 পাশালিভিরিহ প্রকামং কামাদি-প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ । গলে
 বন্ধা হন্তেহমিতি বকভিদ্বল্পপগণে কুরু ভ্ৰং ফুৎকারানবতি স
 যথা ভ্ৰং মন ইতঃ ॥” (মঃ শিঃ, ৫ম শ্লোক) ॥ ২ ॥ ঠগ—
 বঞ্চক, শঠ । লই'—লইয়া ॥ ৩ ॥

পতিত কিঙ্করে ধরি', পাদপদ্ম-ধূলি করি',
 দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয় ।

আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
 বন্ধ হ'য়ে আছি, দয়াময় ॥ ৪ ॥

[৬]

ছোট দশকুশী—লোফা

অপরাধ-ফলে গম, চিত্ত ভেল বজ্রসম,
 তুয়া নামে না লভে বিকার ।

“অয়ি .নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবামুধৌ ।
 কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥” (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—
 ৫)—হে নন্দনন্দন ! এই ছুস্পার (ভয়ঙ্কর) সংসারসমুদ্রে পতিত
 ভৃত্য আমাকে কৃপাপূর্বক আপনার শ্রীপাদপদ্মস্থিত-ধূলীতুল্য
 জ্ঞান করুন । — [৫]

হতাশ হইয়া, হরি, তব নাম উচ্চ করি',

বড় দুঃখে ডাকি বার বার ॥ ১ ॥

দীন দয়াময় করুণা-নিদান !

ভাববিন্দু দেই' রাখহ পরাণ ॥ ২ ॥

কব তুয়া নাম-উচ্চারণে মোর ।

নয়নে ঝরব দর দর লোর ॥ ৩ ॥

গদগদ-স্বর কণ্ঠে উপজব ।

মুখে বোল আধ আধ বাহিরব ॥ ৪ ॥

অপরাধফলে বিকার—“তদশ্মসারং হৃদয়ং
 ষতেদং যদগৃহ্মানৈর্হরিনামধৈয়েঃ । ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
 নেত্রে জলং গাত্ররূহেবু হর্ষঃ ॥” (ভাঃ ২।৩২৫) ॥ ১ ॥ ভাব-
 বিন্দু—অপ্রাকৃত স্থায়িভাবসমূহের একটি বিন্দু ॥ ২ ॥ লোর—
 (সং) লোতক, (হি) লোরা; লোচনজল বা অশ্রু ॥ ৩ ॥

পুলকে ভরব শরীর হামার ।

শ্বেদ-কম্প-স্তম্ভ হ'ব বার বার ॥ ৫ ॥

বিবর্ণ শরীরে হারাওবুঁ জ্ঞান ।

নাম-সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ ॥ ৬ ॥

মিলব হামার কিয়ে ঐছন দিন ।

রোওয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন ॥ ৭ ॥

[৭]

ঝাঁপি—লোফা

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল ।

‘কৃষ্ণ-নিত্যদাস মুঞি’ হৃদয়ে স্ফুরিল ॥ ১ ॥

“নয়নং গলদশ্ৰুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা । পুলকৈ-
নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥” (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—
৬)—[হে গোপীজনবল্লভ !] কবে আপনার শ্রীনামগ্রহণকালে
আমার নেত্রদ্বয় দরদর-অশ্রুধারায়ুক্ত, বদন গদগদভাবে রুদ্ধ-
বাগ্ধুক্ত এবং শরীর পুলকসমূহে ব্যাপ্ত হইবে । — [৬]

জানিলাম, মায়াপাশে এ জড়-জগতে ।

গোবিন্দ-বিরহে দুঃখ পাই নানামতে ॥ ২ ॥

আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল ।

কাঁহা যাই' কৃষ্ণ হেরি,—এ চিন্তা বিশাল ॥ ৩ ॥

কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয় ।

বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয় ॥ ৪ ॥

নিমেষ হইল মোর শতযুগ-সম ।

গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম ॥ ৫ ॥

দশকুশী

শূন্য ধরা তল,

চৌদিকে দেখিয়ে,

পরাণ উদাস হয় ।

কি করি, কি করি,

স্থির নাহি হয়,

জীবন নাহিক রয় ॥ ৬ ॥

ব্রজবাসিগণ,

মোর প্রাণ রাখ,

দেখাও শ্রীরাধানাথে ।

ভকতিবিনোদ,

মিনতি মানিয়া,

লও হে তাহারে সাথে ॥ ৭ ॥

(অধিকারিভেদে সপ্তম গীত)

একতাল

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ আর সহিতে না পারি ।

পরান ছাড়িতে আর দিন দুই চারি ॥ ১ ॥

দশকুশী

গাইতে 'গোবিন্দ'-নাম,

উপজিল ভাবগ্রাম,

দেখিলাম যমুনার কূলে ।

বৃষভানুসূতা-সঙ্গে,

শ্যাম নটবর সঙ্গে,

বাঁশরী বাজায় নীপমূলে ॥ ২ ॥

দেখিয়া যুগল-ধন, ব্যাকুল হইল মন,
জ্ঞানহারা হইল তখন ।

কতক্ষণে নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হইল মানি,
আর নাহি ভেল দরশন ॥ ৩ ॥

ঝাঁপি—লোফা

সখি গো, কেমতে ধরিব পরাণ ।
নিমেষ হইল যুগের সমান ॥ ৪ ॥

দশকুশী

শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরিষয়,
শূন্য ভেল ধরাতল ।

গোবিন্দ-বিরহে, প্রাণ নাহি রহে,
কেমনে বাঁচিব বল ॥ ৫ ॥

ভকতিবিনোদ,

অস্থির হইয়া,

পুনঃ নামাশ্রয় করি' ।

ডাকে, রাখানাথ,

দিয়া দরশন,

প্রাণ রাখ, নহে মরি ॥ ৬ ॥

[৮]

দশকুশী

বন্ধুগণ ! শুনহ বচন মোর ।

ভাবেতে বিভোর,

থাকিয়ে যখন,

দেখা দেয় চিত্তচোর ॥ ১ ॥

“যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুয়া প্রাব্ধায়িতম্ । শূন্যায়িতং
জগৎ সৰ্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥” (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—৭)—হে
গোবিন্দ ! আপনার বিরহে আমার পক্ষে নিমিষকাল যুগতুলা
হইতেছে, বর্ষাধারার ন্যায় চক্ষু অশ্রু বিসর্জন করিতেছে ; অধিকন্তু
সমগ্র জগৎ শূন্য বোধ হইতেছে । — [৭]

বিচক্ষণ করি'

দেখিতে চাহিলে,

ইয় ঔঁখি-অগোচর ।

পুনঃ নাহি দেখি',

কাঁদয়ে পরাণ,

দুঃখের না থাকে ওর ॥ ২ ॥

জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ ।

যথা তথা রাখু মোরে আমার সে প্রাণনাথ ॥ ৩ ॥

দর্শন-আনন্দ-দানে,

সুখ দেয় মোর প্রাণে,

বলে মোরে প্রণয়-বচন ।

পুনঃ অদর্শন দিয়া,

দগ্ন করে মোর হিয়া,

প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন ॥ ৪ ॥

বাহে তা'র সুখ হয়, সেই সুখ মম ।

নিজ সুখে দুঃখে মোর সর্বদাই সম ॥ ৫ ॥

রাধাসহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী,

প্রাণ মোর তাঁহার চরণে ॥ ১ ॥

সখী-আজ্ঞামত করি দৌহার সেবন ।

পাল্যদাসী সদা ভাবি দৌহার চরণ ॥ ২ ॥

কভু কৃপা করি',

মম হস্ত ধরি',

মধুর বচন বলে ।

তাম্বূল লইয়া,

খায় দুইজনে,

মালা লয় কুতূহলে ॥ ৩ ॥

অদর্শন হয় কখন কি ছলে ।

না দেখিয়া দৌহে হিয়া মোর জলে ॥ ৪ ॥

যেখানে সেখানে,

থাকুন দু'জনে,

আমি ত' চরণ-দাসী ।

মিলনে আনন্দ,

বিরহে যাতনা,

সকলি সমান বাসি ॥ ৫ ॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে ।

মোরে রাধি' মারি' সুখে থাকুন দু'জনে ॥ ৬ ॥

ভকতিবিনোদ,

আন নাহি জানে,

পড়ি' নিজসখী-পায় ।

রাধিকার গণে,

থাকিয়া সতত,

যুগল-চরণ চায় ॥ ৭ ॥

“আগ্নিষ্ণ বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু
 বা । যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব
 নাপরঃ ॥” (শ্রীশিক্ষাষ্টকম্—৮)—পাদসেবানিরতা আমাকে
 আলিঙ্গন করিয়া পেষণই করুন, দর্শন না দিয়া মর্মাহতই করুন,
 লম্পট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন ; তথাপি তিনিই
 আমার প্রাণনাথ, অপর কেহ নহেন । — [৮]

শ্রীনামাষ্টক

[১]

ললিত—একতাল্লা

শ্রীরূপ-বদনে শ্রীশচীকুমার ।

স্বনাম-মহিমা করল প্রচার ॥ ১ ॥

যো নাম, সো হরি—কছু নাহি ভেদ ।

সো নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ ॥ ২ ॥

দশকুশী

সবু উপনিষদ,

রত্নমালাছাতি,

ঝকমকি' চরণ-সমীপে ।

মঙ্গল-আরতি,

করই অনুক্ষণ,

দ্বিগুণিত-পঞ্চপ্রদীপে ॥ ৩ ॥

চৌদ্দ ভুবন মাহ,

দেব-নর-দানব,

ভাগ যাঁকর বলবান্ ।

নামরস-পীযুষ, পিবই অনুক্ষণ,
ছোড়ত করম-গেয়ান ॥ ৪ ॥

নিত্যমুক্ত পুনঃ, নাম-উপাসনা,
সতত করই সামগানে ।

গোলোকে বৈঠত, গাওয়ে নিরন্তর,
নাম-বিরহ নাহি জানে ॥ ৫ ॥

সবুরস-আকর, 'হরি' ইতি দ্ব্যক্ষর,
সবুভাবে করলুঁ আশ্রয় ।

নাম-চরণে পড়ি', ভক্তিবিনোদ কহে,
তুরা পদে মাগছ' নিলয় ॥ ৬ ॥

মাহ—মধো । ভাগ—ভাগ্য । যাঁকর—যাঁহার ॥ ৪ ॥

মাগছ'—'দেও হে'—পাঃ লিঃ ॥ ৬ ॥

এই [১] গীতিটি শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুকৃত শ্রীনামাষ্টকের
প্রথম শ্লোকের অনুবাদ ।

[২]

জয় জয় হরি নাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার ।

নিজজনে কৃপা করি', নামরূপে অবতরি',
জীবে দয়া করিলে অপার ॥ ১ ॥

জয় 'হরি', 'কৃষ্ণ', 'রাম', জগজন-সুবিশ্রাম,
সর্বজন-মানস-রঞ্জন ।

“নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাত্যাগিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত ! অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্তমানং পরিতস্ত্বাং হরি নাম সংশ্রয়ামি ॥” (শ্রীনামাষ্টকম্—১)—নিখিল শ্রুতিগণের শিরঃস্থিত রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্মনখের শেষ সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন ; অতএব হে হরি নাম ! আমি তোমাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি । — [১]

মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন ॥ ২ ॥

ওহে কৃষ্ণনামাকর, তুমি সর্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে ।

তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে ॥ ৩ ॥

আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার ।

ডাকে যদি কোনজন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি' অন্য প্রতিকার ॥ ৪ ॥

তব স্বল্পশ্রুতি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গভঙ্গ হয় অনায়াসে ।

স্বল্পশ্রুতি—নামাভাস । লিঙ্গভঙ্গ—মুক্তি ॥ ৫ ॥

হরিনাম-প্রভাকর, অবিদ্যা-তিমিরহর,

তোমার মহিমা কেবা জানে ।

কে হেন পণ্ডিতজন, তোমার মাহাত্ম্যগণ,

উচ্চৈঃস্বরে সকল বাখানে ॥ ২ ॥

তোমার আভাস পহিলহি ভায় ।

এ ভব-তিমির কবলিতপ্রায় ॥ ৩ ॥

অচিরে তিমির নাশিয়া প্রজ্ঞান ।

তত্ত্বান্ধনয়নে করেন বিধান ॥ ৪ ॥

সেই ত' প্রজ্ঞান বিশুদ্ধা ভকতি ।

উপজায় হরিবিষয়িণী মতি ॥ ৫ ॥

প্রজ্ঞান—প্রকৃষ্ট জ্ঞান, প্রেমভক্তি ; “তমেব ধীরো বিজ্ঞায়
প্রজ্ঞাং কুবীরীত ব্রাহ্মণঃ ।” (বৃঃ আঃ ৪।৪।২১)—বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মজ্ঞ
পুরুষ ভগবৎস্বরূপকে বিশেষরূপে জানিয়া তাঁহাতে প্রেমভক্তি
করিবেন ॥ ৫ ॥

এ অদ্ভুত-লীলা সত্ত্ব তোমার ।

ভকতিবিনোদ জানিয়াছে সার ॥ ৬ ॥

[৪]

জ্ঞানী জ্ঞান-যোগে, করিয়া যতনে,

ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে ।

ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, অপ্রারদ্ধ কর্ম,

সম্পূর্ণ জ্ঞানেতে হরে ॥ ১ ॥

“যদাভাসোহপ্যগ্নন্ কবলিতভবধ্বাস্তুবিভবো দৃশং তদ্ভা-
 ক্তানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্ । জনস্তম্ভোদাত্তং জগতি
 ভগবন্নামতরণে ! কৃতী তে নিৰ্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ।”
 (শ্রীনামাষ্টকম্—৩)—হে ভগবন্নামসূর্য্য ! যাহার আভাসও উদিত
 হইয়া সংসারান্ধকাররাশি অপহরণ এবং তত্ত্বদৃষ্টিহীন ব্যক্তি-
 গণকেও ভক্তিপ্রাপক দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, এ জগতে
 কোন্ বিচক্ষণ পুরুষ আপনার সেই প্রশস্ত মহিমা সমাগ্ভাবে
 বর্ণন করিতে সমর্থ হন ? — [৩]

তবু ত' প্রারব্ধ, নাহি হয় কয়,
ফলভোগ বিনা কভু ।

ব্রহ্মভূত জীব, ফলভোগ লাগি',
জনম-মরণ লভু ॥ ২ ॥

কিন্তু ওহে নাম, তব স্মৃতি হ'লে,
একান্তী জনের আর ।

প্রারব্ধা প্রারব্ধ, কিছু নাহি থাকে,
বেদে গায় বার বার ॥ ৩ ॥

তোমার উদয়ে, জীবের হৃদয়,
সম্পূর্ণ শোধিত হয় ।

অপ্রারব্ধ—অনাদিসিক, অনন্ত ॥ ১ ॥ প্রারব্ধ—
প্রকৃষ্টরূপে আৰব্ধ, কলোন্মুখ । ব্রহ্মভূত জীব—ব্রহ্ম-
সাক্ষাৎকারনিষ্ঠ জীব । “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা.....পরাম্ ॥” (গীঃ
১৮।৫৪) । জনম-মরণ লভু—জন্মমৃত্যু লাভ করে ॥ ২ ॥

[৫]

ললিত বিভাষ—একতাল্লা

হরিনাম, তুয়া অনেক স্বরূপ ।

যশোদানন্দন,

আনন্দবর্দ্ধন,

নন্দতনয় রসকূপ ॥ ১ ॥

পূতনা-ঘাতন,

তৃণাবর্ত-হন,

শকটভঞ্জন গোপাল ।

“যদব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ।
 অপৈতি নামক্ষুরণেন তন্তে প্রারব্ধকর্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥”
 (শ্রীনামাষ্টকম্—৪)— ফলভোগ ব্যতীত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিষ্ঠা-
 দ্বারাও যাহা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, হে শ্রীনাম ! আপনার প্রকাশ-
 দ্বারা সেই প্রারব্ধকর্মও অর্থাৎ যে কর্মের ফলভোগের জন্য
 বর্তমান দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই কর্ম বিনষ্ট হয়, ইহা বেদশাস্ত্র
 উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিয়াছেন । — [৪]

আনন্দবর্দ্ধন—‘গোকুলরঞ্জন’—পাঃ লিঃ ॥ ১ ॥

মুরলী-বদন, অঘ-বক-মর্দন,
গোবর্দ্ধনধারী রাখাল ॥ ২ ॥

কেশী-মর্দন, ব্রহ্ম-বিমোহন,
সুরপতি-দর্প-বিনাশী ।

অরিষ্ট-পাতন, গোপীবিমোহন,
যামুনপুলিন-বিলাসী ॥ ৩ ॥

রাধিকা-রঞ্জন, রাস-রসায়ন,
রাধাকুণ্ড-কুঞ্জবিহারী ।

রাম, কৃষ্ণ, হরি, মাধব, নরহরি,
মৎস্যাদি-গণ-অবতারী ॥ ৪ ॥

গোবিন্দ, বামন, শ্রীমধুসূদন,
যাদবচন্দ্র, বনমালী ।

কালিয়-শাতন, গোকুলরঞ্জন,
 রাধাভজন-সুখশালী ॥ ৫ ॥

ইত্যাদিক নাম, স্বরূপে প্রকাম,
 বাড়ুক মোর রতি রাগে ।

রূপ-স্বরূপ-পদ, জানি' নিজ সম্পদ,
 ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে ॥ ৬ ॥ ✓

[৬]

বিভাষ—ঝাঁপি লোফা

বাচ্য ও বাচক, দুই স্বরূপ তোমার ।

বাচ্য—তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার ॥ ১ ॥

ভূগাবর্তহন—ভূগাবর্তদৈত্যঘাতী ॥ ২ ॥ গোকুলরঞ্জন—

'গোকুলরঞ্জন'—পাঃ লিঃ ॥ ৫ ॥ জানি' নিজ সম্পদ—

'ভক্তিবিনোদ'—পাঃ লিঃ । ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে

—'ধরিয়া অবিরত মাগে'—পাঃ লিঃ ॥ ৬ ॥

বাচক-স্বরূপ তব 'শ্রীকৃষ্ণা'দি নাম ।

বর্ণরূপী সর্বজীব-আনন্দ-বিশ্রাম ॥ ২ ॥

এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ ।

দয়া করি' দেয় জীবে তোমার বিলাস ॥ ৩ ॥

“অঘদমন-যশোদানন্দনো নন্দমূনো ! কমলনয়ন গোপী-
চন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ । প্রণতকরণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে ত্বয়ি
মম রতিরুচ্চৈর্বন্ধিতাং নামধেয় ॥” (শ্রীনামাষ্টকম্—৫)—হে
শ্রীনাম ! হে অঘদমন ! হে যশোদানন্দন ! হে নন্দমূত ! হে
কমল-নয়ন ! হে গোপীচন্দ্র ! হে বৃন্দাবনেন্দ্র ! হে প্রণতকরণ !
হে কৃষ্ণ !—এইরূপ বহুরূপবিশিষ্ট আপনার প্রতি আমার
অনুরাগ অধিকরূপে বন্ধিত হউক । — [৫]

বাচ্য—প্রতিপাদ্য, বক্তব্য অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহ ।
বাচক—অভিধাশক্তির দ্বারা অর্থপ্রকাশক (অপ্রাকৃত) শব্দ
অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণা'দি নাম । ১ ।

কিন্তু জানিয়াছি, নাথ, বাচক-স্বরূপ ।

বাচ্যাপেক্ষা দয়াময়, এই অপরূপ ॥ ৪ ॥

নাম নামী ভেদ নাই, বেদের বচন ।

তবু নাম—নামী হ'তে অধিক করুণ ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণে অপরাধী যদি নামে শ্রদ্ধা করি' ।

প্রাণ ভরি' ডাকে নাম 'রাম, কৃষ্ণ, হরি' ॥ ৬ ॥

অপরাধ দূরে যায়, আনন্দ-সাগরে ।

ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে ॥ ৭ ॥

বিগ্রহ-স্বরূপ বাচ্যে অপরাধ করি' ।

শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি ॥ ৮ ॥

ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপ-চরণে ।

বাচক-স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে ॥ ৯ ॥

[৭]

ললিত ঝিঁ ঝিট—একতালা

ওহে হরিনাম, তব মহিমা অপার ।

তব পদে নতি আমি করি বার বার ॥ ১ ॥

“বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম স্বরূপদ্বয়ং পূর্বস্মাৎ পরমেব হস্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে । যন্তুস্মিন্ বিহিতাপরাধ-নিবহঃ প্রাণী সমস্তান্তবে দাস্তেনেদমুপাস্ত সোহপি হি সদানন্দা-শ্বুধৌ মজ্জতি ॥” (শ্রীনামাষ্টকম্—৬)—হে শ্রীনাম ! বাচ্য ও বাচক, এইরূপে আপনার স্বরূপদ্বয় প্রকাশিত রহিয়াছে । অহো ! তন্মধ্যেও প্রথমটি (অর্থাৎ বাচ্য) অপেক্ষা দ্বিতীয়টিকে (অর্থাৎ বাচককেই) অধিক কৃপাময়রূপে আমরা অবগত আছি । কারণ, সংসারে সর্বত্র যে জীব তাঁহার প্রতি অর্থাৎ বাচ্যবস্তুর প্রতি অপরাধরাশির অনুষ্ঠান করে, সেও দাস্তভাবে এই বাচকস্বরূপের উপাসনাদ্বারা নিশ্চয়ই নিরন্তর আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয় । —[৬]

গোকুলের মহোৎসব আনন্দসাগর !

তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর ॥ ২ ॥

তুমি কৃষ্ণ, পূর্ণ-বপু, রসের নিদান ।

তব পদে পড়ি' তব গুণ করি গান ॥ ৩ ॥

যে করে তোমার পদে একান্ত আশ্রয় ।

তা'র আর্তিরশি নাশ করহ নিশ্চয় ॥ ৪ ॥

সর্ব্ব অপরাধ তুমি নাশ কর তা'র ।

নাম-অপরাধাবধি নাশহ তাহার ॥ ৫ ॥

সর্ব্বদোষ ধোত করি' তাহার হৃদয়- ।

সিংহাসনে বৈস তুমি পরম আশ্রয় ॥ ৬ ॥

অতিরম্য চিৎখন-আনন্দ-মূর্ত্তিমান্ ।

'রসো বৈ সঃ' বলি' বেদ করে তুয়া গান ॥ ৭ ॥

ভকতিবিনোদ রূপগোশ্বামি-চরণে ।

মাগয়ে সর্বদা নাম-স্ফূর্তি সর্ববন্ধনে ॥ ৮ ॥

[৮]

মঙ্গল বিভাষ—একতাল

নারদমুনি, বাজায় বীণা,
'রাধিকারমণ'-নামে ।

নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীতসামে ॥ ১ ॥

'রসো বৈ সঃ' বলি'.....গান—(তৈঃ ২।৭।১)—
সেই পরব্রহ্ম রসস্বরূপ ॥ ৭ ॥

“স্মিতাশ্রিতজনার্তিরাশয়ে রম্যাচিদ্বন্দ্বিত্বস্বরূপিণে । নাম !
গোকুলমহোৎসবায় তে বৃষ্ণ ! পূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥” (শ্রীনামা-
ষ্টকম্—৭) — হে নাম-রূপিন্ শ্রীকৃষ্ণ ! আশ্রিত-জনগণের
সন্তাপরাশির বিনাশক, রমণীয়-ঘন চিদ্বন্দ্বিত্বস্বরূপ, গোকুলানন্দপ্রদ
ও পূর্ণবিগ্রহ আপনার প্রতি আমার পুনঃ পুনঃ নমস্কার । —[৭]’

সহস্রানন,

পরমসুখে,

‘হরি হরি’ বলি’ গায় ।

নাম-প্রভাবে,

মাতিল বিশ্ব,

নাম-রস সবে পায় ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম,

রসনে স্ফুরি’,

পূরা’ল আমার আশ ।

শ্রীরূপ-পদে,

যাচয়ে ইহা,

ভকতিবিনোদ-দাস ॥ ৬ ॥

মাধুর্যপ্রবাহ । আসব—[আ—স্ব (প্রসব করা)+অন্] যে
মত্ততা প্রসব করে, মধু ॥ ৩ ॥ পঞ্চবদন—পঞ্চানন শ্রীশিব ।
প্রেমের সম্বন রোল—‘প্রেমে দেয় ঘন কোল’—পাঃ লিঃ
॥ ৭ ॥ সহস্রানন—শ্রীঅনন্তদেব ; ব্রঃ সঃ ৫।১১, ঋ সং
৮।৪।১৭, সাম ৪।৬।৪।৩, শুক্লযজুঃ ৩।১।১, অথর্ব ১২।১।৬, ভাঃ
১।৩।৪ ; চৈঃ ভাঃ আঃ ১।১২, চৈঃ চঃ আঃ ৫।১০০ দ্রঃ ॥ ৫ ॥
পূরা’ল—‘পূরান’—পাঃ লিঃ ॥ ৬ ॥

শ্রী শ্রী রূপানুগ-ভজন-দর্পণ

[১]

শ্রী গুরু-শ্রীগৌরচন্দ্র, বৃন্দাবনে যুবদ্বন্দ্ব,
ব্রজবাসিজন-শ্রীচরণ ।

বন্দিয়া প্রফুল্লমনে, এ ভক্তিবিনোদ ভণে,
রূপানুগ-ভজন-দর্পণ ॥ ১ ॥

বহুজন্ম-ভাগ্যবশে, চিন্ময় মধুর রসে,
স্পৃহা জন্মে জীবের হিয়ায় ।

“নারদবীগোজ্জীবন সুধোশ্মিনির্ধাসমাধুরীপুর । ত্বং কৃষ্ণনাম !
কামং ক্ষুর মে রসনে রসেন সদা ॥” (শ্রীনামাষ্টকম্—৮)—হে
কৃষ্ণনাম ! তুমি শ্রীনারদের বীণার সঞ্জীবনস্বরূপ এবং মাধুর্য্যপ্রবাহ-
রূপ অমৃত-তরঙ্গের সারাংশ-স্বরূপ । অতএব তুমি আমার জিহ্বাতে
সর্বদা অনুরাগের সহিত যথেষ্টরূপে স্ফূর্তিলাভ কর । — [৮]

৬—

সেই স্পৃহা লোভ হঞা, ব্রজধামে জীব লঞা,

রূপানুগ-ভজনে মাতায় ॥ ২ ॥

ভজন-প্রকার যত, সকলের সার মত,

শিখাইল শ্রীরূপ গোসাঞি ।

সে ভজন না জানিয়া, কৃষ্ণ ভজিবারে গিয়া,

তুচ্ছ কাজে জীবন কাটাই ॥ ৩ ॥

বুঝিবারে সে ভজন, বহু যত্নে অকিঞ্চন,

বিরচিল ভজন-দর্পণ ।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা, করিতে উৎসুক যেবা,

সুখে তেঁহ করুন শ্রবণ ॥ ৪ ॥

লোভেতে জনম পাই', অতিশীঘ্র বাড়ি' যাই',

শ্রদ্ধা রতি, তবে হয় প্রীতি ।

লোভেতে.....প্রীতি—“কৃষ্ণভক্তিরস.....লভ্যতে ॥”

পদ্মাবলীধৃত শ্রীরায়রামানন্দকৃত ১৪শ শ্লোক)—কোটিজন্মলুক

সহজ ভজন রক্তি, নাহি চায় শিক্ষা-মতি,
তবু শিক্ষা প্রাথমিক-রীতি ॥ ৫ ॥

পুত্রস্নেহ জননীর, সহজ হৃদয়ে স্থির,
দূষিত হৃদয়ে শিক্ষা চাই ।

কৃষ্ণপ্রেম সেইরূপ, নিত্যসিদ্ধ অপরূপ,
বন্ধজীবে অপ্রকট ভাই ॥ ৬ ॥

সুকৃতিদ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটি মূল্য
দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ কৃষ্ণভক্তিরসম্ভাবিত-মতি যাহা
হইতেই পাও, ক্রয় করিয়া ফেল ॥ ৫ ॥ **পুত্রস্নেহ.....ভাই**
—“কৃতিসাধ্যা!.....হৃদি সাধ্যতা ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ১:২২);
জননীর হৃদয়ে পুত্রস্নেহ যেরূপ স্বাভাবিকভাবে বর্তমান থাকে,
তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিদ্যমান।
তবে বিষয়-দূষিত হৃদয় শুদ্ধ হইলে স্বতঃসিদ্ধ প্রেমের প্রাকটা
হয় মাত্র। “নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম ... উদয় ॥”—(চৈঃ চঃ মঃ

সেই ত' সহজ রতি, পাইয়াছে অপগতি,
শিক্ষানুশীলন যদি পায় ।

সে রতি জাগিয়া উঠে, জীবের বন্ধন ছুটে,
ব্রজানন্দ তাহারে নাচায় ॥ ৭ ॥

[২]

যোগ, যাগ সব ছার, শ্রদ্ধা সকলের সার,
সেই শ্রদ্ধা হৃদয়ে যাহার ।

উদিয়াছে একবিন্দু, ক্রমে ভক্তিরস-সিন্ধু-
লাভে তা'র হয় অধিকার ॥ ১ ॥

২২।১০৪) ॥ ৬ ॥ সেই ত' সহজ নাচায়—“যত্র
রাগান্বাপ্তহাৎ...ভক্তিরচ্যতে ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৫); “রাগহীন
জন ভজে শাস্ত্রের আজায় ।”—(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১০৬) ॥ ৭ ॥

যোগ, যাগ.....অধিকার—“আদৌ শ্রদ্ধা.....
ভবেৎ ক্রমঃ ॥”—(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১০) ; “কোন ভাগ্যে.....

জ্ঞান, কৰ্ম্ম, দেব-দেবী, বহু যতনেতে সেবি',
 প্রাপ্তফলে হৈলে তুচ্ছজ্ঞান ।

সাধুজন-সঙ্গাবেশে, কৃষ্ণকথার শেষে,
 বিশ্বাস ত' হয় বলবান্ ॥ ২ ॥

সেই ত' বিশ্বাসে, ভাই, 'শ্রদ্ধা' বলি' সদা গাই,
 ভক্তিলতা-বীজ বলি তা'রে ।

কৰ্ম্মী, জ্ঞানী জনে যা'রে, 'শ্রদ্ধা' বলে বারে বারে,
 সেই বৃত্তি শ্রদ্ধা হইতে নারে ॥ ৩ ॥

নামের বিবাদ মাত্র, শুনিয়া ত' জ্বলে গাত্র,
 লৌহে যদি বলহ কাঞ্চন ।

তবু লৌহ লৌহ রয়, কাঞ্চন ত' কভু নয়,
 মণি-স্পর্শ নহে যতক্ষণ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণভক্তি-চিন্তামণি, তাঁ'র স্পর্শে লৌহখনি,
কর্মজ্ঞানগত শ্রদ্ধা-ভাব।

হঞা যায় হেমভার, ছাড়িয়া ত' কুবিকার,
সে কেবল মণির প্রভাব ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণভক্তি—

ছাড়ি' অণ্য-অভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম-সহবাস,
আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন।

সর্বানন্দধাম ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯-১৩) ॥ ১ ॥ জ্ঞান, কর্ম
.....মণির প্রভাব—“কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়.....দিতে
দাঁরে ফল ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৭-১৮) ; “কোন ভাগ্যে
... উপজয় ॥” “সাধুসঙ্গে.....সংসার যায় ক্ষয় ॥” (চৈঃ চঃ
মঃ ২২।৪৫, ৪৯) ; “যদৃচ্ছয়া.....সিদ্ধিদঃ ॥” (ভাঃ ১১।২০।৮) ;
“রহুগণৈতৎ.....রজোহভিষেকম্ ॥” (ভাঃ ৫।১২।১২) ॥ ২-৫ ॥

‘শুদ্ধভক্তি’ বলি তা’রে, ভক্তিশাস্ত্র-সুবিচারে,
 শ্রীকৃপের সিদ্ধান্ত-বচন ॥ ৬ ॥

শ্রবণ, কীর্তন, স্মৃতি, সেবার্চন, দাস্ত, নতি,
 সখ্য, আত্মনিবেদন হয় ।

সাধন-ভক্তির অঙ্গ, সাধকের যাহে রঙ্গ,
 সদা সাধুজনসঙ্গময় ॥ ৭ ॥

সাধন-ভক্তির বলে, ভাবরূপা ভক্তি ফলে,
 তাহা পুনঃ প্রেমরূপ পায় ।

প্রেমে জীব কৃষ্ণ ভজে, কৃষ্ণভক্তিরসে মজে,
 সেই রস শ্রীকৃপ শিখায় ॥ ৮ ॥

ছাড়ি’ অন্য অভিলাষ সিদ্ধান্ত-বচন —
 “অন্যাভিলাষিতাশূন্যং.....ভক্তিরূতমা ।” (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)
 ৬ ॥ শ্রবণ, কীর্তন...শ্রীকৃপ শিখায়—“শ্রবণং কীর্তনং

[৩]

শ্রদ্ধা দ্বিবিধা, অতএব সাধনভক্তিও দ্বিবিধা—

‘শ্রদ্ধাদেবী’ নাম যা’র, দুইটি স্বভাব তা’র,
বিধিমূল-রুচিমূল-ভেদে ।

শাস্ত্রের শাসনে যবে, শ্রদ্ধার উদয় হ’বে,
‘বৈধী শ্রদ্ধা’ তা’রে বলে বেদে ॥ ১ ॥

ব্রজবাসী সেবে কৃষ্ণে, সেই শুদ্ধসেবা-দৃষ্টি,
যবে হয় শ্রদ্ধার উদয় ।

লোভময়ী শ্রদ্ধা সতী, রাগানুগা শুদ্ধা মতি,
বহু ভাগ্যে সাধক লভয় ॥ ২ ॥

‘...নবলক্ষণা ।’ (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪) ; “প্রভু কহে,.....
পুরুষার্থের সীমা ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৫৮-২৬১) ॥ ৭-৮ ॥

‘শ্রদ্ধাদেবী’ নাম যা’র ... বলে বেদে—“বৈধী
রাগানুগা.....ভক্তিরূচ্যতে ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪-৫) ॥ ১ ॥

শ্রদ্ধাভেদ, ভক্তিভেদ, গাইতেছে চতুর্বেদ,
বৈধী রাগানুগা ভক্তিবয় ।

সাধন-সময়ে যৈছে, সিদ্ধিকালে প্রাপ্তি তৈছে,
এইরূপ ভক্তিশাস্ত্রে কয় ॥ ৩ ॥

বৈধী ভক্তি ধীরগতি, রাগানুগা তীব্র অতি,
অতিশীঘ্র রসাবস্থা পায় ।

রাগবত্ন'-সুসাধনে, রুচি হয় যা'র মনে,
কৃপানুগ হৈতে সেই ধায় ॥ ৪ ॥

ব্রজবাসী সেবে.....লভয়—“তদ্ভাবলিপুনা কার্য্যা ব্রজ-
লোকানুসারতঃ ॥” “নাত্র শাস্ত্রং.....তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥”
(ভঃ রঃ সিঃ ১২।১৫১, ১৪৮) ; “রাগময়ী ভক্তির.....
রাগানুগার প্রকৃতি ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪৮-১৪৯ ॥ ২ ॥

[৪]

প্রাকৃতাপ্রাকৃত রসতত্ত্ব-জ্ঞানের আবশ্যকতা—

রূপানুগ-তত্ত্বসার, বুঝিতে আকাঙ্ক্ষা যাঁ'র,
 রসজ্ঞান তাঁ'র প্রয়োজন ।

চিন্ময়-আনন্দরস, সর্বতত্ত্ব যাঁ'র বশ,
 অখণ্ড পরমতত্ত্বধন ॥ ১ ॥

যাঁ'র ভাণে জ্ঞানী জন, ব্রহ্মলয় অন্বেষণ
 করে, নাহি বুঝি' বেদ-মন্মথ ।

যাঁ'র ছায়ামাত্র-বরে, যোগী জন যোগ করে,
 যাঁ'র ছলে কৰ্ম্মী করে কৰ্ম্ম ॥ ২ ॥

বিভাবানুভাব আর, সাত্ত্বিক, সঞ্চারী—চার
 স্থায়ী ভাবে মিলন সুন্দর ।

স্থায়ী ভাবে রস হয়, নিত্য চিদানন্দময়,
 পরম আশ্বাচ্ছ নিরন্তর ॥ ৩ ॥

যে রস প্রপঞ্চগত, জড় কাব্যে প্রকাশিত,
 পরম রসের অসন্মূর্ত্তি ।
 অসন্মূর্ত্তি নিত্য নয়, আদর্শের ছায়া হয়,
 যেন মরীচিকা-জলস্ফূর্ত্তি ॥ ৪ ॥

[৫]

স্থায়িভাবই রসের মূল—
 রসের আধার যিনি, তাঁ'র চিত্ত রসখনি,
 সেই চিত্তের অবস্থা-বিশেষে ।
 শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-রুচ্যাসক্তি, ক্রমে হয় ভাব-ব্যক্তি,
 'রতি'-নামে তাঁহার নির্দেশে ॥ ১ ॥

রূপানুগ-তত্ত্বসার.....আশ্বাদ্য নিরন্তর—
 “বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ ... হৃদি জায়তে ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ২।১।২-৩) ;
 “বিভাব, অনুভাব,.....এই চারি মিলি ॥” (৫ঃ চঃ মঃ
 ২৩৪৪) ॥ ১-৩ ॥

বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ভাব, সর্বোপরি স্ব-প্রভাব,
 প্রকাশিয়া লয় নিজবশে ।

সকলের অধিপতি, হঞা শোভা পায় অতি,
 'স্থায়ী ভাব' নাম পায় রসে ॥ ২ ॥

মুখ্য-গৌণ-ভেদে তা'র, পরিচয় দ্বিপ্রকার,
 মুখ্য পঞ্চ, গৌণ সপ্তবিধ ।

শান্ত, দাস্য, সখ্য আর, বাৎসল্য, মধুর সার,
 এই পঞ্চ রতি মুখ্যাভিধ ॥ ৩ ॥

হাস্যাদৃত, বীর আর, করুণ ও রৌদ্রাকর,
 ভয়ানক-বীভৎস-বিভেদে ।

রসের আধার..... তাঁহার নির্দেশে—“আদৌ
 শ্রদ্ধা...প্রেমাত্মদক্ষতি।” (ভঃ রঃ সিঃ ১৪১০) ॥ ১ ॥

বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ রসে — “অবিরুদ্ধান্.....স্থায়ীভাব

গুণ অণু রসে যত, মধুরেতে আছে তত,
আর বহু বলে হয় বলী ॥ ২ ॥

গৌণ রস আছে যত, সব সঞ্চারীর মত,
হঞা শৃঙ্গারের পুষ্টি করে ।

শ্রীরূপের অনুগত, ভজনে যে হয় রত,
স্থিতি তা'র কেবল মধুরে ॥ ৩ ॥

মধুর উজ্জ্বল রস, সদা শৃঙ্গারের বশ,
ব্রজরাজ-নন্দন বিষয় ।

ঐশ্বর্য্য সুগুপ্ত তা'তে, মাধুর্য্য-প্রভাবে মাতে,
তাহার আশ্রয় ভক্তচয় ॥ ৪ ॥

যেই রতি পুষ্টি করে— “যথোত্তরমসৌ ...
কস্মচিৎ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ২।৫।২১) ; “কিন্তু যা'র...মধুরেতে
বৈসে ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ৮।৮৩-৮৬) ॥ ১-৩ ॥

[৭]

মধুরা রতির আবির্ভাব-হেতু—

মধুরের স্থায়ী ভাব, লভে যা'তে আবির্ভাব,
বলি তাহা, শুন একমনে ।

অভিযোগ ও বিষয়, সম্বন্ধাভিমান-দ্বয়,
তদীয় বিশেষ উপমানে ॥ ১ ॥

স্বভাব আশ্রয় করি', চিন্তে রতি অবতরি',
শৃঙ্গার রসের করে পুষ্টি ।

অভিযোগ-আদি ছয়, অন্তে রতিহেতু হয়,
ব্রজদেবীর তাহে নাহি দৃষ্টি ॥ ২ ॥

মধুরের স্থায়ী ভাব শুন একমনে—

“স্থায়ী ভাবোহত্র... মধুরা রতিঃ ॥” (উঃ নীঃ, স্থাঃ ভাঃ প্রঃ—১) ।

অভিযোগ ও বিষয়..... করে পুষ্টি—“অভিযোগাৎ

স্বতঃসিদ্ধ-রতি তাঁ'রে, সম্বন্ধাদি-সহকারে,
সমর্থা করিয়া রাখে সদা ।

কৃষ্ণসেবা বিনা তাঁ'র, উত্তম নাহিক আর,
স্বীয় সুখ-চেষ্টা নাহি কদা ॥ ৩ ॥

ঐ রতি প্রোঢ়া হয়, মহাভাব-দশা পায়,
যা'র তুল্য প্রাপ্তি আর নাই ।

সর্ববান্ধুত চমৎকার, সন্তোগেচ্ছা এ প্রকার,
বর্ণিবারে বাক্য নাহি পাই ॥ ৪ ॥

... যথোত্তরম্ ॥” (উঃ নীঃ, স্থাঃ ভাঃ প্রঃ—১) । অভিযোগ-
আদি.....নাহি দৃষ্টি—“প্রোক্তা অভিযোগাঃ.....
গোকুলস্বভবাম্ ॥” (উঃ নীঃ, স্থাঃ ভাঃ প্রঃ—২৮) ॥ ১-২ ॥
স্বতঃসিদ্ধরতি.....বাক্য নাহি পাই—“সর্ববান্ধুত...
ভক্তানাঞ্চ বরীষসাম্ ॥” (উঃ নীঃ, স্থাঃ ভাঃ প্রঃ—৪০-৪১) ॥ ৩-৪ ॥

[৮]

মধুর-রতিরূপ স্থায়ীভাবের উন্নতিক্রম—

রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগাখ্যান,
অনুরাগ, ভাব—এই সাত ।

রতি যত গাঢ় হয়, ক্রমে সপ্ত নাম লয়,
স্থায়ী ভাব সদা অবদাত ॥ ১ ॥

স্নেহাদি যে ভাব ছয়, ‘প্রেম’ নামে পরিচয়,
সাধারণ জনের নিকটে ।

যে ভাব কৃষ্ণেতে যাঁ’র, সেই ভাবে কৃষ্ণ তাঁ’র,
এ রহস্য রসে নিত্য বটে ॥ ২ ॥

ভক্তচিত্ত-সিংহাসন, তা’তে উপবিষ্ট হন,
স্থায়ী ভাব সর্বভাব-রাজ ।

হলাদিনী যে পরা শক্তি, তাঁ'র সার শুদ্ধভক্তি,
ভাবরূপে তাঁহার বিরাজ ॥ ৩ ॥

বিভাবাদি ভাবগণে, নিজায়ত্তে আনয়নে
করেন যে রসের প্রকাশ ।

রস নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, নিত্যসিদ্ধ সারসত্ত্ব,
জীবচিত্তে তাহার বিকাশ ॥ ৪ ॥

[৯]

বিভাব—

রত্যাশ্বাদ-হেতু যত, 'বিভাব'-নামতে খ্যাত,
আলম্বন, উদ্দীপন হয় ।

রতি, প্রেম.....তাহার বিকাশ — “প্রেম বৃদ্ধি-
ক্রমে.....অমৃত-আশ্বাদনে ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ১৯/১৭৮-১৮১) ;
“এষা তু.....ইতি ত্রিধা ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ৩২/৩০) ; ভঃ রঃ সিঃ
১/৩১৯, ১/৪১১, ৩/২৩৩, ৩/৩৪৭ ; উঃ নীঃ, স্থাঃ ভাঃ প্রঃ—
৭১ ভ্রঃ ॥ ১-৪ ॥

বিষয়-আশ্রয়-গত, আলম্বন দুই মত,

কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত সে উভয় ॥ ১ ॥

নায়কের শিরোমণি, স্বয়ং কৃষ্ণ গুণমণি,

নিত্য গুণধাম পরাৎপর ।

তাঁর ভাবে অনুরক্ত, গুণাঢ্য যতেক ভক্ত

সিদ্ধ এক, সাধক অপর ॥ ২ ॥

ভাব উদ্দীপন করে, ‘উদ্দীপন’ নাম ধরে,

কৃষ্ণের সম্বন্ধ-বস্তু সব ।

স্মিতাস্ম, সৌরভ, শৃঙ্গ, বংশী, কন্ধু, ক্ষেত্র, ভৃঙ্গ,

পদাঙ্ক, নূপুর, কলরব ॥ ৩ ॥

রত্যাশ্রাদ-হেতু.....সে উভয়—“বিভাবো নাম
.....তথাধারতয়াপি চ ॥”— (ভঃ রঃ সিঃ ২।১।৬-৭) ॥ ১ ॥

নায়কের.....সাধক অপর—“তদ্ভাব...পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥”
(ভঃ রঃ সিঃ ২।১।১৪২-১৪৪) ॥ ২ ॥ ভাব উদ্দীপন.....

তুলসী, ভজন-চিন, ভক্তজন-দরশন,
এইরূপ নানা উদ্দীপন ।

ভক্তিরস-আস্বাদনে, এই সব হেতুগণে,
নির্দেশিলা রূপ-সনাতন ॥ ৪ ॥

[১০]

মধুর-রসে আলম্বনরূপ বিভাব—

শ্রীনন্দনন্দন-ধন, তদীয় বল্লভাগণ,
মধুর-রসের আলম্বন ।

গোপাগত-রতি যাহাঁ, গোপীচিত্তাশ্রয় তাহাঁ,
কৃষ্ণমাত্র বিষয় তখন ॥ ১ ॥

যাহাঁ রতি কৃষ্ণগত, রত্যাশ্রয় কৃষ্ণচিত্ত,
গোপী তাহাঁ রতির বিষয় ।

নানা উদ্দীপন—“উদ্দীপনাস্ত...তদ্বাসরাদয়ঃ ॥”—(ভঃ ,রঃ
সিঃ ২।১।১৫৪) ॥ ৩-৪ ॥

বিষয়-আশ্রয় ধরে', স্থায়িত্ব-রতি চরে,

নৈলে রতি উদগত না হয় ॥ ২ ॥

বিভাবেতে আলম্বন, রসে নিত্য প্রয়োজন,

ব্রজে তাই কৃষ্ণ গোপীনাথ ।

মদনমোহন-ধন, ব্রজাঙ্গনা, গোপীজন,

বল্লভ রসিক রাধানাথ ॥ ৩ ॥

স্বীয়া, পরকীয়া ভেদে, রস-রসান্তরাস্বাদে,

নিত্যানন্দে বিরাজে মাধব ।

বড় ভাগ্যবান্ যেই, নিজে আলম্বন হই',

আস্বাদয়ে সে রস-আসব ॥ ৪ ॥

শ্রীনন্দনন্দন.....রাধানাথ—“অগ্নিলালম্বনা.....
বল্লভাঃ ॥”—(উঃ নীঃ, নাঃ ভেঃ প্রঃ—৩) ॥ ১-৩ ॥ স্বীয়া,
পরকীয়া.....রস-আসব—“স্বকোয়াঃ... পরিকীর্তিতাঃ ।”
(উঃ নীঃ, কৃঃ বঃ প্রঃ—২) ॥ ৪ ॥

চেটক-বিট-বেষ্টিত, বিদূষক-সুসেবিত,
পীঠমর্দ, প্রিয়-নন্দসখ ॥ ৩ ॥

এ পঞ্চ সহায়যুত, নন্দীশ্বরপতিসুত,
পতি-উপপতি-ভাবাচারী ।

অনুকূল, শঠ, ধ্বংস, সদক্ষিণ, রসতৃষ্ণ,
রসমূর্ত্তি, নিকুঞ্জবিহারী ॥ ৪ ॥

১২]

তদীয় বল্লভাগণ—

সুরম্যাদি গুণগণ, হইয়াছে বিভূষণ,
ললনা-উচিত যতদূর ।

ধীরোদাত্ত.....নিকুঞ্জবিহারী— “উদাত্তাঙ্গৈঃ
ষষ্ণবতিধোদিতঃ ॥” (উঃ নীঃ, নাঃ ভেঃ প্রঃ -৩২) ; “অথৈতস্ম
সহায়াঃ.....প্রিয়নন্দসখস্তথা ।”—(উঃ নীঃ, সঃ ভেঃ প্রঃ—১)

॥ ৩-৪ ॥

পৃথুপ্রেমা, স্মাধুর্যা, সম্পদের স্মপ্রাচুর্যা,
 শ্রীকৃষ্ণবল্লভা রসপূর ॥ ১ ॥

বল্লভা ত' দ্বিপ্রকার, স্বীয়া, পরকীয়া আর,
 মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভেতি ত্রয় ।

কেহ বা নায়িকা তাহে, কেহ সখী হইতে চাহে,
 নিজে ত' নায়িকা নাহি হয় ॥ ২ ॥

নায়িকাগণ-প্রধান রাধা, চন্দ্রা—দুই জন,
 সৌন্দর্য্য-বৈদগ্ধ্য-গুণাশ্রয়া ।

সেই দুই মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাধিকা কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ,
 মহাভাবস্বরূপ-নিলয়া ॥ ৩ ॥

স্বরম্যাদি.....রসপূর—“হরেঃ...আশ্রয়াঃ ॥” (উঃ
 নীঃ, কৃঃ বঃ প্রঃ—১) ॥ ১ ॥ বল্লভা.....নাই হয়—
 “স্বকীয়াশ্চ পরোঢ়াশ্চ.....ত্রিধা যতঃ”—(উঃ নীঃ, নায়িঃ ভেঃ
 প্রঃ—৮) ॥ ২ ॥ নায়িকাগণ...নিলয়া—“রাধা-চন্দ্রাবলী-

আর যত নিত্যপ্রিয়া,

নিজ নিজ যুথ লঞা,

সে দু'য়ের করেন সেবন ।

শ্রীরূপ-অনুগ জন,

শ্রীরাধিকা-শ্রীচরণ,

বিনা নাহি জানে অণু ধন ॥ ৪ ॥

[১৩]

নায়িকাগণের অষ্ট অবস্থা-সেবা—

শ্রীকৃষ্ণ সেবিব বলি',

গৃহ ছাড়ি' কুঞ্জে চলি',

যাইতে হয় 'অভিসারী' সখী ।

কুঞ্জ-সজ্জা করে যবে,

'বাসকসজ্জা' হ'ন তবে,

উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণপথ লখি' ॥ ১ ॥

মুখ্যাঃ.....গুণাশ্রয়াঃ"— (উঃ নীঃ, কৃঃ বঃ প্রঃ— ৩৩) ;

"তয়োরপ্যভয়োঃ গুণৈরতিবরীয়সী ॥" (উঃ নীঃ, রাঃ

প্রঃ—২) ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সেবিব বলি'.....কৃষ্ণপথ লখি'—

• "যাভিসারয়তে...ব্রজেৎ ॥" "স্ববাসকবসাৎ...বাসকসজ্জিকা ॥"

কাল উল্লঙ্ঘিয়া হরি, ভোগচিহ্ন দেহে ধরি',
আইলে হ'ন 'খণ্ডিতা' তখন ।

সঙ্কেত পাইয়া বৈসে, তবু কান্ত না আইসে,
'বিপ্রলঙ্কা' নায়িকা ত' হ'ন ॥ ২ ॥

মনের কলহে হরি, যা'ন চলি' দুঃখ করি',
'কলহান্তরিতা' সন্তাপিনী ।

মথুরাতে কান্ত গেল, বহুদিন না আইল,
'প্রোষিত-ভর্তৃকা' কাজালিনী ॥ ৩ ॥

—(উঃ নীঃ, নায়িঃ ভেঃ প্রঃ—৩৯,৪২) ॥ ১ ॥ কাল

উল্লঙ্ঘিয়া...নায়িকা ত' হ'ন—“উল্লঙ্ঘ্য...খণ্ডিতা ॥”

“কৃত্বা...মনীষিভিঃ ॥”—(উঃ নীঃ, নায়িঃ ভেঃ প্রঃ—৪৫,৪৭)

॥ ২ ॥ মনের কলহে হরি...কাজালিনী—“যা

সখীনাং...কলহান্তরিতা হি সা ॥” “দুরদেশং গতে...প্রোষিত-

ভর্তৃকা”—(উঃ নীঃ, নায়িঃ ভেঃ প্রঃ—৪৮,৪৯) ॥ ৩ ॥

নিজায়ত্তে কাশ্চে পে'য়ে, ক্রীড়া করে কান্ত ল'য়ে,
 'স্বাধীন-ভর্তৃকা' সে রমণী ।

নায়িকামাত্রের হয়, এই অষ্টদশোদয়,
 বিপ্রলম্ব-সন্তোগ-বোধিনী ॥ ৪ ॥

[১৪]

প্রধান-নায়িকা শ্রীমতী রাধিকার সখী-বর্গন—

নায়িকার শিরোমণি, ব্রজে রাধা ঠাকুরাণী,
 পঞ্চবিধ সখীগণ তাঁ'র ।

সখী, নিত্যসখী আর, প্রাণসখী অতঃপর,
 প্রিয়সখী—এই হৈল চার ॥ ১ ॥

নিজায়ত্তে.....সন্তোগ-বোধিনী— “স্বয়ত্তাসন্ন-দয়িতা
কুসুমাবচয়াদিবুৎ ॥” (উঃ নীঃ, নায়িঃ ভেঃ প্রঃ—
 ৪৯) ॥ ৪ ॥

ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, তুঙ্গবিছা, চম্পলতা,
 ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী সতী ।
 সূদেবীতি অষ্টজন, পরমপ্রেষ্ঠ-সখীগণ,
 রাধাকৃষ্ণে সেবে একমতি ॥ ৫ ॥

[১৫]

সখীর সাধারণ-সেবা—

রাধাকৃষ্ণ-গুণগান, মিথাসক্তি-সম্বন্ধন,
 উভয়াভিসার-সম্পাদন ।
 কৃষ্ণে সখী-সমর্পণ, নন্দ্যবাক্য-আশ্বাদন,
 উভয়ের স্তবেশ-রচন ॥ ১ ॥

—(উঃ নীঃ, রাঃ প্রঃ—৩৬) ॥ ১-২ ॥ শ্রীরূপ, রতি, ...
 রাধাকৃষ্ণে সেবে একমতি—“নিত্যসখ্যশ্চ ... চেত্যষ্টৌ
 সর্কগগাশ্রিমাঃ”—(উঃ নীঃ, রাঃ প্রঃ—৩৭) ॥ ২-৫ ॥

চিত্তভাব-উদ্ঘাটন, মিথচ্ছিত্র-সংগোপন,
 প্রতীপজনের সুবঞ্চন ।

কুশলশিক্ষণ আর, সম্মিলন দু'জনার,
 ব্যজনাদি বিবিধ সেবন ॥ ২ ॥

উভয়-কুশল-ধ্যান, দোষে তিরস্কারদান,
 পরস্পর সন্দেশ-বহন ।

রাধিকার দশাকালে, প্রাণরক্ষা সুকৌশলে,
 সখী-সাধারণকার্য জান ॥ ৩ ॥

যেবা যে সখীর কার্য, বিশেষ বলিয়া ধার্য,
 প্রদর্শিত হ'বে যথাস্থানে ।

রূপানুগ ভজে যেবা, যে সখীর যেই সেবা,
 তদনুগ সেই সেবা মানে ॥ ৪ ॥

রাধাকৃষ্ণ-গুণগান.....সখী-সাধারণকার্য
 জান—“মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্তিঃ.....প্রযত্নাচ্ছাঃ সখীক্রিয়াঃ ॥”

পঞ্চসখী মধ্যে চার, নিত্যসিদ্ধ রাধিকার,
সে সকলে সাধন না কৈল ।

‘সখী’ বলি’ উক্ত য়েঁহ, সাধন-প্রভাবে তেঁহ,
ব্রজরাজ-পুরে বাস পাইল ॥ ৫ ॥

সেই সখী দ্বিপ্রকার, সাধনেতে সিদ্ধ আর,
সাধনপরা বলিয়া গণন ।

‘সিদ্ধা’ বলি’ আখ্যা তাঁ’র, গোপী-দেহ হইল যাঁ’র,
করি’ রাগে যুগল-ভজন ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণাকৃষ্ণ মুনিজন, তথা উপনিষদ্গণ,
যে না লৈল গোপীর স্বরূপ ।

—(উঃ নীঃ, সঃ প্রঃ—৪০) ॥ ১৩ ॥ য়েবা য়ে-সখীর
কর্ষ্যে ... হ’বে যথাস্থানে—“অথাসামপরঃ কোহপি

সাধন-আবেশে ভজে, সিদ্ধি তবু না উপজে,

ব্রজভাব-প্রাপ্তি অপরূপ ॥ ৭ ॥

যে যে শ্রুতি মুনিগণ, গোপী হঞা সুভজন

করিল সখীর পদ ধরি' ।

নিত্যসখী-কৃপাবলে, তৎসালোক্যলাভ-ফলে,

সেবা করে শ্রীরাধা-শ্রীহরি ॥ ৮ ॥

দেবীগণ সেই ভাবে, সখীর সালোক্য-লাভে,

কৃষ্ণসেবা করে সখী হ'য়ে ।

ব্রজের বিধান এহ, গোপী বিনা আর কেহ,

না পাইবে ব্রজযুবদ্বয়ে ॥ ৯ ॥

বিশেষঃ পুনরুচ্যতে ॥” (উঃ নীঃ, সং প্রঃ—৫৬) ॥ ৪ ॥ পঞ্চ-

সখী মধ্যে চার ... করে সখী হ'য়ে—“দেব্যো

নিত্যপ্রিয়াসুখা । তত্র সাধনপরাঃ ... যোনিতঃ ॥”—(উঃ নীঃ,

কৃঃ বঃ প্রঃ—২৮-৩১) ॥ ৫-৯ ॥

[১৬]

সর্বসখীর পরস্পর ভাব—

পরমচৈতন্য হরি, তাঁ'র শক্তি বনেশ্বরী,
 পরা শক্তি বলি' বেদে গায় ।

শক্তিমাণে সেবিবারে, শক্তি কায়বুহ করে,
 নানা শক্তি তাহে বাহিরায় ॥ ১ ॥

আধার-শক্তিতে ধাম, আহ্বয়-শক্তিতে নাম,
 সন্ধিনী শক্তিতে বস্তু জাত ।

সম্বিং-শক্তিতে জ্ঞান, তটস্থে জীববিধান,
 হ্লাদিনীতে কৈল সখী-ব্রাত ॥ ২ ॥

নিত্যসিদ্ধ সখী সব, হ্লাদিনীর সুবৈভব,
 হ্লাদিনীস্বরূপ মূল রাধা ।

চন্দ্রাবলী-আদি যত, শ্রীরাধার অনুগত,
 কেহ নহে রাধা-প্রেমের বাধা ॥ ৩ ॥

মানস, বাচিক পুনঃ, কারিকাতে তিনগুণ,

নাম—কৃষ্ণ, শ্রীরাধামাধব ।

নৃত্য, বংশী, গান, গতি, গোদোহন, গো-আহুতি,

অঘোদ্ধার, গোষ্ঠেতে তাণ্ডব ॥ ২ ॥

মাল্যানুলেপন আর, বাস-ভূষা—এই চার

প্রকার মগুন শোভাকর ।

বংশী-শৃঙ্গ-বীণা-রব, গীত, শিল্প, সুসৌরভ,

পদাঙ্ক, ভূষণ, বাহুস্বর ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তগত শ্রীরাধামাধব—

“উদ্দীপনা বিভাবা হরেঃ...কারিকাস্তথা ॥” (উঃ নীঃ, উঃ প্রঃ

—২) । নৃত্য, বংশী, গান, গতি তাণ্ডব—

“লীলা স্মাৎ ...গমনাদিকা ॥”— (উঃ নীঃ, উঃ প্রঃ—২৬) ॥ ১-২ ।

মাল্যানুলেপন.....শোভাকর—“চতুর্দ্বা মগুনং বাসো

ভূষামাল্যানুলেপনৈঃ ॥” (উঃ নীঃ, উঃ প্রঃ—৩১) । বংশী-

শিখিপুচ্ছ, গাভী, যষ্টি, বেণু, শৃঙ্গ, প্রেষ্ঠ-দৃষ্টি,
অদ্রিধাতু, নিস্মাল্য, গোধূলি ।

বৃন্দাবন, তদাশ্রিতা, গোবর্দ্ধন, রবিসুতা,
রাস-আদি যত লীলাস্থলী ॥ ৪ ॥

খগ, ভৃঙ্গ, মৃগ, কুঞ্জ, তুলসিকা, লতাপুঞ্জ,
কর্ণিকার, কদম্বাদি তরু ।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী সব, বৃন্দারণ্য-সুবৈভব,
উদ্দীপন করে রস চারু ॥ ৫ ॥

শৃঙ্গ-বীণা-রব.....বাদ্যস্বর—“বংশীশৃঙ্গীরবৌ ... শিল্প-
কৌশলম্ ॥”—(উঃ নীঃ, উঃ প্রঃ—৩৬) ॥ ৩ ॥ শিখিপুচ্ছ
... লীলাস্থলী—“নিস্মালাত্যাঃ.....রাসস্থলাদয়ঃ ॥”—(উঃ
নীঃ, উঃ প্রঃ—৪৪) ॥ ৪ ॥ খগ, ভৃঙ্গ.....রস চারু—
“তদাশ্রিতাঃ খগাঃ.....কদম্বাভাশ্চ কীর্তিতাঃ ॥”—(উঃ নীঃ, উঃ

জ্যোৎস্না, ঘন, সৌদামিনী, শরৎপূর্ণ নিশামণি,
গন্ধবহ আর খগচয় ।

তটস্থাত্ম উদ্দীপন, রসাস্বাদ-বিভাবন,
করে সব হইয়া সদয় ॥ ৬ ॥

[১৮]

অনুভাব—

বিভাবিত-রতি যবে, ক্রিয়াপর হ'য়ে তবে,
অনুভাব হয় ত' উদিত ।

চিত্তভাব উদ্ঘাটিয়া, করে বাহ্য সুবিক্রিয়া,
যখন যে হয় ত' উচিত ॥ ১ ॥

নৃত্য, গীত, বিলুণ্ঠন, ক্রোশন, তনুমোটন,
ছঙ্কার, জ্বন্তন, ঘনশ্বাস ।

প্রঃ—৪৯) ॥ ৫ ॥ জ্যোৎস্না, ঘন,.....হইয়া সদয়—

“তটস্থাত্মঃ.....খগদয়ঃ ॥”—(উঃ নীঃ, উঃ প্রঃ—৫২) ॥ ৬ ॥

লোকানপেক্ষিতা মতি, লালাস্রাব, ঘূর্ণা অতি,
হিক্কাদয়, অটু অটু হাস ॥ ২ ॥

গাত্র-চিত্ত যত সব, অলঙ্কার স্তবৈভব,
নিগদিত বিংশতি প্রকার ।

‘উদ্ভাস্বর’ নাম তা’র, ধন্মিল্ল-সংশ্রণ আর,
ফুল্লঘ্রাণ, নীব্যাদি বিকার ॥ ৩ ॥

বিলাপালাপ, সংলাপ, প্রলাপ ও অনুলাপ,
অপলাপ, সন্দেশাতিদেশ ।

অপদেশ, উপদেশ, নির্দেশ ও ব্যপদেশ,
বাচিকানুভাবের বিশেষ ॥ ৪ ॥

বিভাবিত রতি যবে.....অটু অটু হাস—

“অনুভাবাস্ত...হিক্কাদয়োহপি চ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ২।২।২) ॥ ১-২

গাত্র-চিত্ত.....বিশেষ — “উদ্ভাসন্তে মনীষিভিঃ ॥”

(উঃ নীঃ, উদ্ভাঃ প্রঃ—৮০-৮৫) ॥ ৩-৪ ॥

[১৯]

সাত্ত্বিকভাব—

স্থায়িভাবাবিষ্টচিত্ত, পাইয়া বিভাববিত্ত,

উদ্ভট ভাবেতে আপনার ।

প্রাণবৃত্তে গ্যাস করে, প্রাণ সেই গ্যাসভরে,

দেহ-প্রতি বিকৃতি চালায় ॥ ১ ॥

বৈবর্ণ্য, রোমাঞ্চ, স্বেদ, স্তম্ভ, কম্প, স্বরভেদ,

প্রলয়াশ্রু—এ অষ্ট বিকার ।

সঞ্চারী যে ভাবচয়, হর্ষামর্ষ আর ভয়,

বিষাদ, বিস্ময়াদি তা'র ॥ ২ ॥

স্থায়িভাবাবিষ্ট.....এ অষ্ট বিকার—“চিত্তং
সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ২।৩৭) ; সঞ্চারী
 ...তা'র—“স্তম্ভো...শূন্যতাদয়ঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ২।৩১০) ॥ ২ ॥

প্রবৃত্তিকারণ হয়, লীলাকালে রসে লয়,
 আপনে করায় অনুক্ষণ ।

ধূমায়িতা, উজ্জ্বলিতা, দীপ্তা আর সু-উদ্দীপ্তা,
 এই চারি অবস্থা লক্ষণ ॥ ৩ ॥

যা'র যেই অধিকার, সাত্ত্বিক-বিকার তা'র,
 সে লক্ষণে হয় ত' উদয় ।

মহাভাব-দশা যথা, সু-উদ্দীপ্তা ভাব তথা,
 অনায়াসে সুলক্ষিতা হয় ॥ ৪ ॥

[২০]

ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব—

নির্বেদ, বিষাদ, মদ, দৈন্ত্য, গ্লানি, শ্রমোন্মাদ,
 গর্ব, ত্রাস, শঙ্কা, অপস্মৃতি ।

প্রবৃত্তিকারণ ...লক্ষণ—“ধূমায়িতাস্তে.....চতুর্বিধাঃ ॥”

(ভঃ রঃ সিঃ ২।৩৩৮) ॥ ৩ ॥

আবেগ, আলস্য, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, জড়তাদি,
ব্রীড়া, অবহিখা আর স্মৃতি ॥ ১ ॥

বিতর্ক, চাপল্য, মতি, চিন্তোৎসুক্য, হর্ষ, ধৃতি,
উগ্রালস্য, নিদ্রামর্ষ, স্তম্ভি ।

বোধ হয় এই ভাবচয়, ত্রয়স্ক্রিংশৎ সবে হয়,
'ব্যভিচারী' নামে লভে জ্ঞপ্তি ॥ ২ ॥

অতুল্য মধুর রসে, উগ্রালস্য না পরশে,
আর সব ভাব যথাযথ ।

উদি' ভাবাবেশ স্তখে, স্থায়িভাবের অভিমুখে,
বিশেষ আগ্রহে হয় রত ॥ ৩ ॥

নির্বেদ, বিষাদ,.....নিদ্রামর্ষ, স্তম্ভি—“হর্ষো
গর্ভো.....ব্যভিচারিণঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ৩২২৬) ॥ ১-২ ॥

বোধ হয়.....যথাযথ—“নির্বেদাছাঃ ... ব্যভিচারিণঃ ॥”
(উঃ নীঃ, ব্যঃ প্রঃ--২) ॥ ২-৩ ॥

রাগাঙ্গ সত্ব-আশ্রয়ে, রসযোগ সঞ্চারণে,
যেন স্থায়ী সাগরের ঢেউ ।

নিজকার্য সাধি' তূর্ণ, সাগর করিয়া পূর্ণ,
নিবে, আর নাহি দেখে কেউ ॥ ৪ ॥

[২১]

ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত স্থায়ী ভাবের উত্তর-দশা—

সাধারণী, সমঞ্জসা, স্থায়ী লভে ভাব-দশা,
কুজা আর মহিষী প্রমাণ ।

একা ব্রজদেবীগণে, মহাভাব-স ঘটনে,
রুঢ়, অধিরুঢ় সুবিধান ॥ ১ ॥

সাধারণী.....মহিষী প্রমাণ — “সাধারণী.....
ক্রমতঃ ॥”—(উঃ নীঃ, স্থাঃ ভাঃ প্রঃ—২৯) । একা
ব্রজদেবী-...সুবিধান—“ব্রজদেবোকসংবেত্তো মহাভাবা-
খ্যয়োচ্যতে ॥” (উঃ নীঃ, স্থাঃ ভাঃ প্রঃ—১১১) ; “সরুঢ়শ্চ...

নিমেষাসহতা তায়, হ্রস্বশ্বনে খিন্নপ্রায়,
কল্পক্ষণ সৌখ্যে শঙ্কাকুল ।

আত্মাবধি বিস্মরণ, ক্ষণকল্প-বিবেচন,
যোগে বা বিয়োগে সমতুল ॥ ২ ॥

অধিরূঢ় ভাবে পুনঃ, দ্বিপ্রকার ভেদ শুন,
'মোদন' 'মাদন' নামে খ্যাত ।

বিশ্লেষ-দশাতে পুনঃ, মোদন হয় মোহন,
দিবোন্মাদ তাহে হয় জাত ॥ ৩ ॥

বৃধেঃ ॥” (উঃ নীঃ, স্থাঃ ভাঃ প্রঃ—১১৩) ॥ ১ ॥ নিমেষা-
সহতা তায়.....সমতুল — “নিমেষাসহতা.....যোগ-
বিয়োগয়োঃ ॥” (উঃ নীঃ, স্থাঃ ভাঃ প্রঃ—১১৬) ॥ ২ ॥ অধিরূঢ়-
ভাবে.....খ্যাত—“মোদনো.....দ্বিধোচ্যতে ॥” (উঃ নীঃ,
স্থাঃ ভাঃ প্রঃ—১২৫) । বিশ্লেষ-দশাতে ... তাহে হয়
জাত—“মোদনোহয়ং ... মোহনো ভবেৎ ॥” (উঃ নীঃ, স্থাঃ

[২২]

সন্তোগ ও বিপ্রলস্তভেদে দ্বিবিধ শ্রীউজ্জ্বল রসের বিপ্রলস্ত—

শ্রীউজ্জ্বল রসসার, স্বভাবতঃ দ্বিপ্রকার,

‘বিপ্রলস্ত’ ‘সন্তোগ’ আখ্যান ।

বিনা বিপ্রলস্তাশ্রয়, সন্তোগের পুষ্টি নয়,

তাই বিপ্রলস্তের বিধান ॥ ১ ॥

পূর্বরাগ তথা মান, প্রবাস, বৈচিত্র্যজ্ঞান,

বিপ্রলস্ত চারি ত’ প্রকার ।

সঙ্গমের পূর্বরীতি, লভে ‘পূর্বরাগ’-খ্যাতি,

দর্শনে, শ্রবণে জন্ম তা’র ॥ ২ ॥

শ্রীউজ্জ্বল রসসার ... বিধান — “স...বিপ্রলস্তঃ
পুষ্টিমশ্নতে ॥” (উঃ নীঃ, বিঃ প্রঃ—২) ॥ ১ ॥ পূর্বরাগ
.....চারি ত’ প্রকার—“পূর্বরাগঃ চতুর্বিধঃ ॥”

অনুরক্ত দম্পতির, অভীষ্ট-বিশ্লেষ স্থির,
দর্শন-বিরোধী ভাব মান ।

সহেতু, নিহেতু, মান, প্রণয়ের পরিণাম,
প্রণয়ের বিলাস প্রমাণ ॥ ৩ ॥

সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দানে, নতু্যপেক্ষা-সুবিধানে,
সহেতু মানের উপশম ।

দেশ, কাল, বেগুরবে, নিহেতুক মানোৎসবে,
করে অতিশীঘ্র উপরম ॥ ৪ ॥

—(উঃ নীঃ, বিঃ প্রঃ—৪) ; সঙ্গমের পূর্বরীতি ... জন্ম
তা'র—“রতি ষা ... পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ॥” (উঃ নীঃ, পূঃ রাঃ
—১) ॥ ২ ॥ অনুরক্ত দম্পতির ... ভাব মান—
“দম্পত্যোর্ভাব ... মান উচ্যতে ॥” (উঃ নীঃ, পূঃ রাঃ—৩১) ।
সহেতু ... প্রমাণ—“অশ্রু প্রণয়ঃ ... দ্বিবিধো মতঃ ॥”
(উঃ নীঃ, পূঃ রাঃ—৩২) ॥ ৩ ॥ সাম, ভেদ... উপশম—

বিচ্ছেদ-আশঙ্কা হৈতে, প্রেমের বৈচিত্র্য চিন্তে,
 প্রেমের স্বভাবে উপজয়।

দেশ, গ্রাম, বনান্তরে, প্রিয় যে প্রবাস করে,
 প্রবাসাখ্য বিপ্রলম্ব হয় ॥ ৫ ॥

[২৩]

সন্তোগ—

দর্শন-আশ্লেষাশ্রিত, আনুকূল্যে সেবাশ্রিত,
 উল্লাসে আকৃত যেই ভাব।

“সামভেদ ... স্নিতাদয়ঃ ॥” (উঃ নীঃ, পুঃ রাঃ—৪৭)।

দেশ, কাল,..... অতিশীঘ্র উপরম—“দেশকালবলেনৈব
 ... ব্রজ-সুক্রবাম্ ॥” (উঃ নীঃ, পুঃ রাঃ—৫৩) ॥ ৪ ॥

বিচ্ছেদ-আশঙ্কা স্বভাবে উপজয়—“প্রিয়স্ত
 ... প্রেমবৈচিত্র্যমুচ্যতে ॥” (উঃ নীঃ, পুঃ রাঃ—৫৭)। দেশ,

গ্রাম..... বিপ্রলম্ব হয়—“পূর্বসঙ্গতয়োঃ... ইতীর্ষ্যতে ॥”

(উঃ নীঃ, পুঃ রাঃ—৬০) ॥ ৫ ॥

যুবদ্বন্দ্ব-হৃদিমাবো, রসাকারে সুবিরাজে,
সন্তোগাখ্যা তা'র হয় লাভি ॥ ১ ॥

মুখ্য, গৌণ—দ্বিপ্রকার, সন্তোগের সুবিস্তার,
তদুভয় চারিটী প্রকার ।

সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ জান, সম্পন্ন, সমৃদ্ধি মান,
পূর্ব-ভাবাবস্থা অনুসার ॥ ২ ॥

পূর্বরাগান্তরে যাঁহা, সংক্ষিপ্ত সন্তোগ তাঁহা,
মানান্তরে সংকীর্ণ প্রমাণে ।

ক্ষুদ্র প্রবাসাবসানে, সম্পন্ন, সমৃদ্ধি মানে,
সুদূর প্রবাস-অবসানে ॥ ৩ ॥

সম্পন্ন দ্বিবিধ ভাব, আগতি ও প্রাদুর্ভাব,
মনোহর সন্তোগ তাহায় ।

দর্শন-আশ্লেষাশ্রিত অবসানে—“দর্শনা-
লিঙ্গন-...বিহুঃ ॥” (উঃ নীঃ, মুঃ সঃ প্রঃ—৪,৫) ॥ ১-৩ ॥

চুম্বাশ্লেষ, নখার্পণ, বিশ্বাধর-সুধাপান,
সম্প্রায়োগ-আদি লীলা মানি ॥ ২ ॥

সন্তোগপ্রকার সব, সন্তোগের মহোৎসব,
লীলা হয় সদা সুপেশল ।

সেই লীলা অপরূপ, উজ্জ্বল রসের কূপ,
তাহে যা'র হয় কোতূহল ॥ ৩ ॥

চিহ্নিলাস-রসভরে, রতি ভাব-দশা ধরে,
মহাভাব পর্য্যন্ত বাড়য় ।

যে জীব সৌভাগ্যবান্ , লীলাযোগে সুসন্ধান,
ব্রজে বসি' সতত করয় ॥ ৪ ॥

সন্দর্শন.....লীলা মানি—“তে তু সন্দর্শনং.....
সম্প্রয়োগানয়ো মতাঃ ॥” (উঃ নীঃ, গোঃ সঃ প্রঃ—১০) ॥ ১-২ ॥
সুপেশল—সুমনোহর ॥ ৩ ॥

[২৫]

উজ্জলরসাশ্রিত-লীলা—

রসতত্ত্ব নিত্য যৈছে,

ব্রজতত্ত্ব নিত্য তৈছে,

লীলারস এক করি' জান ।

কৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ রস,

সকলই কৃষ্ণের বশ,

বেদ-ভাগবতে করে গান ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পরমতত্ত্ব,

তাঁ'র লীলা শুদ্ধসত্ত্ব,

মায়া যাঁ'র দূরস্থিতা দাসী ।

জীব-প্রতি কৃপা করি',

লীলা প্রকাশিল হরি,

জীবের মঙ্গল-অভিলাষী ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা, শেষ, শিব যাঁ'র,

অনেষিয়া বার বার,

তত্ত্ব নাহি বুঝিবারে পারে ।

 কৃষ্ণ যে সাক্ষাৎ রস—“রসো বৈ সঃ” (তৈঃ ২।৭।১) ;

“নাম চিন্তামণিঃ...নাম-নামিনোঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৮) ॥১॥

ব্রহ্মের আশ্রয় যিনি, পরমাত্মার অংশী তিনি,
স্বয়ং ভগবান্ বলি যাঁ'রে ॥ ৩ ॥

সেই কৃষ্ণ দয়াময়, মূলতত্ত্ব সর্ববিশ্রয়,
অনন্তলীলার এক খনি ।

নির্বিবশেষলীলাভরে, ব্রহ্মতা প্রকাশ করে,
স্বীয় অঙ্গকান্তি গুণমণি ॥ ৪ ॥

অংশে পরমাত্মা হ'য়ে, বন্ধজীবগণে ল'য়ে,
কর্মচক্রে লীলা করে কত ।

দেবলোকে দেবসহ, উপেন্দ্রাদি হ'য়ে তেঁহ,
দেবলীলা করে কত শত ॥ ৫ ॥

পরব্যোমে নারায়ণ, হ'য়ে পালে দাসজন,
দেবদেব রাজ-রাজেশ্বর !

সেই কৃষ্ণে সর্ববিশ্রয়, ব্রজে নর-পরিচয়,
নরলীলা করিল বিস্তার ॥ ৬ ॥

[২৬]

ব্রজলীলার সর্বশ্রেষ্ঠতা—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, তা'র মধ্যে নরলীলা,
সর্বোত্তম রসের আলায় ।

এ রস গোলোকে নাই, তবে বল কোথা পাই,
ব্রজধাম তাহার নিলায় ॥ ১ ॥

ব্রজা, শেষ বিস্তার—“যদদ্বৈতং পরমিহ ॥”

“ব্রজ, আত্মা নাহি যা'র সম ॥” (চৈঃ চঃ আঃ ২।৫-২৪)

॥ ৩-৬ ॥

কৃষ্ণের যতেক খেলা ... নিলায়—“যন্নর্তালীলৌ-
পয়িকং ... ভূষণভূষণান্ম ॥” (ভাঃ ৩।২।১২) ; “কৃষ্ণের যতেক

নিত্যলীলা দ্বিপ্রকার, সান্ত্বর ও নিরন্তর,
যাহে মজে রসিকের মন ।

জন্মবৃদ্ধি, দৈত্যানাশ, মথুরা-দ্বারকা-বাস,
নিত্যলীলা সান্ত্বরে গণন ॥ ২ ॥

✓ দিবারাত্র অষ্টভাগে, ব্রজজন-অনুরাগে,
করে কৃষ্ণ লীলা নিরন্তর ।

তাহার বিরাম নাই, সেই নিত্যলীলা, ভাই,
ব্রহ্মরুদ্রশেষ-অগোচর ॥ ৩ ॥

জ্ঞান, যোগ কর যত, হয় তাহা দূরগত,
শুদ্ধরাগ-নয়নে কেবল ।

খেলা.....অনুরূপ ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২১।১০১) ॥ ১ ॥ নিত্য-
লীলা.....অগোচর—“যোগমায়া.....নিত্যলীলা হৈতে ॥”

সে লীলা রক্ষিত হয়, পরানন্দ বিতরয়,
হয় ভক্তজীবন-সম্বল ॥ ৪ ॥



সিদ্ধি-লালসা

[১]

কবে গৌরবনে, সুরধুনী-তটে,
“হা রাধে হা কৃষ্ণ” বলে’ ।

—(চৈঃ চঃ মঃ ২১।১০৩) ॥ ২-৩ ॥ জ্ঞান, যোগ.....
ভক্তজীবন-সম্বল—“কর্ষ, তপ,.....কৃষ্ণমাধুর্য্য হুলভ ॥”
(চৈঃ চঃ মঃ ২১।১১৯) ॥ ৪ ॥

‘সিদ্ধিলালসা’র দশটি সঙ্গীত আছে । প্রথম সঙ্গীতে পদকর্তা
শ্রীগোড়বন ও শ্রীব্রজবনের অভিন্নত্ব-দর্শনাকাজ্ঞা শিক্ষা দিয়াছেন ।
শ্রীগৌরবনে শ্রীরাধাবন দর্শন না হইলে শ্রীরাধাদাস্য লাভ হয় না ।
চিত্তে শ্রীগৌরবনের সেই স্বরূপক্ষুর্ভিই সিদ্ধির পরিচয় ।

রাধাকৃপা-বলে,

লভিব বা কবে,

কৃষ্ণপ্রেম-প্রকরণ ॥ ৩ ॥

যামুন-সলিল-

আহরণে গিয়া,

বুঝিব যুগলরস ।

প্রেমমুগ্ধ হ'য়ে,

পাগলিনীপ্রায়,

গাইব রাধার যশ ॥ ৪ ॥

[৩]

হেনকালে কবে,

বিলাসমঞ্জরী,

অনঙ্গমঞ্জরী আর ।

মাংসদর্শন ॥ ১ ॥ বৃষভানুপুরে কৃষ্ণপ্রেম-
 প্রকরণ—(১) সম্বন্ধ, (২) বয়স, (৩) নাম, (৪) রূপ, (৫)
 যুগ, (৬) বেশ, (৭) আঞ্জা, (৮) বাস, (৯) সেবা, (১০)
 পরাকাষ্ঠাখাস ও (১১) পাল্যদাসীভাব—এই এগারটি ভাব ।
 (জৈঃ ধঃ, ৩৯শ অঃ) ॥ ২-৩ ॥

আমারে হেরিয়া, অতি কৃপা করি'
বলিবে বচন সার ॥ ১ ॥

এস, এস, সখি ! শ্রীললিতা-গণে,
জানিব তোমারে আজ ।
গৃহকথা ছাড়ি' রাধাকৃষ্ণ ভজ,
ত্যজিয়া ধরম-লাজ ॥ ২ ॥

শ্রীললিতাগণ—“সাক্ষপ্রেমরসৈঃ মাং গণৈঃ ॥”
(ব্রজবিলাসস্তব, ২৯শ শ্লোক)—যিনি গাঢ় প্রেমরসে পরিপ্লুত
হইয়া প্রিয়তাদ্বারা প্রাগলভ্য লাভ করত প্রতিদিন ক্রমে প্রাণ-
প্রেষ্ট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাভিসার করাইয়া থাকেন এবং বৈদম্ব্য-
ক্রমে স্বীয় সখী শ্রীরাধিকাকে রসের সহিত মান শিক্ষা দেন, সেই
শ্রীললিতা আমাকে নিজগণে গ্রহণ করুন । ত্যজিয়া
ধরম-লাজ—“লোকধর্ম, বেদধর্ম.....প্রেমসেবন ॥”—(চৈঃ
চঃ আঃ ৪।১৬৭-১৬৯) । বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম ও দেহাত্মবোধজনিত

সে মধুর বাণী,

শুনিয়া এ জন,

সে দুঁহার শ্রীচরণে ।

আশ্রয় লইবে,

দুঁহে কৃপা করি',

লইবে ললিতা-স্থানে ॥ ৩ ॥

ললিতাসুন্দরী,

সদয় হইয়া,

করিবে আমারে দাসী ।

স্বকুঞ্জ-কুটীরে,

দিবেন বসতি,

জানি' সেবা-অভিলাষী ॥ ৪ ॥

✓ [৪]

পাল্যদাসী করি',

ললিতাসুন্দরী,

আমারে লইয়া কবে ।

কুল-মানাদির প্রতিষ্ঠা-সংরক্ষণে উদাসীন শ্রীবৃক্ষেন্দ্রিয়তর্পণকাম
হইয়া । ॥ ২ ॥

শ্রীবিশাখা-পদে,

সঙ্গীত শিথিব,

কৃষ্ণলীলা রসময় ।

শ্রীরতিমঞ্জরী,

শ্রীরসমঞ্জরী,

হইবে সবে সদয় ॥ ৩ ॥

পরম আনন্দে,

সকলে মিলিয়া,

রাধিকা-চরণে র'ব ।

এই পরাকাষ্ঠা,

সিদ্ধি কবে হ'বে,

পা'ব রাধা-পদাসব ॥ ৪ ॥

শ্রীবিশাখা-পদে সঙ্গীত শিথিব—“প্রণয়ললিতনর্শ-....
 বিশাখা ॥” (ব্রজবিলাসস্তব, ৩০শ শ্লোক)—যিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের
 প্রণয়-ললিত-কৌতুকের পাত্রী এবং যিনি সুদিব্য গানদ্বারা
 কোকিলের স্বরকে তুচ্ছীকৃত করিতেছেন, সেই শ্রীবিশাখা কৃপা
 করিয়া আমাকে সঙ্গীত-শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ৩ ॥

এমন সময়,

মুরলীর গান,

পশিবে এ দাসী-কাণে ।

আনন্দে মাতিব,

সকল ভুলিব,

শ্রীকৃষ্ণ-বংশীর গানে ॥ ৩ ॥

‘রাধে রাধে’ বলি’,

মুরলী ডাকিবে,

মদীয় ঈশ্বরী-নাম ।

শুনিয়া চমকি’,

উঠিবে এ দাসী,

কেমন করিবে প্রাণ ॥ ৪ ॥

✓ [৬]

নির্জন কুটারে,

শ্রীরাধাচরণ-

স্মরণে থাকিব রত ।

শ্রীরূপমঞ্জরী,

ধীরে ধীরে আসি’,

কহিবে আমায় কত ॥ ১ ॥

সাক্ষাৎ-দর্শন,

মধ্যাহ্ন-লীলায়,

রাধাপদ-সেবার্থিনী ।

যখন যে-সেবা,

করহ যতনে,

শ্রীরাধা-চরণে, ধনি ॥ ৪ ॥

সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না ॥ ৩ ॥ ধনি—[সং—ধন্য, স্ত্রী ধন্যা]
 ধন্যা, মেহপাত্রী; সাক্ষাৎ-দর্শন.....ধনি—পদকর্তা
 শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্বারসিকী সিদ্ধি এক মহা আশ্চর্য-
 ব্যাপার। তিনি সিদ্ধির লালসায় যেমনটি ইচ্ছা করিয়াছেন,
 যে লালসাময়ী গীতিটি গাহিয়াছেন, নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরজনের
 অপ্রকটলীলা প্রবেশের কালেও সেই সিদ্ধিলালসাটি মূর্তিমতী
 সিদ্ধিরূপে আত্ম প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীরাধাকুণ্ডাভিন্ন শ্রীগোক্রমে
 মধ্যাহ্ন-লীলায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রবেশ করিয়াছেন।
 “রাধাকুণ্ড-শ্রীগোক্রমে শ্রীরাধার সহ। বিহার-সময়ে তব পাদ-
 পদ্মে লহ ॥” (নঃ শঃ) ॥ ৪ ॥

[৭]

শ্রীরূপমঞ্জরী কবে মধুর বচনে ।

রাধাকুণ্ড-মহিমা বর্ণিবে সংগোপনে ॥ ১ ॥

এ চৌদ্দ ভুবনোপরি বৈকুণ্ঠ-নিলয় ।

তদপেক্ষা মথুরা পরমশ্রেষ্ঠ হয় ॥ ২ ॥

মাধুরমণ্ডলে রাসলীলাস্থান যথা ।

বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ অতি, শুন মম কথা ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণলীলাস্থল গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠতর ।

রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠতম সর্বশক্তিধর ॥ ৪ ॥

রাধাকুণ্ড-মহিমা ত' করিয়া শ্রবণ ।

লালায়িত হ'য়ে আমি পড়িব তখন ॥ ৫ ॥

সখীর চরণে কবে করিব আকুতি ।

সখী কৃপা করি' দিবে স্বারসিকী স্থিতি ॥ ৬ ॥

এ চৌদ্দ...শক্তিধর—শ্রীউপদেশামৃত, ৯ম শ্লোক দ্রঃ ॥২-৪॥

৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬

২২৯

সিদ্ধি-লালসা

[৮]

বরণে তড়িৎ,

বাস 'তারাভলী',

'কমলমঞ্জরী' নাম ।

সাড়ে বার বর্ষ,

বয়স সতত,

স্বানন্দ-সুখদ-ধাম ॥ ১ ॥

শ্রীকপূর-সেবা,

ললিতার গণ,

রাধা যুথেশ্বরী হন ।

মমেশ্বরী-নাথ,

শ্রীনন্দ-নন্দন,

আমার পরাগ-ধন ॥ ২ ॥

শ্রীকপমঞ্জরী

প্রভৃতির সম,

যুগল-সেবায় আশ ।

অবশ্য সেরূপ

সেবা পা'ব আমি

পরাকাষ্ঠা, সুবিশ্বাস ॥ ৩ ॥

লৌল্য ও তজ্জন্তু শ্রীগুরুদেবের কৃপা-প্রার্থনা এক কথা, আর “গুরুদেব আমাকে সিদ্ধপ্রণালী দিয়াছেন, আমার নাম অমুক মঞ্জরী”—ইহা জানাইয়া জগতের নিকট হইতে তদ্বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা আহরণ করা আর এক কথা। যে-ব্যক্তি সিদ্ধ-প্রণালী প্রাপ্ত হইয়া সত্যসত্যই ‘গুরুপ্রেষ্ঠ’ হইতে পারিয়াছেন, সেই ব্যক্তির বিষয়-পিপাসা, পুরুষাভিমান, মৎসরতা, গুরুদেবে জাতিবুদ্ধি, স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি ঘোল আনা আসক্তি কখনও থাকিতে পারে না। কপট করিয়া নিজেকে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের সমকক্ষ বলিয়া জগতে প্রচার করিতে গেলে সেই অপরাধের সীমা নাই। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর ‘শ্রীভক্তিসন্দর্ভে’র নিম্নলিখিত শিক্ষা লক্ষ্যন করেন নাই—“অত্র চ শ্রীগুরোঃ শ্রীভগবতো বা প্রসাদলক্ষ্য সাধন-সাধ্যগতং স্বীয়সর্বস্বভূতং যৎকিমপি রহস্যং, তত্ত্ব ন কস্মৈচিৎ প্রকাশনীয়ম্;” যথা—(ভাঃ ৮।১৭।২০) — “নৈতৎ পরস্মৈ আখ্যেয়ং পৃষ্টয়াপি কথঞ্চন। সর্বং সম্পদ্বতে দেবি দেবগুহ্যং হুসংবৃতম্ ॥” (ভক্তিসন্দর্ভ—৩৩৯ অনুঃ)—অর্থাৎ ইহার মধ্যে

[৯]

বৃষভানুসূতা-

চরণ-সেবনে,

হইব যে পাল্যদাসী ।

শ্রীরাধার সুখ,

সতত সাধনে,

রহিব আমি প্রয়াসী ॥ ১ ॥

শ্রীরাধার সুখে,

কৃষ্ণের যে সুখ,

জানিব মনেতে আমি ।

রাধাপদ ছাড়ি',

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে,

কভু না হইব কামী ॥ ২ ॥

শ্রীগুরু বা শ্রীভগবানের প্রসাদে সাধন-সাধ্যগত স্বীয় সর্বস্বভূত যে
রহস্য অবগত হওয়া যায়, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ্য নহে ।
যথা—‘হে দেবি ! কেহ জিজ্ঞাসা করিলেও এই তত্ত্ব অণুকে
বলিবে না । দেবগণের রহস্য সমস্ত সুগুপ্ত হইলেই ফলপ্রদ
হইয়া থাকে ।’ —[৮]

সখীগণ মম,

পরম সুহৃৎ,

যুগল-প্রেমের গুরু ।

ভদ্রনুগ হ'য়ে,

সেবিব রাধার,

চরণকল্পতরু ॥ ৩ ॥

রাধাপক্ষ ছাড়ি',

যে-জন সে-জন,

যে-ভাবে সে-ভাবে থাকে ।

শ্রীরাধার স্মৃতে...কামী—“তুমি রাধিকার অনুচরী, তাঁহার সেবাই তোমার সেবা। তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিঃস্বর্গে কৃষ্ণসন্নিধানে গেলে কৃষ্ণ যদি তোমার প্রতি রতি প্রকাশ করেন, তুমি তাহা স্বীকার করিবে না—তুমি রাধিকার দাসী, রাধিকার অনুমতি ব্যতীত কৃষ্ণসেবা স্বতন্ত্রা হইয়া করিবে না। রাধাবৃক্ষে সমান স্নেহ রাখিয়াও রাধিকার দাস্ত্র-প্রেমে কৃষ্ণের দাস্ত্রপ্রেম অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ করিবে,—ইহারই নাম ‘সেবা’। শ্রীরাধার অষ্টকালীন সেবাই তোমার সেবা।” (জৈঃ ধঃ, ৩২শ অঃ) ॥ ২ ॥

আমি ত' রাধিকা-

পক্ষপাতী সদা,

কভু নাহি হেরি তাঁ'কে ॥ ৪ ॥

[১০]

শ্রীকৃষ্ণবিরহে,

রাধিকার দশা,

আমি ত' সহিতে নারি ।

যুগলমিলন-

স্বখের কারণ,

জীবন ছাড়িতে পারি ॥ ১ ॥

রাধিকাচরণ,

ত্যজিয়া আমার,

ক্ষণেকে প্রলয় হয় ।

রাধিকার তরে

শতবার মরি,

সে-দুঃখ আমার সয় ॥ ২ ॥

এ হেন রাধার,

চরণযুগলে,

পরিচর্যা পা'ব কবে ।

হা হা ব্রজ-জন,

মোরে দয়া করি',

কবে ব্রজবনে ল'বে ॥ ৩ ॥

বিলাসমঞ্জরী, (স্বকথ্য)

(কোনো) অনঙ্গমঞ্জরী,

শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী আর ।

আমাকে তুলিয়া,

লহ নিজপদে,

দেহ মোর সিদ্ধি সার ॥ ৪ ॥

শ্রীরাধাষ্টক

[১]

রাধিকাচরণ-পদ্য,

সকল শ্রেয়ের সদ্য,

যতনে যে নাহি আরাধিল ।

রাধাপদ্মাস্কিত-ধাম,

বৃন্দাবন যা'র নাম,

তাহা যে না আশ্রয় করিল ॥ ১ ॥

রাধিকাভাব-গস্তীর- চিত্ত যেবা মহাধীর-
গণ-সঙ্গ না কৈল জীবনে ।

কেমনে সে শ্যামানন্দ- রসসিন্ধু-স্নানানন্দ,

লভিবে বুঝি একমনে ॥ ২ ॥

রাধিকা উজ্জ্বলরসের আচার্য্য ।

রাধামাধব-শুদ্ধপ্রেম বিচার্য্য ॥ ৩ ॥

যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে ।

সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্যরতনে ॥ ৪ ॥

রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে ।

রাধার দাসীর কৃষ্ণ, সর্ববেদে বলে ॥ ৫ ॥

রাধিকাচরণপদ্ম.....একমনে—“অনারাধ্য রাধা-
পদাস্তোজরেণুমনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাক্ষাম্ । অসস্তাঘ্য
তদ্ভাবগস্তীরচিত্তান্ কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসশ্চাবগাহঃ ॥” (স্তবাবলী-
ধৃত স্বঃ প্রঃ স্তোঃ, ১ম শ্লোক) ॥ ১-২ ॥

তাহে এক স্বর্ণময়ী, লতা সর্বধাম-জয়ী,
উঠিয়াছে পরমপাবনী ।

হ্লাদিনীশক্তির সার, 'মহাভাব' নাম যা'র,
ত্রিভুবনমোহন-মোহিনী ॥ ৩ ॥

'রাধা'-নামে পরিচিত, তুমিয়া গোবিন্দ-চিত,
বিরাজয়ে পরম-আনন্দে ।

সেই লতা-পত্রফুল, ললিতাদি সখীকুল,
সবে মিলি' বৃক্ষে দৃঢ় বান্ধে ॥ ৪ ॥

লতার পরশে প্রফুল্ল তমাল ।
লতা ছাড়ি' নাহি রহে কোনকাল ॥ ৫ ॥

তমাল ছাড়িয়া লতা নাহি বাঁচে ।
সে লতা-মিলন সদাকাল যাচে ॥ ৬ ॥

ভকতিবিনোদ মিলন দৌহার ।

না চাহে কখন বিনা কিছু আর ॥ ৭ ॥

[৩]

রমণী-শিরোমণি,

বৃষভানু-নন্দিনী,

নীলবসন-পরিধানা ।

ছিন্ন-পুরট জিনি',

বর্ণ-বিকাশিনী,

বন্ধকবরী হরিপ্রাণা ॥ ১ ॥

আভরণ-মণ্ডিতা,

হরিরস-পণ্ডিতা,

তিলক-সুশোভিত-ভালা ।

কঞ্চুলিকাচ্ছাদিতা,

স্তনমণি-মণ্ডিতা,

কজ্জলনয়নী রসালা ॥ ২ ॥

ছিন্ন-পুরট—স্বর্ণখণ্ড । বন্ধকবরী—বন্ধবেণী ॥ ১ ॥

ভালা—ললাটদেশ ।

কঞ্চুলিকা—কাঁচুলি ॥ ২ ॥

সকল ত্যজিয়া সে-রাধা-চরণে ।

দাসী হ'য়ে ভজ পরম-যতনে ॥ ৩ ॥

সৌন্দর্য্য-কিরণ দেখিয়া যাঁহার ।

রতি-গৌরী-লীলা-গর্ব্ব-পরিহার ॥ ৪ ॥

শচী-লক্ষ্মী-সত্যা সৌভাগ্য-বলনে ।

পরাজিত হয় যাঁহার চরণে ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণবশীকারে চন্দ্রাবলী-আদি ।

পরাজয় মানে হইয়া বিবাদী ॥ ৬ ॥

সৌন্দর্য্য-কিরণ বিবাদী — “রতিং গৌরীলীলে
 অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ শচী-লক্ষ্মীসত্যাঃ পরিভবতি
 সৌভাগ্যবলনৈঃ । বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখনবীনব্রজসতীঃ ক্ষিপত্যা-
 রাদ্ যা তাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ ॥” (মঃ শিঃ, ১০ম
 শ্লোক) ॥ ৪-৬ ॥

হরিদয়িত-রাধা-চরণপ্রয়াসী ।

ভকতিবিনোদ শ্রীগোক্রমবাসী ॥ ৭ ॥

[৪]

রসিকনাগরী-

গণ-শিরোমণি,

কৃষ্ণপ্রেম-সরহংসী ।

বৃষভানুরাজ-

শুদ্ধকল্পবল্লী,

সর্বলক্ষ্মীগণ-অংশী ॥ ১ ॥

রক্ত পটুবস্ত্র,

নিতম্ব-উপরি,

ক্ষুদ্র ঘণ্টী তুলে তায় ।

রসিকনাগরী সর্বলক্ষ্মীগণ-অংশী —

“রসবলিতমৃগাক্ষীমৌলিমাণিক্যালক্ষ্মীঃ প্রমুদিতমুরবৈরিপ্রেমবাপী-
মরালী । ব্রজবরবৃষভানোঃ পুণ্যগীর্বাণবল্লী স্পয়তি নিজদাস্ত্রে
রাধিকা মাং কদা নু ॥” (শ্রীরাধিকাষ্টকম্—১) ॥ ১ ॥

হেরি' শঙ্কাকুল,

নয়ন-ভঙ্গিতে,

আদরেতে স্তব করে ॥ ৪ ॥

ব্রজের মহিলা-

গণের পরাগ,

যশোমতী-প্রিয়পাত্রী ।

ললিত-ললিতা-

স্নেহেতে প্রফুল্ল-

শরীরা ললিতগাত্রী ॥ ৫ ॥

বিশাখার সনে,

বনফুল তুলি',

গাঁথে বৈজয়ন্তী-মালা ।

বনান্তে আগত স্তব করে— “অতিচটুলতরং
 তং কাননান্তুমিলন্তং ব্রজনৃপতিকুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী ।
 মধুরমৃদুবচোভিঃ সংস্বতা নেত্রভঙ্গ্যা স্পয়তি নিজদাশ্রে রাধিকা
 মাং কদা নু ॥” (শ্রীরাধিকাষ্টকম্ — ৪) ॥ ৪ ॥ ব্রজের
 মহিলা-.....ললিতগাত্রী— “ব্রজকুলমহিলানাং প্রাগভূতা-
 ধিলানাং পশুপপতিগৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্ । স্থললিত-

সকল-শ্রেয়সী,

কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতা,

পরমপ্রেয়সী বালা ॥ ৬ ॥

স্নিগ্ধ বেণুরবে,

দ্রুতগতি যাই,

কুঞ্জে পে'য়ে নটবরে ।

হসিত-নয়নী,

নম্রমুখী সতী,

কর্ণকণ্ঠয়ন করে ॥ ৭ ॥

ললিতান্তঃস্নেহফুল্লান্তরাঙ্গা স্পয়তি নিজদাম্বে রাধিকা মাং
 কদা নু ॥” (শ্রীরাধিকাষ্টকম্—৫) ॥ ৫ ॥ বিশাখার সনে
বাল্য—“নিরবধি সবিশাখা শাখিযুধপ্রসূনৈঃ স্রজমিহ
 রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে । অঘবিজয়বরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা
 স্পয়তি নিজদাম্বে রাধিকা মাং কদা নু ॥” (শ্রীরাধিকাষ্টকম্
 —৬) ॥ ৬ ॥ স্নিগ্ধ বেণুরবে কর্ণকণ্ঠয়ন
 করে—“প্রকটিনিজবাসং স্নিগ্ধবেণুপ্রণাদৈদ্রুতগতি হরিমারাং
 প্রাপ্য কুঞ্জে স্নিতাক্ষী । শ্রবণকুহরকণ্ঠং তবতী নম্রবক্ত্রা স্পয়তি

স্পর্শিয়া কমল,

বায়ু সুশীতল,

করে যবে কুণ্ডনীর ।

নিদাঘে তথায়,

নিজগণ-সহ,

তুষয়ে গোকুল-বীর ॥ ৮ ॥

ভকতিবিনোদ,

রূপ-রঘুনাথে,

কহয়ে চরণে ধরি' ।

হেন রাধা-দাস্ত,

সুধীর সম্পদ,

কবে দিবে কৃপা করি' ॥ ৯ ॥

নিজদাশ্চে রাধিকা মাং কদা নু ॥” (শ্রীরাধিকাষ্টকম্—৭)

॥ ৭ ॥ স্পর্শিয়া কমল গোকুলবীর—“অমল-

কমলরাজিস্পর্শিবাতপ্রশীতে নিজসরসি নিদাঘে সায়মুলাসিনীয়ম্ ।

গরিজনগণবুজ্জা ক্রৌড়য়ন্তী বকারিং স্পয়তি নিজদাশ্চে রাধিকা

মাং কদা নু ॥” (শ্রীরাধিকাষ্টকম্—৮) ॥ ৮ ॥

[৫]

মহাভাব-চিন্তামণি- উদ্ভাবিত তনুখানি,
 সখীপ্রীতি-সজ্জ-প্রভাবতী ।

কারুণ্য, তারুণ্য আর, লাবণ্য-অমৃতধার,
 তাহে স্নাতা লক্ষ্মীজয়ী সতী ॥ ১ ॥

লজ্জা-পটুবস্ত্র যাঁ'র, সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম-সার,
 কস্তুরী-চিত্রিত কলেবর ।

কম্পাশ্রু-পুলক-রঙ্গ- স্তম্ভ-স্বেদ-স্বরভঙ্গ-
 জাড্যোন্মাদ নবরত্নধর ॥ ২ ॥

মহাভাব-চিন্তামণি সতী— “মহাভাবো-
 জ্জলচ্চিত্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাম্ । সখীপ্রণয়সদৃগন্ধবরোদ্ধর্ভন-
 স্প্রভাম্ ॥ কারুণ্যামৃতবীচিভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া । লাবণ্যামৃত-
 বস্ত্রাভিঃ স্নপিতাং স্নপিতেন্দিরাম্ ॥” (প্রঃ মঃ স্তঃ—১, ২) ॥ ১ ॥

লজ্জা-.....নবরত্নধর—“হীপটুবস্ত্রগুপ্তাস্ত্রীং সৌন্দর্য্যযুস্মগা-

পঞ্চবিংশতিক-গুণ-

ফুলমালা-সুশোভন,

ধীরাধীর-ভাব-পটুবাসা ।

পিহিত-মানধম্মিলা,

সৌভাগ্য-তিলকোজ্জ্বলা,

কৃষ্ণনামঘণঃকর্ণোল্লাসা ॥ ৩ ॥

রাগতাম্বুলিত-ওষ্ঠ,

কৌটিল্য-কজ্জল-স্পর্শ,

স্মিতকপূরিত-নম্মশীলা ।

কিতাম্ । শ্যামলোজ্জ্বলকস্তুরীবিচিত্রিতকলেবরাম্ ॥ কম্পাশ্রুপুলক-
 স্তম্ভশ্বেদগদগদরক্ততা । উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভি-
 রুত্তমৈঃ ॥” (প্রেঃ মঃ স্তঃ—৩, ৪) ॥ ২ ॥ পঞ্চবিংশতিক-
 কৃষ্ণনামঘণঃকর্ণোল্লাসা—“কণ্ডালকৃতিসংশ্লিষ্টাং
 গুণালীপুষ্পমালিনীম্ । ধীরাধীরাহুসহাসপটবাসৈঃ পরিষ্কৃতাম্ ॥
 প্রচ্ছন্নমানধম্মিলাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাম্ । কৃষ্ণনামঘণঃশ্রাব-
 বতংসোল্লাসিকর্ণিকাম্ ॥” (প্রেঃ মঃ স্তঃ—৫, ৬) ॥ ৩ ॥

কীর্ত্তিযশ-অস্তঃপুরে, গর্ভ-খট্টোপরি স্ফুরে,
 তুলিত-প্রেমবৈচিত্র্যমালা ॥ ৪ ॥

প্রণয়রোষ-কঞ্চুলী- পিহিত-স্তনযুগ্মকা,
 চন্দ্রাজয়ী কচ্ছপী-রবিণী ।

সখীদ্বয়স্কন্ধে লীলা- করাম্বুজার্পণশীলা,
 শ্যামা শ্যামামৃত-বিতরণী ॥ ৫ ॥

রাগতাম্বুলিত- ...প্রেমবৈচিত্র্যমালা—“রাগতাম্বুল-
 র্ত্তৌষ্ঠিঃ প্রেমকৌটিল্যকজ্জলাম্ । নগ্নভাষিতনিঃশব্দস্মিতকপূর-
 বাসিতাম্ ॥ সৌরভাস্তঃপুরে গর্ভপর্ধ্যঙ্কোপরি লীলয়া । নিবিষ্টাং
 প্রেমবৈচিত্র্যবিচলত্তরলাক্ষিতাম্ ॥ (প্রেঃ মঃ স্তঃ—৭, ৮) ॥ ৪ ॥

প্রণয়রোষ শ্যামামৃত-বিতরণী—“প্রণয়ক্রোধ-
 সচ্চোলিবন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাম্ । সপত্নীবক্তৃহৃচ্ছাষিষশঃশ্রীকচ্ছপী-
 রবাম্ ॥ মধ্যতাম্বুসখীস্কন্ধলীলাশ্রুতকরাম্বুজাম্ । শ্যামাং শ্যামম্বরা-
 মোদমধুলীপরিবেশিকাম্ ॥” (প্রেঃ মঃ স্তঃ—৯, ১০) ॥ ৫ ॥

এ-হেন রাধিকা-পদ, তোমাদের সুসম্পদ,
 দস্তে তৃণ যাচে তব পায় ।

এ ভক্তিবিনোদ দীন, রাধা-দাস্তামৃতকণ,
 রূপ-রঘুনাথ ! দেহ তায় ॥ ৬ ॥

[৬]

বরজ-বিপিনে যমুনা-কূলে ।
 মঞ্চ মনোহর শোভিত ফুলে ॥ ১ ॥
 বনম্পতি-লতা তুষয়ে আঁখি ।
 তদুপরি কত ডাকয়ে পাখী ॥ ২ ॥
 মলয় অনিল বহয়ে ধীরে ।
 অলিকুল মধু-লোভেতে ফিরে ॥ ৩ ॥
 বাসন্তীয়-রাকা-উড়ুপ তদা ।
 কোমুদী বিতরে আদরে সদা ॥ ৪ ॥

এমত সময়ে রসিকবর ।

আরস্তিল রাস মুরলীধর ॥ ৫ ॥

শতকোটি গোপী-মাঝেতে হরি ।

রাধা-সহ নাচে আনন্দ করি' ॥ ৬ ॥

মাধব-মোহিনী গাইয়া গীত ।

হরিল সকল জগত-চিত ॥ ৭ ॥

স্বাবর-জঙ্গম মোহিলা সতী ।

হারাওল চন্দ্রাবলীর মতি ॥ ৮ ॥

মথিয়া বরজ-কিশোর-মন ।

অন্তরিত হয় রাধা তখন ॥ ৯ ॥

ভকতিবিনোদ পরমাদ গণে ।

রাস ভাঙ্গল (আজি) রাধা-বিহনে ॥ ১০ ॥

রাকা—পূর্ণিমা তিথি । উড়ুপ—চন্দ্র । কোমুদী—
জ্যোৎস্না ॥ ৪ ॥

[৭]

শতকোটি গোপী মাধব-মন ।

রাখিতে নারিল করি' যতন ॥ ১ ॥

বেণুগীতে ডাকে 'রাধিকা'-নাম ।

'এস, এস, রাধে !' ডাকয়ে শ্যাম ॥ ২ ॥

ভাঙ্গিয়া শ্রীরাসমণ্ডল তবে ।

রাধা-অশ্বেষণে চলয়ে যবে ॥ ৩ ॥

'দেখা দিয়া, রাধে, রাখহ প্রাণ ।'

বলিয়া কাঁদয়ে কাননে কান ॥ ৪ ॥

নির্জর্জন-কাননে রাধারে ধরি' ।

মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি ॥ ৫ ॥

কান—কানাই, শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৪ ॥

বলে,—“তুহঁ বিনা কাহার রাস ?
তুহঁ লাগি’ মোর বরজ-বাস” ॥ ৬ ॥

এ হেন রাধিকা-চরণতলে ॥

ভকতিবিনোদ কাঁদিয়া বলে ॥ ৭ ॥

“তুয়া গণ-মাঝে আমারে গণি’ ।

কিঙ্করী করিয়া রাখ’ আপনি” ॥ ৮ ॥

[৮]

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা ।

কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা ॥ ১ ॥

আতপ-রহিত সূরষ নাহি জানি ।

রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি ॥ ২ ॥

কেবল মাধব পূজয়ে, সো অজ্ঞানী ।

রাধা-অনাদর করই অভিমানী ॥ ৩ ॥

কবঁহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ ।

চিতে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-রঙ্গ ॥ ৪ ॥

রাধিকা-দাসী যদি হোয় অভিমান ।

শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী ।

রাধিকা-পদরজ পূজয়ে মানি ॥ ৬ ॥

উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী ।

রাধা-অবতার সবে,—আন্নায়-বাণী ॥ ৭ ॥

হেন রাধা-পরিচর্যা যাঁকর ধন ।

ভকতিবিনোদ তাঁ'র মাগয়ে চরণ ॥ ৮ ॥

ভেলা—হইল ॥ ১ ॥ আতপ-রহিত—কিরণশূন্য ।

সুরয—সূর্য ॥ ২ ॥ কবঁহি—কখনও । তাঁকর—

তাঁহার । ইচ্ছসি—ইচ্ছা কর ॥ ৪ ॥ আন্নায়-বাণী—

বেদ-বাক্য ॥ ৭ ॥ চরণ—‘শরণ’ (পাঃ লিঃ) ॥ ৮ ॥

(পরিশিষ্ট)

ভোজন-লালসে, রসনে আমার,
শুনহ বিধান মোর ।

শ্রীনাম-যুগল- রাগ-সুধারস,
খাইয়া থাকহ ভোর ॥ ১ ॥

নবসুন্দর-পীযুষ 'রাধিকা'-নাম ।

অতিমিষ্ট মনোহর তর্পণ-ধাম ॥ ২ ॥

'কৃষ্ণ'-নাম মধুরাদ্বিত গাঢ়-তুঙ্গে ।

অতীব যতনে কর মিশ্রিত লুকে ॥ ৩ ॥

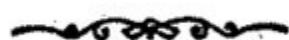
সুরভি-রাগ, হিম-রম্য তাঁহি আনি' ।

অহরহঃ পান করহ সুখ জানি' ॥ ৪ ॥

নাহি রবে, রসনে, প্রাকৃত-পিপাসা ।

অদ্বিত রস তুয়া পুরাওব আশা ॥ ৫ ॥

দাস রঘুনাথ-পদে ভকতিবিনোদ ।
 যাচই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নাম-প্রমোদ ॥ ৬ ॥



কার্পণ্য-পঞ্জিকা

বা

বিজ্ঞপ্তি-নিবেদন

আমি অতি দীনমতি, ব্রজকুঞ্জে নিবসতি,

রাধাকৃষ্ণ-যুগল-চরণে ।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া আজ, ছাড়ি' সব লোকলাজ,

নিবেদিব যত আছে মনে ॥ ১ ॥

রসনে—রসনা বা জিহ্বা (সম্বোধনে) ॥ ১ ॥ পীযুষ

—অমৃত । তর্পণ-ধাম—তৃপ্তির আধার ॥ ২ ॥

তুমি কৃষ্ণ নীলমণি, নব-মেঘপ্রভা জিনি',
 ব্রজানন্দ কর বিতরণ ।

তুমি রাধে নবগৌরী, গোরোচনা-গর্ব্ব হরি',
 ব্রজে হর কৃষ্ণচন্দ্র-মন ॥ ২ ॥

তুমি কৃষ্ণপীতাম্বরে, পরাজিয়া কার্ত্তস্বরে,
 ব্রজবনে নিত্যকেলিরত ।

তুমি রাধে নীলাম্বরী, পলাশের গর্ব্ব হরি',
 কৃষ্ণকেলি-সহায় সতত ॥ ৩ ॥

আমি অতি যত আছে মনে—“তিষ্ঠন্
 বৃন্দাটবীকুঞ্জে বিজ্ঞপ্তিং বিদধাত্যসৌ । বৃন্দাটবীশয়োঃ পাদপদ্মেষ্ণু
 কৃপণো জনঃ ॥” (সুবমালা-ধৃত কাঃ পঃ স্তোঃ—১) ॥ ১ ॥

তুমি কৃষ্ণ.....কৃষ্ণচন্দ্র-মন—“নবেন্দীবরসন্দোহসৌন্দর্য্যা-
 স্কন্দনপ্রভম্ । চারুগোরোচনাগর্ব্বগৌরবগ্রাসিগৌরভাম্ ॥” (কাঃ
 পঃ স্তোঃ—২) ॥ ২ ॥ তুমি কৃষ্ণ.....সতত—“শাতকুস্ত-

তুমি কৃষ্ণ হরিন্মণি, যুবাবৃন্দ-শিরোমণি,
রাধিকা তোমার প্রাণেশ্বরী ।

ব্রজাঙ্গনা-শিরঃশোভা, ধম্মিল্ল-মল্লিকা-প্রভা,
তুমি রাধে কৃষ্ণপ্রিয়ঙ্করী ॥ ৪ ॥

রমাপতি-শোভা জিনি', কৃষ্ণ ! তব রূপখানি,
জগৎ মাতায় ব্রজবনে ।

রমা জিনি' ব্রজাঙ্গনা- গগনমধ্যে সুশোভনা,
তুমি রাধে কৃষ্ণচিত্তাঙ্গনে ॥ ৫ ॥

কদম্বশ্রীবিড়ম্বিস্কুরদম্বরম্ । হরতা কিংশুকস্যাংশুনংশুকেন

বিরাজিতাম্ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—৩) ॥ ৩ ॥ তুমি কৃষ্ণ.....

কৃষ্ণপ্রিয়ঙ্করী—“সর্বকেশরবধূন্দচূড়ারূঢ়হরিন্মণিম্ । গোষ্ঠা-
শেষকিশোরীণাং ধম্মিল্লোত্তংসমল্লিকাম্ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—৪)

॥ ৪ ॥ রমাপতি..... কৃষ্ণচিত্তাঙ্গনে—“শ্রীশমুখ্যায়-
রূপাণাং রূপাতিশয়বিগ্রহম্ । রমোজ্জলব্রজবধুব্রজবিন্মাপি-

তবাজ্জ-সৌরভকণ, বংশীগীত অনুক্ষণ,

ওহে কৃষ্ণ ! রাধা-মন হরে ।

রাধে ! অঙ্গগন্ধ তব, তোমার সুবীণারব,

কৃষ্ণচিত্ত উন্মাদিত করে ॥ ৬ ॥

তোমার চপলেক্ষণ, হরে রাধা-ধৈর্যধন,

তুমি কৃষ্ণ চৌরশিরোমণি ।

বাঁকা দৃষ্টি-ভঙ্গী তব, শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়াসব,

তুমি রাধে কলাবতী ধনী ॥ ৭ ॥

সৌষ্ঠবাম্ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—৫) ॥ ৫ ॥ তবাজ্জ-.....

উন্মাদিত করে—“সৌরভ্যাহতগান্ধকং গন্ধোন্মাদিত-

মাধবাম্ । রাধারোধনবংশীকং মহতীমোহিতাচ্যুতাম্ ॥” (কাঃ পঃ

স্তোঃ—৬) ॥ ৬ ॥ তোমার.....কলাবতী ধনী—

“রাধাধৃতিধনস্তেনলোচনাঞ্চলচাপলম্ । দৃগঞ্চলকলাভৃঙ্গীদষ্টকৃষ্ণ-

পরিহাসে রাধিকার, কথা নাহি সরে যা'র,
তুমি কৃষ্ণ নটকুলগুরু ।

কৃষ্ণ-নন্দ্য-উক্তি শুনি', রোমাঞ্চিত তনুখানি,
তব রাধে রসকল্পতরু ॥ ৮ ॥

অপ্রাকৃত-গুণমণি- বিনির্মিত-গিরিশ্রেণী,
তুমি কৃষ্ণ সর্বগুণময় ।

উমাদি-রমণীজন- বাঞ্ছনীয় গুণগণ,
রাধে, তব স্বাভাবিক হয় ॥ ৯ ॥

হৃদযুজাম্ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—৭) ॥ ৭ ॥ পরিহাসে ...

রসকল্পতরু—“রাধাগূঢ়পরিহাসপ্রোঢ়িনির্বচনীকৃতম্ । ব্রজেন্দ্র-
মৃতনন্দোত্তিরোমাঞ্চিততনুলতাম্ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—৮) ॥ ৮ ॥

অপ্রাকৃত..... স্বাভাবিক হয়—“দিব্যসদগুণমণিক্য-
শ্রেণীরোহণপর্বতম্ । উমাদিরমণীবৃহস্পৃহণীয়গুণোৎকরাম্ ॥”

আমি অতি মন্দমতি, করি হে কাকুতি-নতি,
নিষ্কপটে এ প্রার্থনা করি ।

বৃন্দাবন-অধীশ্বর, তুমি কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর,
তুমি রাধে ব্রজবনেশ্বরী ॥ ১০ ॥

তোমাদের কৃপা পাই, এরূপ যোগ্যতা নাই,
যদিও আমার ব্রজবনে ।

তুঁহে মহাকৃপাময়, জানি' কৈনু পদাশ্রয়,
কৃপা কর এ অধম জনে ॥ ১১ ॥

—(কাঃ পঃ স্তোঃ—৯) ॥ ৯ ॥ আমি……ব্রজবনেশ্বরী—

“ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনাধীশ ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনেশ্বরি । কাকুতিবন্দমানোহয়ং
মন্দঃ প্রার্থয়তে জনঃ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—১০) ॥ ১০ ॥

তোমাদের …… অধম জনে—“যোগ্যতা মে ন কাচি-
দ্বাং কৃপালাভায় যত্নপি । মহাকৃপালুমৌলিত্বাতুথাপি কুরুতঃ

কেবল অযোগ্য নহি, অপরাধী আমি হই,

তথাপি করহ কৃপা দান ॥

লোকে কৃপাবিষ্ট জন, ক্রমে অপরাধগণ,

তুমি দুঁহে মহা-কৃপাবান্ ॥ ১২ ॥

কৃপাহেতু ভক্তিসার, লেশাভাস নাহি তা'র,

কৃপা-অধিকারী নহি আমি ।

দুঁহে মহালীলেশ্বর, হঞা সেই লীলাপর,

কৃপা কর ব্রজজন-স্বামি ॥ ১৩ ॥

কৃপাম্ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—১১) ॥ ১১ ॥ কেবল.....

মহাকৃপাবান্—“অযোগ্যে সাপরাধেইপি দৃশুন্তে কৃপয়া-

কুলাঃ । মহাকৃপালবো হস্ত লোকে লোকেশবন্দিতৌ ॥” (কাঃ

পঃ স্তোঃ—১২) ॥ ১২ ॥ কৃপাহেতু স্বামি—

“ভক্তেবাং করুণাহেতোর্লেণাভাসোইপি নাস্তি মে । মহালীলে-

ধরতয়া তদপ্যত্র প্রসীদতম্ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—১৩) ॥ ১৩ ॥

সুদুষ্ক অভক্ত জনে, শিবাদি দেবতাগণে,
 প্রসন্ন হইল কৃপা করি' ।

মহালীল সর্বেশ্বর, দুঁছ মম প্রাণেশ্বর,
 দয়া কর' দোষ পরিহরি' ॥ ১৪ ॥

অধমে উত্তম মানি, মৃঢ়, বিজ্ঞ-অভিমানী,
 দুষ্ক হঞা শিষ্ট-অভিমান ।

এই দোষে দোষী হঞা, গেল চিরদিন বঞা,
 না করিনু ভজন-বিধান ॥ ১৫ ॥

তথাপি এ দীন-জনে, যদি নাম-উচ্চারণে,
 নামাভাস করিল জীবনে ।

সুদুষ্ক.....পরিহরি'—“জনে দুষ্টেহপ্যভক্তেহপি প্রসীদন্তো
 বিলোকিতাঃ । মহালীলা মহেশাশ্চ হা নাথো বহবো ভুবি ॥”
 (কাঃ পঃ স্তোঃ—১৪) ॥ ১৪ ॥ অধমে.....বিধান—
 “অধমোহপ্যুত্তমং মত্বা স্বমজ্জোহপি মনীষিণম্ । শিষ্টং দুষ্টোহপ্যস্বং

সর্বদোষ-নিবারণ, দুঃস্থ-নাম-সংজ্ঞান-
 প্রসাদে প্রসীদ দুই জনে ॥ ১৬ ॥

ভক্তি-লবমাত্রে ক্ষয়, সর্ব অপরাধ হয়,
 ক্ষমাশীল দুঃস্থের কৃপায় ।

এই আশা মনে ধরি', চরণে প্রার্থনা করি,
 শোধ দোষ ক্ষমিয়া আমায় ॥ ১৭ ॥

সাধন-সম্পত্তিহীন, ওহে এই জীব দীন,
 অতিকষ্টে ধ্বংসতার ছার ।

জন্তুর্মন্তুং ব্যধিত যতপি ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—১৫) ॥১৫॥ তথাপি

.....দুই জনে—“তথাপ্যান্মিন্ কদাচিদ্ধামধীশৌ নামজ্ঞানি ।

অবগুবৃন্দনিস্তারি-নামাভাসৌ প্রসীদতম্ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—

১৬) ॥ ১৬ ॥ ভক্তিলব-মাত্রে.....আমায়—“যদক্ষম্যং

নৃধুবরোঃ সকৃদ্ভক্তিলবাদপি । তদাগঃ কাপি নাস্ত্যেব কৃত্বাশাং

দুঁ ছ-পাদ-নিপতিত, প্রার্থনা করয়ে হিত,
 প্রসন্নতা হউক দোঁহার ॥ ১৮ ॥

দন্তে তৃণ ধরি' হায়, কাঁদিতেছে উভরায়,
 এই পাপী কম্পিত-শরীর ।

'হা নাথ, হা নাথ' বলি', হ'য়ে আজ কৃতাজলি,
 প্রসাদ অর্পিয়া কর স্থির ॥ ১৯ ॥

এ দুর্ভাগা 'হা হা' স্বরে, প্রসাদ প্রার্থনা করে,
 অনুতাপে গড়াগড়ি যায় ।

প্রার্থয়ে ততঃ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—১৭) ॥ ১৭ ॥ সাধন-
 সম্পত্তিহীন.....দোঁহার—“হন্ত ক্লীবোহপি জীবোহয়ং
 নীতঃ কষ্টেন ধৃষ্টতাম্ । মুহঃ প্রার্থয়তে নাথো প্রসাদঃ
 কোহপ্যদধতু ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—১৮) ॥ ১৮ ॥ দন্তে
 তৃণ.....কর স্থির—“এষ পাপী রুদন্নু চৈরাদায় রদনৈস্তৃণম্ ।
 হা নাথো নাথতি প্রাণী সীদত্যত্র প্রসীদতম্ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ

হে রাধে ! হে কৃষ্ণচন্দ্র ! শুন মম কাকুবাদ,

তুহঁ কৃপা বিনা প্রাণ যায় ॥ ২০ ॥

ফুৎকার করিয়া কাঁদে, 'আহা আহা' কাকুনাদে,

বলে,—হও প্রসন্ন আমায় ।

এই ত' অযোগ্য-জনে, কৃপা কর নিজ-গুণে,

করুণাসাগর, রাখ পায় ॥ ২১ ॥

মুখেতে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া, উচ্চৈঃস্বরে আৰ্ত্ত হঞা,

কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, নাথ !

—১৯) ॥ ১৯ ॥ এ দুর্ভাগা.....প্রাণ যায়—“হা হা

রাবমসৌ কুর্ক্বন্ দুর্ভগো ভিক্ষতে জনঃ । এতাং মে শৃণুতং কাকুং
কাকুং শৃণুতমীশ্বরৌ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—২০) ॥ ২০ ॥

ফুৎকার..... রাখ পায়—“যাচে ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য হা হা

কাকুভিরাকুলঃ । প্রসীদতমযোগ্যেহপি জনেহস্মিন্ করুণার্ণবৌ ॥”

করুণা-কণিকাদানে, রক্ষা কর মোর প্রাণে,
কর এই দীনে আত্মসাথ ॥ ২২ ॥

এই তব মৃতজন, দীনবাক্যে সক্রন্দন,
প্রার্থনা করয়ে দৃঢ়মনে ।

হে করুণা-সুনিধান, অনুগতি কর দান,
করুণোন্মিচ্ছটা ব্রজবনে ॥ ২৩ ॥

ভাব চিত্তসুখকর, যত আছে সুমধুর,
প্রকটাপ্রকট-লীলাস্থলে ।

—(কাঃ পঃ স্তোঃ—২১) ॥ ২১ ॥ মুখেতে.....আত্মসাথ—

“ক্রোশত্যাৰ্ভুস্বরৈরাস্যে গুণ্যাস্তৃষ্ঠমসৌ জনঃ । কুরুতং কুরুতং
নাথৌ করুণাকণিকামপি ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—২২) ॥ ২২ ॥

এই তব.....ব্রজবনে—“বাচেহ দীনয়া যাচে সাক্রন্দমতি-
বন্দধীঃ । কিরতং করুণস্বাস্তৌ করুণোন্মিচ্ছটামপি ॥” (কাঃ

রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমসার, সকলের সারাৎসার,
সেই ভাব যেই কৃপাবলে ॥ ২৪ ॥

যদি এ দাসীর প্রতি, প্রসন্ন করুণামতি,
দুঁহু-পদসেবা কর দান ।

আর কিছু নাহি চাই, যুগল-চরণ পাই,
শীতল হউক মোর প্রাণ ॥ ২৫ ॥

অনাথ-বৎসল তুমি, অধম অনাথ আমি,
তদীয় সাক্ষাৎ-দাস্য মাগি ।

পঃ স্তোঃ—২৩) ॥ ২৩ ॥ ভাব.....কৃপাবলে—“মধুরাঃ

সন্তি যাবন্তো ভাবাঃ সর্বত্র চেতসঃ । তেভ্যোহপি প্রেমমধুরং
প্রসাদীকুরুতম্ নিজম্ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—২৪) ॥ ২৪ ॥

যদি.....মোর প্রাণ—“সেবামেবাণ্ড বাং দেবাবীহে কিঞ্চন
নাপরম্ । প্রসাদাভিমুখো হস্ত ভবন্তৌ ভবতাং মহি ॥” (কাঃ

এ প্রসাদ কর দান, রাখ অনাথের প্রাণ,
ছাড়ি' সব তব দাস্ত্র মাগি ॥ ২৬ ॥

শিরেতে অঞ্জলি ধরি', ওপদে বিজ্ঞপ্তি করি,
আমার অভীষ্ট নিবেদন ।

একবার দাস্ত্র দিয়া, শীতল কর হে হিয়া,
তবে মানি সার্থক জীবন ॥ ২৭ ॥

কবে দু'হে এই বনে, বিলোকিব সন্মিলনে,
অমূল্যঙ্গ-পরিমল-স্রাণ ।

পঃ স্তোঃ—২৫) ॥ ২৫ ॥ অনাথবৎসল দাস্ত্র
মাগি—“নাথিতং পরমেবেদমনাথজনবৎসলৌ । স্বং সাক্ষাদাস্ত্র-
মেবাস্মিন্ প্রসাদীকুরুতং জনে ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—২৬) ॥ ২৬ ॥
শিরেতে.....জীবন—“অঞ্জলিং মূর্ধ্নি, বিত্তস্য দীনোহয়ং
ভিক্ষতে জনঃ । অস্যা সিদ্ধিরভীষ্টস্য সকৃদপ্যুপপাত্যতাম্ ॥”

আমার নাসিকা-দ্বারে, প্রবেশিয়া চিত্তপুরে,
অচৈতন্য করিবে বিধান ॥ ২৮ ॥

ছঁহার নূপুর-ধ্বনি, হংস-কণ্ঠস্বর জিনি',
মধুর মধুর মম কাণে ।

প্রবেশিয়া কোন ক্ষণে, মম চিত্ত-সুরঞ্জনে,
মাতাইবে সেবারস-পানে ॥ ২৯ ॥

চক্রাদি-সৌভাগ্যাস্পদ- বিলক্ষিত ছঁছ-পদ-
চিহ্ন এই বৃন্দাবন-বনে ।

(কাঃ পঃ স্তোঃ—২৭) ॥ ২৭ ॥ কবে ছঁছে……বিধান—
অমলো বাং পরিমলঃ কদা পরিমিলন্ বনে । অনর্ঘেণ প্রমোদেন
ব্রাণং মে স্বর্ণয়িষ্যতি ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—২৮) ॥ ২৮ ॥ ছঁহার
……সেবারসপানে—“রঞ্জয়িষ্যতি কর্ণেী মে হংসগঞ্জিত-
গঞ্জনম্ । মঞ্জুলং কিং নু যুবয়োর্মঞ্জীরকলসিঞ্জিতম্ ॥” (কাঃ পঃ

দেখিয়া এ দাসী কবে, ভাসিবে আনন্দোৎসবে,
 দুঁছ-কৃপা পে'য়ে সংগোপনে ॥ ৩০ ॥

সকল-সৌন্দর্য্যাম্পদ- নীরাজিত দুঁছপদ,
 হে রাধে ! হে নন্দের নন্দন !

মমাক্ষি-গোচরে কবে, সর্ব্বাদ্ভুত মহোৎসবে,
 করিবে আনন্দ বিতরণ ॥ ৩১ ॥

প্রাচীনাশা, ফলপূর্ত্তি, তুঁছ পদাম্বুজ-স্ফুর্ত্তি,
 সেই দুঁছ জন-দরশন ।

স্তোঃ—২৯) ॥ ২৯ ॥ চক্রাদি সংগোপনে—

“সৌভাগ্যাকরথাঙ্গাদিলক্ষিতানি পদানি বাম্ । কদা বৃন্দাবনে
 পশুন্নু দিষ্ট্যত্যয়ং জনঃ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—৩০) ॥ ৩০ ॥

সকল.....বিতরণ—“সর্ব্বসৌন্দর্য্যামর্য্যাদানীরাজ্যপদনীরজৌ ।
 কিমপূর্ব্বাণি পর্ব্বাণি হা মমাক্ষৌবিধাসাথ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ

এ-জন্মে কি হ'বে মম, এ উৎকণ্ঠা সুবিষম,
বিচলিত করে মম মন ॥ ৩২ ॥

কবে আমি বৃন্দাবন- কুঞ্জান্তরে দরশন,
করিব সুন্দর দু'হুজনে ।

সুরতলীলায় রত, আমা হইতে অদূরত,
প্রেমে মগ্ন হ'ব দরশনে ॥ ৩৩ ॥

ঘটনাবশতঃ কবে, দু'হুযোগ-অসম্ভবে,
পরস্পর সন্দেশ আনিয়া ।

—৩১) ॥ ৩১ ॥ প্রাচীনাশা.....মম মন—“সুচিরাশা-
ফলাভোগগদাস্তোজবিলোকনো । যুবাং সাক্ষাজ্জনস্যাস্য
ভবেতমিহ কিং ভবে ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—৩২) ॥ ৩২ ॥
কবে আমি দরশনে—“কদা বৃন্দাটবীকুঞ্জকন্দরে
সুন্দরোদয়ো । খেলন্তৌ বাং বিলোকিষ্টৌ সুরতো নাতিদূরতঃ ॥”

বাড়াইব দুঁছ-সুখ, যা'বে তবে মনোদুঃখ,
বেড়াইব আনন্দে মাতিয়া ॥ ৩৪ ॥

কবে এই বৃন্দাবনে, দুঁছ-দুঁছা-অদর্শনে,
ফিরে যা'ব দুঁছে অশ্বেষিয়া ।

সন্মিলন করাইব, হার-পদকাদি পা'ব,
পরিতুষ্ট দুঁছারে করিয়া ॥ ৩৫ ॥

দুঁছে হার ধরি' পণে, দ্যুতক্রীড়া-সমাপনে,
'আমি জয়ী, আমি জয়ী' বলি' ।

—(কাঃ পঃ স্তোঃ—৩৩) ॥ ৩৩ ॥ ঘটনাবশতঃ

মাতিয়া—“গুৰ্বায়ত্ততয়া কাপি দুর্লভাগ্নোহন্যবীক্ষণৌ । মিথঃ
সন্দেশসৌধুভ্যাং নন্দয়িষ্যামি বাং কদা ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—৩৪)

॥ ৩৪ ॥ কবে করিয়া—“গবেষয়ন্তাবগ্নোহন্যং কদা
বৃন্দাবনান্তরে । সঙ্গমধ্য যুবাং লপ্যে হারিণং পারিতোষিকম্ ॥”

করিবে কলহ তবে, হার-সংগ্রহেতে কবে,
আমি তাহা দেখিব সকলি ॥ ৩৬ ॥

আহা ! কবে দুই জনে, কুঞ্জমাবো স্তম্ভয়নে,
কুসুম-শয্যায় বিরামিবে ।

সে-সময়ে দুঁহুপদ- সম্বাহন স্তম্ভপদ,
এ দাসীর সৌভাগ্য মিলিবে ॥ ৩৭ ॥

কন্দর্প-কলহোদগারে, ছিঁড়িবে কঠের হারে,
লতাগৃহে পড়িবে খসিয়া ।

(কাঃ পঃ স্তোঃ—৩৫) ॥ ৩৫ ॥ দুঁহুহে সকলি—

“পলীকৃতমিথোহারলুণ্ঠনব্যগ্রহস্তয়োঃ । কলিং দূতে বিলোকিশ্চে
কদা বাং জিতকাশিনোঃ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—৩৬) ॥ ৩৬ ॥

আহা ! কবে.....মিলিবে—“কুঞ্জে কুসুমশয্যায়াং কদা
বামপিভাঙ্গয়োঃ । পাদসম্বাহনং হস্ত জনোহয়ং রচয়িষ্ণতি ॥”

সে হার গাঁথিতে কবে, এ দাসী নিযুক্ত হ'বে,
 দুঁহু কৃপা-আজ্ঞা শিরে পাঞা ॥ ৩৮ ॥

কেলিকল্লোলের জবে, দুঁহু-কেশ অস্ত হ'বে,
 দু'জনার ইঙ্গিত পাইয়া ।

শিখিপিচ্ছ করে ধরি', কুন্তল মণ্ডিত করি'
 আমি র'ব আনন্দে ডুবিয়া ॥ ৩৯ ॥

কন্দর্প-ক্রীড়ায় যবে, দুঁহু-অক্ষ অস্ত হ'বে,
 তবে আমি দুঁহু-আজ্ঞা পাঞা ।

—(কাঃ পঃ স্তোঃ—৩৭) ॥ ৩৭ ॥ কন্দর্প পাঞা —

“কন্দর্পকলহোল্লোলক্রটিতানাং লতাগৃহে । কদা গুণ্ণায় হারাণাং
 ভবন্তৌ মাং নিযোক্যতঃ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—৩৮) ॥ ৩৮ ॥

কেলিকল্লোলের.....ডুবিয়া— “কেলিকল্লোলবিশ্রস্তান্
 হস্ত বৃন্দাবনেধরৌ । কর্হি কর্হি পতত্রৈবীং মণ্ডয়িষ্ণামি কুন্তলান্ ॥”

উভয়-ললাটমাঝে, করিব তিলক-সাজে,
মত্ত হ'ব সে-শোভা দেখিয়া ॥ ৪০ ॥

কৃষ্ণ ! তব বক্ষে আমি, বনমালা দিয়া স্বামি !
রাধে, তব নয়নে কজ্জল ।

কুঞ্জমাঝে কোনদিন, পা'ব সুখ সমীচীন,
প্রেমে চিত্ত হ'বে টলমল ॥ ৪১ ॥

কবে জাম্বুনদ-বর্গ, লইয়া তাম্বুলীপর্গ,
শিরাশূন্য কর্পূরাদি-যুত ।

—(কাঃ পঃ স্তোঃ—৩৯) ॥ ৩৯ ॥ কন্দর্প-ক্রীড়ায়.....

দেখিয়া— “কন্দর্পকেলিপাণ্ডিত্যখণ্ডিতাকল্পয়োরহম্ । কদা
বামলিকদ্বন্দ্বং করিষ্যে তিলকোজ্জলম্ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—৪০)

॥ ৪০ ॥ কৃষ্ণ ! তব...টলমল—“দেবোরস্তু বনস্রগ্ভিদৃশৌ
তে দেবি । কজ্জলেঃ । অয়ং জনঃ কদা কুঞ্জমণ্ডপে মণ্ডয়িষ্যতি ॥”

বীটিকা নিৰ্ম্মাণ করি', দুঁছ-মুখে দিব ধরি',
 প্রেমে চিত্ত হ'বে পরিপ্লুত ॥ ৪২ ॥

কোথা এ ছুরাশা মোর, কোথা এ দুক্ষ্ম ঘোর,
 এ প্রার্থনা, যদি বল, কেন ।

হে রাধে ! হে ঘনশ্যাম ! দুঁছজন-গুণগ্রাম,
 মাধুরী বলায় মোরে হেন ॥ ৪৩ ॥

দুঁহার যে কৃপাগুণে, পাইনু ধাম-বৃন্দাবনে,
 সেই কৃপা অভীষ্ট-পূরণ ।

—(কাঃ পঃ স্তোঃ—৪১) ॥ ৪১ ॥ কবে.....পরিপ্লুত—

“জাম্বু নদাভতাম্বুলীপর্ণাশ্রবদলযা বাম্ । বদনাম্বুজয়োরেষ

নিধাস্ততি জনঃ কদা ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—৪২) ॥ ৪২ ॥ কোথা

এ ছুরাশা...মোরে হেন—“কাসৌ দুক্ষ্মতকর্ম্মাহং ক বাম-

ভ্যর্থনেদৃশী । কিস্মা কং বা ন যুবয়োরুন্মাদয়তি মাধুরী ॥” (কাঃ

করুন আমায়, নাথ, পাঞা তুহঁ-সখী-সাথ,
কুঞ্জসেবা পাই অনুক্ষণ ॥ ৪৪ ॥

ওহে রাধে ! ওহে কৃষ্ণ ! সেই ব্রজরসতৃষ্ণ,
কার্পণ্য-পঞ্জিকা-কথা-ছলে ।

জল্পনা করয়ে সদা, তা'র বাঞ্ছা-পূর্তি তদা,
করুন তুঁহু কৃপা-বলে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, শিরে ধরি' সুসম্পদ,
কমলমঞ্জরী করে আশা ।

পঃ স্তোঃ—৪৩) ॥ ৪৩ ॥ ছুঁহার যে.....অনুক্ষণ—“যয়া
বৃন্দাবনে জন্তরনর্হোহপ্যেষ বাস্তুতে । তয়ৈব কৃপয়া নাথো সিদ্ধিং
কুরুতমীপিতাম্ ॥” (কাঃ পঃ স্তোঃ—৪৪) ॥ ৪৪ ॥ ওহে
রাধে...কৃপাবলে—“কার্পণ্যপঞ্জিকামেত্রাং সদা বৃন্দাটবী-
নটৌ । গিরৈব জল্পতোহপ্যস্তু জস্তোঃ সিধ্যতু বাঞ্ছিতম্ ॥”
—(কাঃ পঃ স্তোঃ—৪৫) ॥ ৪৫ ॥

শ্রীগোক্রম-ব্রজবনে, দু'ছ-লীলা-সন্দর্শনে,
পূর্ণ হউ রসের পিপাসা ॥ ৪৬ ॥

ইতি কার্পণ্য-পঞ্জিকা সমাপ্তা ।



শ্রীরূপমঞ্জরী.....পিপাসা—“শ্রীরূপমঞ্জরী-প্রশ্নে
ঈশ্বরী আমার । বলিবে, ‘এ নবদাসী সখী ললিতার ॥ কমল-
মঞ্জরী নাম—গৌরাঙ্গকগতি । কৃপা করি’ দেহ এরে রাগমার্গে
গতি ॥’ ঈশ্বরীর কথা শুনি’ শ্রীরূপমঞ্জরী । বুলাইবে কৃপাহস্ত
মম দেহোপরি ॥ সহসা হইবে মোর রাগের উদয় । রূপানুগ-
ভজনেতে স্পৃহা অতিশয় ॥ তড়িৎঘর্ষা ‘তারাবলী’-বসন-ভূষণে ।
শ্রীকপূর-পাত্র করে সখীর চরণে ॥ দণ্ডবৎ হ’য়ে আমি পড়িব
তখন । মাগিব অনন্তভাবে রাধার চরণ ॥ শ্রীরূপমঞ্জরী ও
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী । ল’বে যথা স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জেশ্বরী ॥” (শ্রীনবদ্বীপ-
ভাবতরঙ্গ—১৫৩-১৫৬) ॥ ৪৬ ॥

পরিশিষ্ট

বাউল-সঙ্গীত

(শ্রীচাঁদ-বাউল-কৃত)

[১]

আমি তোমার ছুঃখের ছুঃখী সুখের সুখী,
তাই তোমারে বলি, ভাই রে ।

নিতাই-এর হাতে গিয়ে (ওরে ও ভাই)

নাম এনেছি তোমার তরে ॥ ১ ॥

গণশিক্ষার পক্ষে সহজ গ্রাম্য-ভাষায় রচিত যুক্তিগত বাউল-সঙ্গীতগুলি খুব উপযোগী । পল্লীর মজুর, চাষী, দোকানী, নাবিক, অশিক্ষিত জন-সাধারণ, এমন কি, বর্তমানে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত আভিজাত্যবাদীগণও বাউল-সঙ্গীতের মূর্ছনায়

সাদা দিয়া থাকেন * । কিন্তু বাজারে প্রচলিত বাউল-সঙ্গীতের মধ্যে ভক্তি বা ভাবুকতার নামে সন্তোগবাদ ও বহুরূপী নির্বিশেষবাদ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সুফিবাদ, কবীরের ও দাদুর নির্বিশেষ-মত বাউলমতের সহোদর বা মিত্র ; সন্তোগবাদী সাহিত্যিকগণ ইহার প্রচ্ছন্ন মোহে মুগ্ধ হন। এইজন্মই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাউল-সঙ্গীতের ভাব, ভাষা ও সুরে সাধারণকে আকর্ষণ করিয়া প্রকৃত বাউলের স্বরূপ জানাইয়াছেন। তিনি ভণিতায় আপনাকে 'চাঁদ-বাউল' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বাউলগণের মধ্যে 'চাঁদ', 'কর্তা', 'দেহতত্ত্ব', 'গুরু সত্য', 'মানুষ সত্য', 'মার্কী-মারা', 'মনের মানুষ', 'মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা', 'সহজভজন', 'আত্মরূপী জনার্দন', 'ভাবের গুরু', 'মনের মালা' প্রভৃতি পরিভাষার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পদকর্তা সেইসকল পরিভাষা ব্যবহার করিয়া গ্রাম্য-ব্যবহার-রত চিত্তবৃত্তিকে অপ্রাকৃত ভূমিকায় উদ্বুদ্ধ হইবার সুযোগ দিয়াছেন। তিনি শ্রীনিতাইচাঁদ বা শ্রীগোরাচাঁদের শুদ্ধ-ভক্তিরসের যথার্থ বাতুল ; এইজন্মই তাঁহার নাম—'শ্রীচাঁদ-বাউল'।

* Medieval Mysticism of India, Luzac & Co., London.

গৌরচন্দ্র-মার্কা করা, এ হরিণাম রসে ভরা,
 নামে নামী পড়ছে ধরা, লও যদি বদন ভরে' ॥২॥
 পাপ-তাপ সব দূরে যা'বে, সারময় সংসার হ'বে,
 আর কোন ভয় নাহি র'বে, ডুববে সুখের পাথারে ॥৩॥
 আমি কাঙ্গাল অর্থহীন, নাম এনেছি করে' ঋণ,
 দেখে' আমায় অতি দীন, শ্রদ্ধামূল্যে দেও ধরে' ॥৪॥

আমি.....তরে—শ্রীনিতাইচাঁদের বাউল শ্রীগুরুদেব
 জীবহুঃখকাতর ; তাই তিনি শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীনামহট্ট হইতে
 জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীনামচিন্তামণি -আনয়ন করিয়াছেন ॥ ১ ॥
 মার্কা করা—[ইং MARK—চিহ্ন] চিহ্নিত বা চিহ্নযুক্ত ।
 রসে ভরা—“নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণৈশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।” (ভঃ
 রঃ সিঃ ১২।১০৮) । নামে নামী পড়ছে ধরা—
 “অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ।” (ঐ) । বদন ভরে'—নিরপরাধে
 ॥ ২ ॥ সারময়...হ'বে—অসার সংসার শ্রীনামপ্রভুর সারযুক্ত
 সংসার হইবে । পাথারে—সাগরে ॥ ৩ ॥ কাঙ্গাল—

মূল্য ল'য়ে তোমার ঠাই, মহাজনকে দিব, ভাই,
 যে কিছু তায় লাভ পাই, রাখবো নিজের ভাগ্যে ॥৫॥
 নদীয়া-গোক্রমে থাকি', চাঁদ-বাউল বলিছে ডাকি',
 'নাম বিনা আর সকল ফাঁকি, ছায়াবাজী এ সংসারে' ॥৬॥

[২]

ধর্মপথে থাকি' কর জীবন যাপন, ভাই ।
 হরি নাম কর সদা (ওরে ও ভাই) হরি বিনা বন্ধু নাই ॥৭॥

অর্থহীন ; নিষ্কিঞ্চন । শ্রদ্ধা-মূল্যে--ইহা দ্বারা প্রাকৃত
 অর্থাতির বিনিময়ে শ্রীনামের দান-প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৪ ॥
 মহাজনকে...লাভ পাই--শ্রীনামকীর্তনকারী প্রচারক
 জীবের প্রতি দয়া করিতে গিয়া নিজেও প্রচুর লাভবান হন ।
 "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥ কভু না বাধিবে
 তোমার বিষয়-তরঙ্গ । পুনরপি এই ঠাক্রি পা'বে মোর সঙ্গ ॥"
 —(চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮-১২৯) ॥ ৫ ॥

ধর্মপথে থাকি'—ব্যভিচার, অনাচার পরিত্যাগ-

যে-কোন ব্যবসা ধরি', জীবন নির্বাহ করি',
বল মুখে 'হরি হরি', এই মাত্র ভিক্ষা চাই ॥ ২ ॥

গৌরাঙ্গচরণে মজ, অন্য়-অভিলাষ ত্যজ,
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ভজ, তবে বড় সুখ পাই ॥ ৩ ॥

আমি চাঁদ-বাউলদাস, করি তব কৃপা-আশ,
জানাইয়া অভিলাষ, নিত্যানন্দ-আজ্ঞা গাই ॥ ৪ ॥

[৩]

আসল কথা বলতে কি ।

তোমার কেশ্বাধরা, কপ্পি-আঁটা—সব ফাঁকি ॥ ১ ॥

পূর্বক সূনৈতিক হইয়া ॥১॥ ব্যবসা ধরি'—শুকুবিত্তদ্বারা অর্থ
উপার্জন করিয়া ॥২॥ অন্যাভিলাষ—শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা
ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর ভুক্তিমুক্তির যাবতীয় অভিলাষ ;
“অন্যাভিলাষিতাশূন্যং.....উত্তমা ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।২) ॥ ৩ ॥

কেশ্বাধরা—[সং—কস্থা] অপভ্রংশ কেশ্বা বা কাঁথা ;
বৈরাগীর বেষ-ধারণ । কপ্পি-আঁটা—[সং—কোপীন]

ধর্মপত্নী ত্যজি' ঘরে, পরনারী-সঙ্গ করে,
 অর্থলোভে দ্বারে দ্বারে ফিরে', রাখলে কি বাকী ॥২॥
 তুমি গুরু বল্ছো বটে, সাধুগুরু নিষ্কপটে,
 কৃষ্ণনাম দেন কর্ণপুটে, সে কি এমন হয় মেকি ? ৩॥
 যেবা অশিক্ষা দেয়, তা'কে কি 'গুরু' বলতে হয় ?
 ছুধের ফল ত' ঘোলে নয়, ভেবে' চিন্তে দেখ দেখি ॥৪॥
 শম-দম-তিতিক্ষা-বলে, উপরতি, শ্রদ্ধা হ'লে,
 তবে ভেক চাঁদ-বাউল বলে, এঁচড়ে পেকে' হ'বে কি ? ৫॥

গৃহত্যাগিগণের কৌপীনধারণের আয় সজ্জা। ফাঁকি—কপট
 ॥ ১ ॥ ধর্মপত্নী—বিবাহিত বৈধপত্নী ॥ ২ ॥ মেকি—
 মকল, কৃত্রিম ॥ ৩ ॥ ছুধের.....নয়—ছুধের প্রয়োজন
 ঘোলের দ্বারা পূর্ণ করা যায় না ॥ ৪ ॥ উপরতি—নিবৃত্তি,
 বাসনা-পরিহার। এঁচড়ে পেকে'— অসময়ে বা অনর্থ
 থাকাকালে সিদ্ধ-অবস্থার অভিনয় করা ॥ ৫ ॥

[৪]

‘বাউল বাউল’ বলছে সবে, হচ্ছে বাউল কোন্ জনা ।
 দাড়ি-চূড়া দেখিয়ে (ও ভাই) করছে জীবকে বঞ্চনা ॥১॥
 দেহতত্ত্ব—জড়ের তত্ত্ব, তা’তে কি ছাড়ায় মায়ার গর্ত ?
 চিদানন্দ পরমার্থ, জানতে ত তায় পারবে না ॥২॥

বাউল বাউল কোন্ জনা—সকলেই মুখে
 ‘বাউল বাউল’ বলিতেছে, কিন্তু প্রকৃত বাউল অর্থাৎ অধোকাজ
 শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের বাতুল বা বিপ্রজন্তুবিভাবিত-চিত্ত কেই-ই বা
 হইতেছে ? দাড়ি-চূড়া—বাউলগণ লম্বমান শ্মশ্রু ও মাথায় চূড়ার
 স্থায় ঝুটি রাখিয়া থাকে ॥ ১ ॥ দেহতত্ত্ব—শারীরস্থান-বিজ্ঞা
 (physiology) ; বাউলদিগের দেহতত্ত্বের বিচার এই যে, জড়-
 দেহেই বৃন্দাবনাদি আছে । বাউলসম্প্রদায়ে প্রচলিত দেহতত্ত্বের
 গানগুলি তাহাদের প্রাকৃত ও বিকৃত দেহাসক্তির পরিচয় প্রদান
 করে । এইজন্য তাহাদের দেহতত্ত্ব প্রকৃতপ্রস্তাবে জড়েরই
 তত্ত্ব । মায়ার গর্ত—দেবীধাম বা গর্ভাবাস । চিদানন্দ

যদি বাউল চাঁও রে হ'তে, তবে চল ধর্মপথে,
 যোষিৎসঙ্গ সর্বমতে ছাড় রে মনের বাসনা ॥ ৩ ॥
 বেশভূষা-রঙ্গ যত, ছাড়ি' নামে হও রে রত,
 নিতাইচাঁদের অনুগত, হও ছাড়ি' সব দুর্কাসনা ॥ ৪ ॥
 মুখে 'হরে কৃষ্ণ' বল, ছাড় রে ভাই কথার ছল,
 নাম বিনা ত' স্মসম্বল, চাঁদ-বাউল আর দেখে না ॥ ৫ ॥

[৫]

মানুষ-ভজন কর্ছো, ও ভাই, ভাবের গান ধরে' ।
 গুপ্ত করে' রাখ্ছো ভাল, ব্যক্ত হ'বে যমের ঘরে ॥ ১ ॥

পরমাথ—অপ্রাকৃত পরমপ্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ॥ ২ ॥

কথার ছল—নানা প্রকার গ্রাম্য পরিভাষা, যুক্তি ও উপমাবহুল
 দেহতত্ত্বাদির বর্ণনা ॥ ৫ ॥

মানুষ-ভজন—“নবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার
 উপরে নাই”,—এই বাক্যের কদর্য করিয়া যে রক্তমাংসময়
 মর্ত্য-মানবপূজা, শরীর-পূজা বা স্থলদেহগত ইন্দ্রিয়তর্পণ ॥ ১ ॥

মেয়ে হিজড়ে, পুরুষ খোজা, তবে ত' হয় কর্তাভজা,
 এই ছলে করছো মজা, মনের প্রতি চোখ ঠেরে' ॥ ২ ॥
 'গুরু সত্য' বলছো মুখে, আছ তো, ভাই, জড়ের সুখে,
 সঙ্গ তোমার বহিস্থখে, শুদ্ধ হ'বে কেমন করে' ? ৩ ॥
 যোষিৎসঙ্গ-অর্থলোভে, মজে ত' জীব চিত্তক্ষোভে,
 বাউলে কি সে-সব শোভে, আগুন দেখে' ফড়িং মরে ॥ ৪ ॥

কর্তাভজা—মর্ত্য মানবকে গুরু বা কর্তৃরূপে ভজনাকারী
 সম্প্রদায়বিশেষ । মজা—জড়েন্দ্রিয়তর্পণ । মনের...ঠেরে'—
 মনকে ঝাঁকি দিয়া ॥ ২ ॥ 'গুরু সত্য'—বাউলগণ নিজেকে
 গুরু বলাইয়া ও তাহার রক্তমাংসের পিণ্ডই অপ্রাকৃত বস্তু, সূত্রাং
 সত্য, এইরূপ মতবাদ প্রচলিত করিয়া জড়েন্দ্রিয়ের তর্পণ
 করে ॥ ৩ ॥ বাউলে.....শোভে—বিপ্রলম্বচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট
 বাউলে কনককামিনীপ্রতিষ্ঠাশায় সন্তোগবাদ শোভা পায় না ।
 আগুন...মরে—রূপভোগ বা দেহভোগের পিপাসায় জীবের
 যে দুর্গতি হয়, তাহা পতঙ্গের দৃষ্টান্তেই দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৪ ॥

চাঁদ-বাউল মিনতি করি' বলে,—ও-সব পরিহরি',
 শুদ্ধভাবে বল 'হরি', যা'বে ভবসাগর-পারে ॥ ৫ ॥

[৬]

এও ত' এক কলির চেলা ।

মাথা নেড়া, কপ্পি পরা, তিলক নাকে, গলায় মালা ॥ ১ ॥

দেখতে বৈষ্ণবের মত, আসল শাক্ত কাজের বেলা ।

সহজ-ভজন করছেন মামু, সঙ্গে ল'য়ে পরের বালা ॥ ২ ॥

এও ত' এক—অন্যতম । শ্রীল শোভারামদাস বাবাজী
 মহারাজ যে তেরপ্রকার ছঃসঙ্গের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'বাউল'
 একটি ; যথা—“আউল, বাউল, কর্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই ।
 সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঞি ॥ অতিবাড়ী, চুড়াধারী,
 গৌরাঙ্গনাগরী । তোতা কহে,—এই তেরর সঙ্গ নাহি করি ॥”
 কলির চেলা—দ্যুত, পান, স্ত্রী, পশুবধ প্রভৃতি কলিস্থানের
 শিষ্ট বা সেবক । “অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ ।
 দ্যুতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশচতুর্বিধঃ ॥” (ভাঃ ১।১৭।৩৮) ॥১॥

সখীভাবে ভজ্ছেন তা'রে, নিজে হ'য়ে নন্দলালা ।

কৃষ্ণদাসের কথার ছলে মহাজনকে দিচ্ছেন শলা ॥ ৩ ॥

আসল.....বেলা—জড়া শক্তির বা প্রকৃতির উপাসক সম্ভোগ-বাদীই বিদ্ধ-শাক্ত । বৈষ্ণব—শুদ্ধশাক্ত অর্থাৎ তিনি অদ্বিতীয়া শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারিণী শ্রীমতীর অনুগাগণের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে রত । যাহারা বাহিরে বৈরাগ্যের বেষ ধারণ করিয়াও সেই আদর্শে বিমুখ, তাহারাই কার্যতঃ শাক্ত অর্থাৎ সম্ভোগবাদী ॥ সহজ-ভজন—স্বল-মেহের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার পক্ষে যাহা সহজ বা স্বাভাবিক, সেই ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই বাউলাদি প্রাকৃত সহজিয়াগণ 'সহজ-ভজন' বলিয়া থাকেন । মামু—[সং 'মাম', মু বাং 'মামু'] মামা (বিদ্রুপে) ॥ ২ ॥ হ'য়ে নন্দলালা—অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীনন্দনন্দনের অনুকরণ করিয়া । মহাজনকে দিচ্ছেন শলা—[সং 'শলা'] অর্থাৎ মহাজনের অঙ্গে শেল বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের বিচার-আচারের বিরোধিতা করিতেছেন ॥ ৩ ॥

নবরসিক আপনে মানি', খাচ্ছেন আবার মন-কলা ।

বাউল বলে,—দোহাই, ও-ভাই, দূর কর

এ লীলাখেলা ॥ ৪ ॥

[৭]

(মন আমার) হুঁ সা'র থেকে, ভুল' নাক,

শুদ্ধ সহজ তত্ত্বধনে ।

নইলে মায়ার বশে, অবশেষে, কাঁদতে হ'বে চিরদিনে ॥১॥

নবরসিক — সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অন্ততম । ইহার
 শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীজয়দেব, শ্রীবিনয়মঙ্গল, শ্রীরামানন্দরায়,
 শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি নয় জনকে তাহাদের কল্পনানুযায়ী
 'রসিক ভক্ত' বলিয়া ও তাহাদের সহিত নয়টি প্রকৃতির নাম
 যোজনা করিয়া থাকে । ইহার আপনাদিগকে রসিক ও শাস্ত্র-
 মৰ্যাদারক্ষাকারী শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে শুদ্ধ বহির্গুণ প্রভৃতি বলিয়া
 থাকে । মনঃকলা—মনঃকল্পিত কদলী অর্থাৎ কল্পনায় অস্তীষ্ট

শুদ্ধজীবে জড় নাই, ভাই, ঠিক বুঝ তাই,
 নিজে সখী (সে) বৃন্দাবনে ।
 সে যখন কৃষ্ণচন্দ্রে ভজে, সুখেতে মজে,
 মধুর-রসে অনুক্ষণে ॥ ২ ॥

জড়দেহে তা'র সাধন-ভক্তি, জ্ঞান-বিরক্তি,
 দেহের যাত্রা ধর্ম্যভাবে ।
 সে গৃহে থাকে, বনে বা থাকে, মজিয়ে ডাকে,
 ('কৃষ্ণ') 'কৃষ্ণ' বলে' একমনে ॥ ৩ ॥

একেই ত' বলি সহজ-ভজন, শুদ্ধ মন,
 কৃষ্ণ পা'বার এক উপায় ।

ভোগ্যবস্তু, বাস্তবতায় নহে । লীলা-খেলা—এই সকল
 সম্ভোগময়ী চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াকলাপ ॥ ৪ ॥

ছাঁসা'র—[কা—ছাঁসার, গ্রা—ছাঁসিয়ার] সাবধান,
 সতর্ক । শুদ্ধ সহজ তত্ত্বধন—অপ্রাকৃত সহজবস্তু শ্রীকৃষ্ণ-

ইহা ছাড়ি' যে আরোপ করে, সেই ত' মরে,

তা'র ত' নাহি ভজন হয় ॥ ৪ ॥

চাঁদ-বাউলের এ বিশ্বাস, ছোট হরিদাস,

একটু কেবল বিপথে চলে' ।

শচীশ্বতের কৃপায়, দূর হ'য়ে, হায়,

না পায় আর গৌর-চরণে ॥ ৫ ॥

[৮]

মনের মালা জপ বি যখন, মন,

কেন করবি বাহু বিসর্জন ।

মনে মনে ভজন যখন হয়,

প্রেম উথলে পড়ে' বাহুদেহে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয় ;

আবার দেহে চরে, জপায় করে, ধরায় মালা অনুক্ষণ ॥ ১ ॥

তত্ত্ব ॥ ১ ॥ আরোপ করে—কল্পনাদ্বারা চিহ্নিলাসকে

অচিদেহের মধ্যে ভাষনা করিতে যায় ॥ ৪ ॥ ছোট

হরিদাস—জীব-শিকার জন্ত শ্রীগৌরসুন্দর নিজ পার্শ্ব ছোট

যে ব্যাটা ভঙ-তাপস হয়,
বক-বিড়াল দেখা'য়ে বাহু নিন্দে অতিশয় ;
নিজে জুত পে'লে কামিনী-কনক করে সদা সংঘটন ॥ ২ ॥

হরিদাস-বর্জন-লীলা দ্বারা কায়মনোবাক্যে স্ত্রী-সন্তাষণ নিষেধ
করিয়াছেন (চৈঃ চঃ অঃ ২য়) ॥ ৫ ॥

মনের মালা—বাউলগণ শ্রীতুলসী-মালিকায় নির্বন্ধ-
সহকারে সংখ্যা নামাদি-গ্রহণকে বাহু-ব্যাপার বলিয়া থাকে।
এই বঙ্গদেশীয় বাউলের নির্বিশেষ মতবাদের অনুরূপ মত অগ্ৰাণ্ড
স্থানেও দৃষ্ট হয়। যথা—“মালা জপে শালা, কর জপে ভাই,
যো মন্ মন্ জপে উম্‌কো বলিহারী যাই।” **মনের মালা**
.....**ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়**—যিনি অন্তরে শ্রীভগবানের নাম
করেন, তিনি শুদ্ধভক্তির অনুকূল বিষয়কে অনিত্য বা বাহ্য বিষয়
বলিয়া কখনও পরিত্যাগ করেন না। অন্তরে ভজন হইলে
তাহার লক্ষণ বাহ্য-দেহেও প্রকাশিত হয়। **আবার**.....
অনুক্ষণ—সেই অন্তরের ভাবই দেহেতে ব্যাপ্ত হইয়া হস্তকেও
অনুক্ষণ শ্রীহরিনাম-মালিকা-জপাদি কার্যে নিযুক্ত করিয়া রাখে।

সে ব্যাটার ভিতর ফক্কাকার,
বাহু-সাধন-নিন্দা বই আর আছে কিবা তা'র ;
(নিজের) মন ভাল দেখা'তে গিয়ে নিন্দে সাধু-আচরণ ॥ ৩ ॥

শুদ্ধ করি' ভিতর-বাহির, ভাই,
হরি নাম করতে থাক, তর্কে কাজ নাই,
(শুদ্ধ) তোমার তর্ক করতে জীবন যা'বে,
চাঁদ-বাউল তায় ছুঃখী হ'ন ॥ ৪ ॥

[৯]

ঘরে বসে' বাউল হও রে মন,
কেন করবি ছুঃ আচরণ ॥ ১ ॥

এতৎপ্রসঙ্গে পদকর্তার “কৃষ্ণনাম ধরে কত বল” গীতিটি
আলোচ্য ॥ ১ ॥ ভণ্ড-তাপস—ভণ্ড-তপস্বী বা মর্কট-
বৈরাগী। বক-বিড়াল—বক ও বিড়াল-তপস্বী অর্থাৎ কপট
সাধু বা ভণ্ড-তপস্বী। হিতোপদেশের গল্প দ্রঃ। জুত পে'লে—
স্বযোগ পাইলে ॥ ২ ॥ ফক্কাকার—ফাঁকি, শূণ্ড ॥ ৩ ॥

মনে মনে রাখবি বাউল-ভাব,
 সঙ্গ ছাড়ি' ধর্ম্মভাবে করবি বিষয় লাভ ;
 জীবন যাপন করবি, হরি-নামানন্দে সর্বক্ষণ ॥ ২ ॥

যতদিন হৃদয়-শোধন নয়,
 ঘর ছাড়লে পরে 'মর্কট-বৈরাগী' তা'রে কয় ;
 হৃদয়-দোষে, রিপুর বশে, পদে পদে তা'র পতন ॥ ৩ ॥

ঘরে ব'সে.....মন—“অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-
 ব্যবহার।” (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৫৯) ; বাহিরে বাউলগিরি বা মর্কট-
 বৈরাগী না দেখাইয়া অন্তরকে শ্রীহরিসেবায় আর্তিবিশিষ্ট কর
 ॥ ১ ॥ **সঙ্গ ছাড়ি'**—অসংসঙ্গ বা যোষিৎসঙ্গ পরিত্যাগ
 করিয়া ॥ ২ ॥ **'মর্কট-বৈরাগী'**—মর্কট বা বানরগণ অন্তরে
 পূর্ণ-ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট থাকিলেও যেরূপ গৃহাদি ও বস্তাদিবর্জিত
 হইয়া ফলমূল ভক্ষণ করিয়া বৃক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ বাহ্যে
 বৈরাগ্যাভিনয়-প্রদর্শনকারী অন্তরে সমস্তোগবাদী ফলুবৈরাগীগণই

এঁ চড়ে পাকা বৈরাগী যে হয়,
 পরের নারী ল'য়ে পালের গোদা হ'য়ে রয় ;
 (আবার) অর্থলোভে দ্বারে দ্বারে করে নীচের আরাধন ॥ ৪ ॥

ঘরে বসে' পাকাও নিজের মন,
 আর সকলদিন কর হরির নাম-সংকীৰ্ত্তন ;
 তবে চাঁদ-বাউলের সঙ্গে শেষে করবি সংসার বিসর্জন ॥ ৫ ॥

[১০]

বলান্ বৈরাগী ঠাকুর, কিন্তু গৃহীর মধ্যে বাহাজুর ।
 আবার কপ্তি পরে', মালা ধরে', বহেন সেবাদাসীর ধুর ॥ ১ ॥

মর্কট-বৈরাগী ॥ ৩ ॥ পালের গোদা—বানরীর পালের বা
 দলের বানর-সর্দার ; বিদ্রূপে পরস্বীযুথ-পতি ॥ ৪ ॥ চাঁদ-
 বাউলের.....বিসর্জন—ক্রমপথে এই জড় সংসার
 পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণসংসারে
 প্রবেশ করিতে পারিবে ॥ ৫ ॥

অচ্যুতগোত্র-অভিमानে, ভিক্ষা করেন সর্বস্থানে,
 টাকা-পয়সা গনি' ধ্যানে ধারণা প্রচুর ;
 করি' চুটকী ভিক্ষা, করেন শিক্ষা, বণিগ্‌বৃত্তি পিণ্ডীশুর ॥ ২ ॥

বলান্.....ঠাকুর—নিজেকে 'ত্যাগী' বলিয়া পরিচয়
 প্রদান করেন, কিন্তু গৃহী অপেক্ষাও অধিক ভোগী অর্থাৎ
 দ্বৈগ অপেক্ষাও নিন্দনীয় অবৈধ-স্রীসঙ্গী। সেবাদাসী—
 নিজ সেবার্থ বা সম্ভোগার্থ গৃহীতা পরস্রী। ধুর—শকটের
 যে অংশের ভার অখাদি বহন করে। এখানে পরস্রীর
 কামনাপূর্তির ভার ॥ ১ ॥ অচ্যুত-গোত্র—“অচ্যুত এব
 গোত্রং প্রবর্তকতুল্যা যেমাং তেভ্যশ্চেতি বৈষ্ণবানাং বর্ণাশ্রমা-
 ভাবো ব্যঞ্জিতঃ”—(শ্রীচক্রবর্তি-টীকা, ভাঃ ৪।২১।১২)—
 (এইস্থানে) অপসম্প্রদায়ের অজ্ঞাতকুলশীল কোন কোন ব্যক্তি
 আপনাদিগের কুলের পরিচয়-প্রদানে অসমর্থতা-নিবন্ধন অচ্যুত-
 গোত্র বা বৈষ্ণব বলিমাং পরিচয় দেন। চুটকী ভিক্ষা—
 (চুঙ্গি, প্রাঃ বিকারে—চুটকী) চুঙ্গি, কয়ালের প্রাপ্য দস্তুরি
 অথবা সং—চুরা, হিঃ—চুটী অর্থাৎ মস্তকের শিখা বা টিকি ;

বলে তা'রে বাউল চাঁদ, এটা তোমার গলার ফাঁদ,

জীবের এই অপরাধ শীঘ্র কর দূর ;

যজি' গৃহীর ধর্ম, সু-স্বধর্ম, শুদ্ধ কর অন্তঃপুর ॥ ৩ ॥

ন্যাসি-মান-আশা ত্যজি', দীনভাবে কৃষ্ণ ভজি',

স্বভাবগত ধর্ম যজি', নাশ' দোষাকুর ;

তবে কৃষ্ণ পা'বে, ছুঃখ যা'বে, হ'বে তুমি সুচতুর ॥ ৪ ॥

[১১]

কেন ভেকের প্রয়াস ?

হয় অকাল-ভেকে সর্বনাশ ।

হ'লে চিত্তশুদ্ধি, তত্ত্ববুদ্ধি, ভেক আপনি এসে' হয় প্রকাশ ॥ ১ ॥

পেট-বৈরাগীদের ভিক্ষাবিশেষ । পিত্তীশূর—অন্নপিণ্ড-ভোজনে

শূর বা বীর, ভোজনবীর, পেটুক ॥ ২ ॥ ন্যাসি-মান-

আশা—সন্ন্যাসীর সম্মান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ॥ ৪ ॥

অকাল-ভেক—অন্তরে প্রকৃত বৈরাগ্য হইবার পূর্বেই

সংসার ত্যাগপূর্বক গৃহত্যাগীর বেষ-ধারণ । 'বেষ' শব্দের

ভেক ধরি' চেষ্টা করে, ভেকের জ্বালায় শেষে মরে,
 নেড়ানেড়ী ছড়াছড়ি আখড়া বেঁধে' বাস ;
 অকাল-কুস্মাগু, যত ভণ্ড, কর্ছে জীবের সর্বনাশ ॥ ২ ॥

অপভ্রংশে 'ভেক' ॥ ১ ॥ **নেড়ানেড়ী**—মুণ্ডিত-মস্তককে চলিত-ভাষায় 'নেড়া' বলে। যে-সকল ব্যক্তি মস্তক মুণ্ডন করত বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ-পূর্বক পতিত হইয়া অবৈধ-স্বীসঙ্গ-লালসায় সেবাদাসী প্রভৃতি গ্রহণ করে, তাহাদিগকে 'নেড়ানেড়ী' প্রভৃতি বলা হয়। নেড়ানেড়ীর দলে নানাপ্রকার হেয় গ্রাম্য চেষ্টা ও মৎস্যাদির ব্যবহার প্রচলিত আছে। ১২০০ নেড়া ও ১৩০০ নেড়ী শ্রীল বীরভদ্র প্রভুর অনুগত ছিল বলিয়া যে কিম্বদন্তী আছে, বস্তুতঃ তাহাদের সহিত শ্রীল বীরভদ্র প্রভুর কোনই সম্বন্ধ নাই। ইহারা শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে চিরদিনই পরিত্যক্ত। 'নেড়ানেড়ী' শব্দের বর্তমান প্রসিদ্ধ অর্থ 'ভেকধারী অসচ্চরিত্র নীচজাতীয় স্ত্রী-পুরুষ'; ইহা অত্যন্ত হেয়ার্থে ব্যবহৃত। ইহারা আখড়া বা ঠাকুর-মন্দির করিয়া তাহা দ্বারা উদর-ভরণার্থ ব্যবসা চালাইয়া গোপনে বাণিজ্য-রত থাকে।

শুক, নারদ, চতুঃসন, ভেকের অধিকারী হ'ন,
 তাঁদের সমান পারলে হ'তে ভেকে করবে আশ ;
 বল তেমন বুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, ক'জন ধরায় করছে বাস ? ৩ ॥

আত্মানাত্ম-স্ববিবেকে, প্রেমলতায় চিত্তভেকে,
 ভজনসাধন-বারিসেকে করহ উল্লাস ;
 চাঁদ-বাউল বলে, এমন হ'লে, হ'তে পারবে কৃষ্ণদাস ॥ ৪ ॥

অকাল-কুম্ভাণ্ড—যে কুমড়া বলিদানাদি কার্যে লাগে না
 অর্থাৎ নিতান্ত অকর্মণ্য। কোন মতে—গান্ধারী কুম্ভাণ্ডকার
 একটা মাংসপিণ্ড অকালে প্রসব করেন। সেই পিণ্ড হইতে
 কুরুকুল-নাশন দুর্ঘোষাদির উদ্ভা হয়। এই ঘটনা হইতে কেহ
 সমাজ বা পরিবারের অনিষ্টকর কার্য করিলে তাহাকে অকাল-
 কুম্ভাণ্ড বলিয়া থাকে ॥ ২ ॥ আত্মানাত্ম-স্ববিবেকে—
 জড় ও চেতন, শুদ্ধ আত্মবস্তুর ও স্থূল-লিঙ্গদেহের মধ্যে ভেদ
 জানিয়া সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া। চিত্ত-ভেক—অন্তরে
 ভেক বা অন্তর্নিষ্ঠা ॥ ৪ ॥

[১২]

হ'য়ে বিষয়ে আবেশ, পে'লে, মন, যাতনা অশেষ ।
 ছাড়ি' রাধাশ্রামে, ব্রজধামে, ভুগ্ছে হেথা নানাক্লেশ ॥ ১ ॥
 যারাদেবীর কারাগারে, নিজের কৰ্ম্ম-অনুসারে,
 ভূতের বেগার খাটতে খাটতে জীবন কর্ছ শেষ ;
 করি' 'আমি-আমার', দেহে আবার, কর্ছ জড় রাগ-দ্বेष ॥২॥
 তুমি শুদ্ধ চিদানন্দ, কৃষ্ণসেবা তো'র আনন্দ,
 পঞ্চভূতের হাতে পড়ে' হায়, আছ একটী মেঘ ;
 এখন সাধুসঙ্গে, চিৎ-প্রসঙ্গে, তোমার উপায় অবশেষ ॥ ৩ ॥
 কনক-কামিনী-সঙ্গ, ছাড়ি' ও ভাই মিছে রঙ্গ,
 গ্রহণ কর বাউল চাঁদের শুদ্ধ-উপদেশ ;
 ত্যজি' লুকোচুরি, বাউলগিরি, শুদ্ধরসে কর প্রবেশ ॥ ৪ ॥

ভূতের বেগার—প্রকৃত লাভ ব্যতীত কঠোর পরিশ্রমের
 কার্য ॥২॥ লুকোচুরি—কাপটা । বাউলগিরি—

দালালের গীত

বড় সুখের খবর গাই ।

সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলে'ছে খোদ-নিতাই ॥ ১ ॥

বড় মজার কথা তায় ।

প্রদ্বামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাতেতে বিকায় ॥ ২ ॥

ভোগোন্নততা ও নিৰ্বিশেষ-চিন্তাশ্রোতঃ । শুদ্ধরসে—
অহৈতুক ভক্তিরসে ॥ ৪ ॥

বাউল-সঙ্গীতের ন্যায় দালালের গীতও গণ-শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী 'হাট', 'মহাজন', 'দালাল', 'দস্তুরি' প্রভৃতি শব্দ সাধারণ সাংসারিক ব্যক্তিগণের নিকট বিশেষ প্রচারিত। এই সকল সাধারণ-বোধ্য পরিভাষার মধ্য দিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ "দালালের গীত" গাহিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দই মূল-মহাজন—শ্রীগৌরপ্রেমের ভাণ্ডারী; পদকর্তা এখানে দালালের অভিনয়কারী। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীনবদ্বীপের অগ্ৰতম কীর্তনাখ্য-গোদ্রমদ্বীপে শ্রীসুরভিকুঞ্জে "নামের হাট" খুলিয়াছেন। সেই

যত ভক্তবৃন্দ বসি' ।

অধিকারী দেখে' নাম বেচ্ছে দর কষি' ॥ ৩ ॥

যদি নাম কিন্বে, ভাই ।

আমার সঙ্গে চল, মহাজনের কাছে যাই ॥ ৪ ॥

তুমি কিন্বে কৃষ্ণনাম ।

দস্তুরি লইব আমি, পূর্ণ হ'বে কাম ॥ ৫ ॥

বড় দয়াল নিত্যানন্দ ।

শ্রদ্ধামাত্র ল'য়ে দেন পরম-আনন্দ ॥ ৬ ॥

একবার দেখলে চক্ষে জল ।

'গোর' বলে' নিতাই দেন সকল সম্বল ॥ ৭ ॥

আনন্দের সংবাদ পদকর্তা দালাল বা প্রচারকসূত্রে শ্রদ্ধাবান্ জন-সাধারণের নিকট ঘোষণা করিতেছেন। জীবকে যিনি স্বয়ং আচার-প্রচারমুখে শ্রীহরিভজন করান, তিনিই শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা লাভ করেন; ইহাই তাঁহার লাভ বা দালালের প্রাপ্য দস্তুরি।

খোদ—[আঃ—খুদ] স্বয়ং, মূলবস্তু ॥ ১ ॥ দস্তুরি—

দেন শুদ্ধ কৃষ্ণশিক্ষা ।

জাতি, ধন, বিদ্যা, বল না করে অপেক্ষা ॥ ৮ ॥

অমনি ছাড়ে মায়াজাল ।

গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল ॥ ৯ ॥

আর নাইকো কলির ভয় ।

আচ'ণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময় ॥ ১০ ॥

ভক্তিবিনোদ ডাকি' কয় ।

নিতাই-চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয় ॥ ১১ ॥



[ফাঃ শব্দ] দালালি ॥ ৫ ॥ নিতাই-চরণ.....আশ্রয়—

“হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি’

ধর নিতাইর পায় ॥” (শ্রীঠাঃ মঃ প্রাঃ) ॥ ১১ ॥

শোকশাতন

(শ্রীগৌরঙ্গলীলা-চরিত্র)

[১]

প্রদোষ-সময়ে,

শ্রীবাস-অঙ্গনে,

সঙ্গোপনে গোরামণি ।

শ্রীহরিকীর্তনে,

নাচে নানা রঙ্গে,

উঠিল মঙ্গলধ্বনি ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৫শ অধ্যায়ধৃত (২৪ সংখ্যা—
৮৪ সংখ্যা) শ্রীশ্রীবাস-পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তির প্রসঙ্গই “শোক-
শাতন”-আখ্যায় পদকর্তা প্রকাশ করিয়াছেন । ‘শাতন’-শব্দের
অর্থ ‘বিনাশন’ । ইহাতে ‘শোক-বিনাশন’-উপদেশ আছে । ইহা
করণ, গম্ভীর ও ভক্তিসিদ্ধান্তগর্ভ পালাগান বিশেষ । যথার্থ গৃহস্থ-
গণের শোকের কারণ উপস্থিত হইলেও তাঁহারা কিরূপ অবিক্রম-
মতি হইয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরঙ্গের সংকীৰ্ত্তনরাসের সেবা করিবেন,

মৃদঙ্গ, মাদল, বাজে করতাল,

মাঝে মাঝে জয়তুর ।

প্রভুর নটন, দেখি' সকলের,

হইল সন্তাপ দূর ॥ ২ ॥

অখণ্ড প্রেমেতে, মাতল তখন,

সকল ভকতগণ ।

আপনা পাসরি,' গোরাচাঁদে ঘেরি',

নাচে গায় অনুক্ষণ ॥ ৩ ॥

তাহারই বাস্তব আদর্শ 'শোকশাতনে' দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবগৃহস্থগণ শ্রীকৃষ্ণের সংসার করেন—মায়ার সংসার করেন না। যে সংসারে শ্রীকৃষ্ণনামই প্রভু, তথায় শোকমোহাদি-ধর্ম্ম আক্রমণ করিতে পারে না।

প্রদোষ—রজনীমুখ বা সায়ংকাল। সঙ্কোচপনে—বহিরঙ্গ-ব্যক্তিগণকে প্রবেশ করিতে না দিয়া শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গে; 'সঙ্কোচপাঙ্গে'—পাঃ লিঃ ॥১॥ মাদল—['মর্দল' শব্দজ]

কৃষ্ণ নিত্য স্মৃত খা'র, শোক কভু নাহি তা'র,
অনিত্যে আসক্তি সৰ্বনাশ ।

আসিয়াছ এ সংসারে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে,
নিত্য-তত্ত্বে করহ বিলাস ॥ ২ ॥

এ দেহে যাবৎ স্থিতি, কর কৃষ্ণচন্দ্রে রতি,
কৃষ্ণে জান ধন, জন, প্রাণ ।

এ দেহ-অনুগ যত, ভাই বন্ধু পতি স্মৃত
অনিত্য সম্বন্ধ বলি' মান ॥ ৩ ॥

কেবা কা'র পতি স্মৃত, অনিত্য-সম্বন্ধ-কৃত,
চাহিলে রাখিতে নারে তা'রে ।

করম-বিপাক-ফলে, স্মৃত হ'য়ে বৈসে কোলে,
কুর্মান্ধয়ে আর রৈতে নারে ॥ ৪ ॥

ইথে স্মৃথ-দুঃখ মানি', অধোগতি লভে প্রাণী,
কৃষ্ণপদ হৈতে পড়ে দূরে ।

শোক সম্বরিয়া এবে, নামানন্দে মজ' সবে,
ভকতিবিনোদ-বাঞ্জা পূরে ॥ ৫ ॥

[৩]

ধন, জন, দেহ, গেহ কৃষ্ণে সমর্পণ ।
করিয়াছ, শুদ্ধ চিত্তে করহ স্মরণ ॥ ১ ॥

তবে কেন 'মম স্মৃত' বলি' কর দুঃখ ?
কৃষ্ণ নিল নিজ-জন তাহে তা'র স্মুখ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ-ইচ্ছা-মতে সব ঘটয় ঘটনা ।
তাহে স্মুখ-দুঃখ-জ্ঞান অবিদ্যা-কল্পনা ॥ ৩ ॥

যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ, তাই জান ভাল ।
ত্যজিয়া আপন ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল ॥ ৪ ॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ২৫।২৮-২৯ ; ভাঃ ৬।১৫।২-৮, ২১-২৮—
শ্রীচিত্রকেতুর প্রতি শ্রীনারদ-অঙ্গিরা-উপদেশ দ্রঃ ।—[২]

দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে ।
 রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে ॥ ৫ ॥
 কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা ।
 তা'র ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা ॥ ৬ ॥
 তাজিয়া সকল শোক শুন কৃষ্ণনাম ।
 পরম আনন্দ পা'বে, পূর্ণ হ'বে কাম ॥ ৭ ॥
 ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীবাস-চরণে ।
 আত্মনিবেদন-শক্তি জীবনে মরণে ॥ ৮ ॥

[৪]

সবু মেলি' বালক-ভাগ বিচারি' ।
 ছোড়বি মোহ-শোক চিত্তবিকারী ॥ ১ ॥
 চৌদ্দ-ভুবন-পতি নন্দকুমারা ।
 শচীনন্দন ভেল নদীয়া-অবতারা ॥ ২ ॥

বালক-ভাগ—বালকের ভাগ্য ; চৈঃ ভাঃ মঃ ২৫৩৩

সোহি গোকুলচাঁদ অঙ্গনে মোর ।
 নাচই ভক্ত-সহ আনন্দ-বিভোর ॥ ৩ ॥
 শুনত নামগান বালক মোর ।
 ছোড়ল দেহ হরি-প্রীতি-বিভোর ॥ ৪ ॥
 ঐছন ভাগ যব ভই হামারা ।
 তবহুঁ হুঁউ ভব-সাগর-পারা ॥ ৫ ॥
 তুহুঁ সবু বিছরি' এহি বিচারা ।
 কাঁহে করবি শোক চিত্তবিকারা ॥ ৬ ॥
 স্থির নাহি হওবি যদি উপদেশে ।
 বঞ্চিত হওবি রসে অবশেষে ॥ ৭ ॥
 পশিবুঁ হাম সুর-তটিনী মাহে ।
 ভক্তিবিনোদ প্রমাদ দেখে তাহে ॥ ৮ ॥

৫ঃ ॥ ১ ॥ ভই—হইবে ॥ ৫ ॥ বিছরি'—বিস্মৃত হইয়া ।

বিচারা—বিচারসমূহ ॥ ৬ ॥ মাহে—মধ্যে ॥ ৮ ॥

কেমনে এ সবে,

ছাড়িয়া যাইব,

পরাণ বিকল হয় ।

সে-কথা শুনিয়া,

ভকতিবিনোদ,

মনেতে পাইল ভয় ॥ ৫ ॥

[৭]

গোরাচাঁদের আঞ্জা পে'য়ে গৃহবাসিগণ ।

মৃত স্মৃতে অঙ্গনেতে আনে ততক্ষণ ॥ ১ ॥

কেমনে এ সবে.....বিকল হয়—“পুত্রশোক না জানিল যে মোহোর প্রেমে। হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে ॥” (৫ঃ ভাঃ মঃ ২৫।৫২)—‘যে শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ দুর্দমনীয় পুত্রশোক পর্য্যন্ত অনুভব করেন নাই, সেইরূপ ভক্তের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব?’ এইরূপ চিন্তা করিয়া ভক্তবৎসল শ্রীগৌর-সুন্দর অত্যন্ত বিকল হইলেন ॥ ৫

কলিমলহারী গোরা জিজ্ঞাসে তখন ।
 শ্রীবাসে ছাড়িয়া, শিশু, যাও কি কারণ ? ২ ॥
 মৃত শিশুমুখে জীব করে নিবেদন ।
 লোক-শিক্ষা লাগি' প্রভু, তব আচরণ ॥ ৩ ॥
 তুমি ত' পরমতত্ত্ব অনন্ত অদ্বয় ।
 পরা শক্তি তোমার অভিন্ন তত্ত্ব হয় ॥ ৪ ॥
 সেই পরা শক্তি ত্রিধা হইয়া প্রকাশ ।
 তব ইচ্ছামত করায় তোমার বিলাস ॥ ৫ ॥

সেই পরা শক্তি.....বিলাস—“ন তস্য কার্যং
 করণঞ্চ বিঘতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে । পরাস্ত
 শক্তিকির্বিধৈব ক্ষরতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥” (শ্বেতাশ্বঃ
 ৬।৮) ; “বিকুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাত্যা তথা পরা । অবিজ্ঞা
 কৰ্ম্মসংজ্ঞান্ধা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে ॥” (বিকুপুরাণ ৬।৭।৬০, চৈঃ
 চঃ মঃ ২০।১১২) ॥ ৫ ॥

চিহ্নশক্তি-স্বরূপে নিত্যলীলা প্রকাশিয়া ।

তোমাতে আনন্দ দেন হ্লাদিনী হইয়া ॥ ৬ ॥

জীবশক্তি হঞা তব চিৎকিরণচয়ে ।

তটস্থ-স্বভাবে জীবগণে প্রকটয়ে ॥ ৭ ॥

মায়াশক্তি হঞা করে প্রপঞ্চ সৃজন ।

বহির্মুখ জীবে তাহে করয় বন্ধন ॥ ৮ ॥

ভকতিবিনোদ বলে অপরাধফলে ।

বহির্মুখ হ'য়ে আছি প্রপঞ্চ-কবলে ॥ ৯ ॥

[৮]

পূর্ণচিদানন্দ তুমি, তোমার চিৎকণ আমি,

স্বভাবতঃ আমি তুয়া দাস ।

পরম স্বতন্ত্র তুমি, তুয়া পরতন্ত্র আমি,

তুয়া পদ ছাড়ি' সর্বনাশ ॥ ১ ॥

স্বতন্ত্র হ'য়ে যখন, মায়া-প্রতি কৈলু মন,

স্ব-স্বভাব ছাড়িল আমায় ।

প্রপঞ্চে মায়ার বন্ধে, পড়িছু কন্মের ধন্ধে,
কন্মচক্রে আমারে ফেলায় ॥ ২ ॥

মায়া তব ইচ্ছামতে, বাঁধে মোরে এ জগতে,
অদৃষ্টনির্বন্ধ-লৌহকরে ।

সেই ত' নির্বন্ধ মোরে, আনে শ্রীবাসের ঘরে,
পুত্ররূপে মালিনী-জঠরে ॥ ৩ ॥

সে-নির্বন্ধ পুনরায়, মোরে এবে ল'য়ে যায়,
আমি ত' থাকিতে নারি আর ।

তব ইচ্ছা সুপ্রবল, মোর ইচ্ছা সুদুর্বল,
আমি জীব অকিঞ্চন ছার ॥ ৪ ॥

যথায় পাঠাও তুমি, অবশ্য যাইব আমি,
কা'র কেবা পুত্র পতি পিতা ।

জড়ের সম্বন্ধ সব, তাহা নাহি সত্য লব,
তুমি জীবের নিত্য পালয়িতা ॥ ৫ ॥

সংযোগ-বিয়োগে যিনি, সুখ-দুঃখ মনে গণি',
 তব পদে ছাডেন আশ্রয় ।

মায়ার গর্দভ হ'য়ে, মজেন সংসার ল'য়ে,
 ভক্তিবিনোদের সেই ভয় ॥ ৬ ॥

[৯]

বাঁধিল মায়া, যেদিন হ'তে,
 অবিদ্যা-মোহ-ডোরে ।

অনেক জন্ম, লভিলু আমি,
 ফিরিলু মায়া-ঘোরে ॥ ১ ॥

দেব দানব, মানব পশু,
 পতঙ্গ কীট হ'য়ে ।

স্বর্গে নরকে, ভূতলে ফিরি
 অনিত্য আশা ল'য়ে ॥ ২ ॥

না জানি কিবা, স্মৃতি-বলে

শ্রীবাস-স্মৃত হৈলু ।

নদীয়া-ধামে, চরণ তব,

দরশ পরশ কৈলু ॥ ৩ ॥

সকল বারে, মরণ-কালে,

অনেক দুঃখ পাই ।

তুয়া প্রসঙ্গে, পরম স্মখে,

এবার চলে' যাই ॥ ৪ ॥

ইচ্ছায় তোর, জনম যদি,

আবার হয়, হরি !

চরণে তব, প্রেম-ভকতি

থাকে, মিনতি করি ॥ ৫ ॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ২৫।৫৭—৬৬, ভাঃ ৬।১৬।৪-১১ শ্লোক-ধৃত
 শ্রীনারদের কৃপায় শ্রীচিত্রকেশুর মৃত-পুত্রের মুখে তত্ত্বোপদেশ-
 প্রসঙ্গ দ্রঃ ।—[৭৯]

যখন শিশু,

নীরব ভেল,

দেখিয়া প্রভুর লীলা ।

শ্রীবাস-গোষ্ঠী,

তাজিয়া শোক,

আনন্দ-মগন ভেলা ॥ ৬ ॥

গৌর-চরিত,

অমৃতধারা,

করিতে করিতে পান ।

ভক্তিবিনোদ,

শ্রীবাসে মাগে,

যার যেন মোর প্রাণ ॥ ৭ ॥

[১০]

শ্রীবাসে কহেন প্রভু, তুহঁ মোর দাস ।

তুয়া প্রীতে বাঁধা আমি জগতে প্রকাশ ॥ ১ ॥

ভক্তগণ-সেনাপতি শ্রীবাস পণ্ডিত ।

জগতে ঘুষুক আজি তোমার চরিত ॥ ২ ॥

ভক্তগণসেনাপতি—শুদ্ধভক্তগণের অগ্রণী 'শ্রীবাসাদি-
গৌরভক্তবৃন্দ' এইরূপ পদই পঞ্চতন্ত্রায়ক শ্রীগৌরহরির নাম-

প্রপঞ্চ-কারা-রক্ষিণী মায়ার বন্ধন ।

তোমার নাহিক কভু, দেখুক জগজ্জন ॥ ৩ ॥

ধন, জন, দেহ, গেহ আমারে অর্পিয়া ।

আমার সেবার সুখে আছ সুখী হঞা ॥ ৪ ॥

মম লীলাপুষ্টি লাগি' তোমার সংসার ।

শিখুক গৃহস্থ-জন তোমার আচার ॥ ৫ ॥

কীর্তনের মধ্যে কীৰ্তিত হইয়া থাকে । শ্রীশ্রীবাস ভক্তসেনা বা ভক্তবীরগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ॥ ২ ॥ **প্রপঞ্চকারা-রক্ষিণী**—মহামায়া বা দৈবী মায়া ॥ ৩ ॥ **মম.....সংসার**—শ্রীগৌরজনের সংসার বা গার্হস্থ্যালীলা। শ্রীগৌরহৃন্দরের লীলারই পোষক ; তাহা কৰ্মফলবাহ্য ভোগী জীবের বহির্গুণ সংসারের স্থায় কারাগৃহ-ভোগ নহে । শ্রীগৌরজন সংসারে স্ত্রী-পুত্র ও বিষয়াদির মধ্যে অবস্থান করিয়াও অধিকতর বিপ্রলস্তময়ী চিত্ত-বৃত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া স্তীৰভাবে হরিভজন করেন এবং তদ্বারা বিপ্রলস্তমূর্তি শ্রীগৌরহৃন্দরের বিপ্রলস্তলীলারই পোষকতা

তব প্রেমে বদ্ধ আছি আমি, নিত্যানন্দ ।
 আমা-ছ'হে স্মৃত জানি' ভুঞ্জহ আনন্দ ॥ ৬ ॥
 নিত্যতত্ত্ব স্মৃত ঘা'র, অনিত্য তনয়ে ।
 আসক্তি না করে সেই সৃজনে প্রলয়ে ॥ ৭ ॥
 ভক্তিতে তোমার ধনী আমি চিরদিন ।
 তব সাধুভাবে তুমি ক্ষম মোর ধন ॥ ৮ ॥
 শ্রীবাসের পায় ভক্তিবিনোদ কুজন ।
 কাকুতি করিয়া মাগে গৌরঙ্গ-চরণ ॥ ৯ ॥

করেন ॥ ৫ ॥ **নিত্যতত্ত্ব.....প্রলয়ে—শ্রীগৌরনিত্যানন্দ**
 শ্রীশ্রীবাসের নিত্যপুত্র । তাঁহারা অনিত্য বস্তু নহেন । স্মতরাং স্বয়ং
 ভগবৎস্তু যাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করেন, সেই শ্রীশ্রীবাসের কোন
 প্রাকৃত দেহধারী অনিত্য বস্তুতে সৃষ্টি বা প্রলয়কালেও আসক্তি
 থাকিতে পারে না । “শ্রীবাসের চরণে রহক নমস্কার । ‘গৌরচন্দ্র’
 ‘নিত্যানন্দ’—নন্দন যাঁহার ॥” (চৈঃ ভাঃ ষঃ ২৫৮২) ॥ ৭ ॥

যাহাতে তোমার, চরণ-যুগলে,
আসক্তি বাড়িতে রয় ॥ ৪ ॥

বিপদ-সম্পদে, সেই দিন ভাল
যে দিন তোমারে স্মরি ।

তোমার স্মরণ- রহিত যে দিন,
সে দিন বিপদ, হরি ॥ ৫ ॥

চারিভাই—শ্রীশ্রীবাস, শ্রীশ্রীরাম, শ্রীশ্রীপতি ও শ্রীশ্রীনিধি
—এই চারি ভ্রাতা ॥ ৩ ॥ ওহে প্রাণেশ্বর.....বাড়িতে
রয়—“বিগদঃ সন্ত তাঃ শম্বতত্র তত্র জগদ্গুরো । ভবতো দর্শনং
যৎ স্মাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥” (ভাঃ ১।৮।২৫)—হে বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণ,
যে-সব বিপদ উপস্থিত হইলে আমাদের ভাগ্যে পুনর্জন্ম-নিবারক
অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ তোমার দুর্লভ-দর্শনলাভ ঘটে, আমাদের
সেই সমস্ত বিপদ পূর্বেবাস্তু বিচিত্র অবস্থানিচয়ের মধ্যে চিরদিনই
যেন উপস্থিত হয় ॥ ৪ ॥

শ্রীবাস-গোষ্ঠীর,

চরণে পড়িয়া,

ভকতিবিনোদ ভণে ।

তোমাদের গোরা,

কৃপা বিতরিয়া,

দেখাও দুর্গত জনে ॥ ৬ ॥

[১২]

মৃত শিশু ল'য়ে তবে ভকতবৎসল ।

ভকত-সঙ্গে গায় শ্রীনাম-মঙ্গল ॥ ১ ॥

গাইতে গাইতে গেলা জাহ্নবীর তীরে ।

বালকে সংকার কৈল জাহ্নবীর নীরে ॥ ২ ॥

জাহ্নবী বলেন, মম সৌভাগ্য অপার ।

সফল হইল ব্রত ছিল যে আমার ॥ ৩ ॥

শ্রীনামমঙ্গল—শ্রীনামমাহাত্ম্য ; 'মঙ্গল' শব্দে মাহাত্ম্য,
স্তুতিগীতি, ধ্বনি প্রভৃতি বুঝায় ॥ ১ ॥

মৃত শিশু দেন গোরা জাহ্নবীর জলে ।
 উথলি জাহ্নবীদেবী শিশু লয় কোলে ॥ ৪ ॥
 উথলিয়া স্পর্শে গোরা-চরণকমল ।
 শিশু-কোলে প্রেমে দেবী হয় টলমল ॥ ৫ ॥
 জাহ্নবীর ভাব দেখি' যত ভক্তগণ ।
 শ্রীনাম-মঙ্গলধ্বনি করে অনুক্ষণ ॥ ৬ ॥
 স্বর্গ হৈতে দেবে করে পুষ্প বরিষণ ।
 বিমান-সঙ্কুল তবে ছাইল গগন ॥ ৭ ॥
 এইরূপে নানা ভাবে হইয়া মগন ।
 সৎকার করিয়া স্নান কৈল সর্বজন ॥ ৮ ॥
 পরম-আনন্দে সবে গেল নিজ-ঘরে ।
 ভকতিবিনোদ মজে গোরা-ভাবভরে ॥ ৯ ॥

(শ্রোতৃগণের প্রতি নিবেদন)

নদীয়া-নগরে গোরা-চরিত-অমৃত ।
 পিয়া শোক ভয় ছাড়', স্থির কর চিত ॥ ১ ॥

অনিত্য সংসার, ভাই, কৃষ্ণমাত্র সার ।
 গোরা-শিক্ষা-মতে কৃষ্ণ ভজ' অনিবার ॥ ২ ॥
 গোরার চরণ ধরি' যেই ভাগ্যবান্ ।
 ব্রজে রাধাকৃষ্ণ ভজে, সেই মোর প্রাণ ॥ ৩ ॥
 রাধাকৃষ্ণ গোরাচাঁদ নদে' বৃন্দাবন ।
 এইমাত্র কর সার পা'বে নিত্য ধন ॥ ৪ ॥
 বিদ্যাবুদ্ধিহীন দীন অকিঞ্চন ছার ।
 কৰ্ম্মজ্ঞানশূন্য আমি শূন্য-সদাচার ॥ ৫ ॥
 শ্রীগুরুবৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি ।
 ভক্তিহীনে উপাধি হইল এবে ব্যাধি ॥ ৬ ॥
 যতন করিয়া সেই ব্যাধি-নিবারণে ।
 শরণ লইনু আমি বৈষ্ণব-চরণে ॥ ৭ ॥

নদে'—নদীয়া, শ্রীনবদ্বীপ ॥ ৪ ॥ শ্রীগুরুবৈষ্ণব.....

চরণে—শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রদত্ত শ্রীগোরাশীর্বাদকে প্রকৃত

বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে ধরিয়া ।

এ 'শোকশাতন' গায় ভক্তিবিনোদিয়া ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীগৌরান্ধচরিতে 'শোকশাতন'-পালা সমাপ্তা ।

আত্মমঙ্গলকামী শ্রীহরিকীর্তনকারী শ্রীগুরুবৈষ্ণবদাস কিরূপ
দৈন্যের সহিত বরণ করিবেন, তাহাই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল
ভক্তিবিনোদ প্রভু এই পদে শিক্ষা দিয়াছেন । একমাত্র
শ্রীবৈষ্ণবচরণে শরণাগত হইলেই জড়-প্রতিষ্ঠার হস্ত হইতে জীব
উদ্ধার লাভ করিতে পারেন । নতুবা 'বড় আমি' বা 'বৈষ্ণব
আমি' অভিমান জীবকে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা-লোলুপ, দাস্তিক ও
অপরাধী করিয়া তোলে ॥ ৬-৭ ॥ ভক্তিবিনোদিয়া—
পদকর্তা অত্যন্ত বিপ্রলস্তাত্মক দৈন্যভরে নিজেকে হীন জ্ঞান
পূর্বক ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি-গুরুগাঞ্চ মহীয়সাম্ ।

শ্রুতিসারামৃতং বাণীলেশং সংগৃহ্য যত্নতঃ ॥

ভক্তিবিনোদ-গৌর-শ্রীবাণী-পুরী-প্রসাদতঃ ।

সাধবো ! রচিতং ভাষ্যং কুর্বন্ত করুণাং ময়ি ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত ত্রয় ।
গদাধর শ্রীবাসাদি পঞ্চতন্ত্র জয় ॥
গৌরভক্তি-সাম্রাজ্যের পুরস্কারাগ্রণী ॥
ভকতিবিনোদ জয় ভক্তাচার্য্যমণি ॥

—শ্রীল প্রভুপাদ



সমাপ্ত

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের
অন্যান্য গীতগ্রন্থ

কল্যাণকল্পতরু

(সভাষ্য) উৎকৃষ্ট সংস্করণ

শরণাগতি

সটীক

অভিনব সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)
মঞ্জুষা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, পোঃ উয়ারী, ঢাকা